রশিনারা।

ইতিবৃত্ত-মূলক উপাখ্যান।

[illegible]লীকৃষ্ণ লাহিড়ী।

প্রণীত।

কলিকাতা।

কালেজ-স্কোয়ার ৪ নং ভবনস্থ "বাঙ্গালা সাপ্তাহিক
রিপোর্ট যন্ত্রে" শ্রীদ্বারকানাথ রায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১২৭৬।

উপহার।

অভিন্নহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ লাহিড়ী অভিন্নহৃদয়বরেষু।

প্রাণসদৃশ দ্বারি!

আমি তোমারই ইচ্ছানুসারে এই শ্রমসাধ্য কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি, আমি এপথের প্রথম পথিক, অজ্ঞাত-পন্থা নির্ব্বাচন করিতে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট পাই-য়াছি তাহাও তুমি বিশেষ রূপে অবগত আছ। তোমার সাধু-অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমি যত্নের ত্রুটি করি নাই, কিন্তু, পাঠক মহোদয়গণ যাহাই বিবেচনা করুন, তুমি আমার এই বহু-পর্য্যটন-ক্ষম "রশি-নারাকে" কখনই অবহেলা করিতে পারিবে না; একে তোমার ইচ্ছা, তাহাতে আবার বন্ধু-প্রদত্ত সামগ্রী, ইহা তোমার নিকট আমার ন্যায় চির-সমাদৃত থাকিবে। অতএব হে প্রিয়দর্শন! আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমালা, কুসুম-হারের ন্যায় তোমার কণ্ঠে অর্পণ করিলাম, আমি নিশ্চয়ই জানি, স্নেহের চক্ষে সকলই সুন্দর দেখায়। এক্ষণে, এই পুস্তকখানি

তোমার চক্ষে যেরূপ পতিত হইল, সেই রূপ সহৃদয় পাঠকব্যূহের নিকট সমাদৃত হইলে আমার সকল শ্রম সফল বোধ করিব।

এক্ষণে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, যে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কোঁড়কদী
আশ্বিন, ১২৭৬।

হৃদয়তুল্য
শ্রীকালীকৃষ্ণ লাহিড়ী।

ভ্রম সংশোধন।

১৮১, ১৮৩ ও ১৮৫ পৃষ্ঠার শিরোদেশে যে "সুখ্‌বাদে" পদ আছে, তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত দুই পৃষ্ঠায় "পুরুষবেশে" এবং শেষোক্ত পৃষ্ঠায় "আমখাসে" পদ পাঠ করিতে হইবে।

রশিনারা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিরিসঙ্কটে।

প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল, একদা শীত ঋতুর মধ্যাহ্ন-কালে কতকগুলি সামন্ত,—কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে কেহ বা হস্তিবাহনে এক খানি সুসজ্জীভূত শিবিকা বেষ্টন করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতেছিল। দিনমণি প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া খরতর-করজাল-বিস্তার-পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তু সমূহকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন; তখন পথিকেরা আতপতাপে তাপিত এবং ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল; তদ্দর্শনে জনৈক সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "পথিকগণ! যদি আমরা এক্ষণে আশ্রয়স্থান না লইয়া ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাই, তাহা হইলে সূর্য্যোত্তাপে এই নির্জ্জন প্রান্তরে আমাদের গমনশক্তি রহিত হইয়া আসিবে; অতএব সম্মুখে যে নীল-নীরদ-মালামণ্ডিত পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার উপত্যকায়

আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; পরে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন এই সন্তপ্তা পৃথিবী শীতলমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, তখন যথাস্থানে গমন করিলেই হইবে; অতএব চল, সকলে পর্ব্বতনিম্নে ক্ষণকাল বিশ্রাম করি।" তাঁহার পরামর্শ সকলেরই মনঃপূত হইল। পরে পথিকেরা দ্রুতবেগে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিল; অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া গিরির উপত্যকায় বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রভাকরের অস্তগমন-প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতে লাগিল।

ক্রমে দিননাথ অস্তাচল-গমনোন্মুখ হইলেন, দেখিয়া পথিকেরা স্ব স্ব যানারোহণে শিবিকা-বেষ্টন পুরঃসর গমন করিতে লাগিল। কিন্তু, ভাস্কর সম্পূর্ণ অস্তগমন না করিতেই উদগ্র শৈলশিখরচ্ছায়ায় গন্তব্য পথ এককালীন ঘোরতর তমসাবৃত হইতে লাগিল; কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই গোত্র সমুদায়ের বিচ্ছেদাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়াতে পান্থেরা আপনাদিগকে ভীষণ-দুর্লঙ্ঘ্য-দুর্গবেষ্টিত বন্দীর ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। তখন তাহারা অতি সাবধানে চলিতে লাগিল, বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থিত দিব্যগঠিত বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত বসনাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা পাছে স্খলিতপদ হয়, এ জন্য সকলে ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

এইরূপে তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, এমনি একটি সংকীর্ণ ও বন্ধুর পথে উপস্থিত হইল যে, তাহাতে দুই জন মনুষ্যেরও পাশাপাশী হইয়া গমন করা সুকঠিন,—ইহার স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড রহিয়াছে, স্থানে স্থানে পুরাতন পাদপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পতিত রহিয়াছে; আবার পন্থার দুই

পার্শ্বে বেতস-লতাদ্বারা আবৃত, এবং কোন কোন স্থানে ঐ সকল লতা কুঞ্জভাব ধারণ পূর্ব্বক পথরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। বাহকেরা অতি সাবধানে শিবিকা বহিষ্কৃত করিতে লাগিল, আর আর সমভিব্যাহারী সামন্তগণ শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তাহারা অতি কষ্টে পথবাহন করিতেছে; ক্রমে রজনী প্রহরাতীত হইল, এমন সময় কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ তাহা-দিগকে আক্রমণ করিল, এবং চকিতের ন্যায় বাহকদিগের স্কন্ধ হইতে সবলে শিবিকা হরণ করিয়া দ্রুতগমনে প্রস্থান করিল। বাহকদিগের আর্ত্তনাদে রক্ষিবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিবিকারক্ষার্থে ভৈরব নাদে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। তাহা-দের সম্মুখবর্ত্তী বীর এক জন আক্রমণকারীর বর্ষাগ্রে বিদ্ধ হইয়া, ঘোরতর চীৎকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। মুমূর্ষুর চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যবৃন্দ ভয়ে বিহ্বল হইয়া চিত্রমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিল। তখন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্য হইতে এক জন বীরপুরুষ দর্পে চীৎকার করিয়া কহিলেন, “যে যেখানে আছ, স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাক, আগমনের চেষ্টা করিও না, এক পদ অগ্রসর হইলে প্রাণ হারাইবে;—স্থির হইয়া থাক, অল্পক্ষণেই নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দিব।” কেহই কোন কথা কহিল না, বরং পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিল।

রক্ষীদিগের মুখে কোন উত্তর না পাইয়া সেই ব্যক্তি বিকট-স্বরে হাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “আবারও বলিতেছি, তোমরা বৃথা আক্রমণের চেষ্টা পাইও না, কেন

জীবন বিসর্জ্জন দাও? তোমাদের শোণিতে এই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।"

রক্ষীদিগের মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ সাহসে ভর করিয়া অন্ধকার মধ্যে মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি কে?" আগন্তুক উত্তর করিলেন,, আমি যে হই, সে কথায় তোমাদের প্রয়োজন নাই; তোমরা শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর, নতুবা রক্ষা নাই।"

রক্ষীদিগের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, "জনাব! কথার ভাবে বুঝিতেছি, আপনি এক জন বীরপুরুষ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন কি?"

বীরপুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি তোমাদের নিকট বলিবার যোগ্য বোধ হয়, তবে না বলিব কেন?" এই কথায় কিছু আশ্বাস পাইয়া রক্ষী কহিল, "জনাব! আমাদের পালকী কোথায়?"

বীরপুরুষ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "শিবিকার কথায় তোমাদের আবশ্যক কি? তাহা যথা ইচ্ছা তথায় হউক,—তোমরা এখান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা এখনই মারা যাইবে।"

কাতরস্বরে উত্তর প্রদত্ত হইল, "পাল্‌কীতে যে তরুণী আছেন, আজিকার সমস্ত দিন তাঁহার একরূপ উপবাসে গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; অতএব তাঁহাকে শীঘ্র নিরাপত্ত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। বলুন, এ ব্যঙ্গের সময় নয়।"

আক্রমণকারী কহিলেন, "তোমাদের সহিত ব্যঙ্গ করিব কেন? যে তরুণীর পরিচয় তোমরা প্রদান করিলে, তাঁহাকে

কি আমরা জানি না? তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রম বা সৎকারের ত্রুটি হইবে না। যদি তিনি পথ-পর্য্যটনে অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এখানে একবার আতিথ্য স্বীকার করিলে হানি কি?”

তখন রক্ষিগণ অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের কাতরোক্তিতে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না, বরং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাস্য শ্রবণে এক জন মহারোষে কহিল, “রে দুরাত্মা দস্যু! আমাদের প্রভু-কন্যাকে কোথায় রাখিলি? শীঘ্র আনিয়া দে, নচেৎ এখনই ইহার প্রতিফল দিতেছি।”

তাহার বাক্য শেষ হইলে, আক্রমণকারী বীরপুরুষ ঈষৎ উগ্রভাবে কহিলেন, “ছাগীর কণ্ঠজাত স্তনের ন্যায় তোমাদের বাক্য কোন কার্য্যকর নহে। তোমাদিগকে এখনও সৎপরামর্শ দিতেছি, শীঘ্র প্রস্থান কর; নতুবা এই আমার হস্ত অসি উন্মোচন করিতে অগ্রসর হইতেছে।”

বীরপুরুষের যে কথা সেই কাজ। এ কথার মর্ম্ম রক্ষিগণ না বুঝিত এমন নয়। তাহাদের মধ্যে এক জন বিনয়নম্রবচনে কহিল, “জনাব্! আমাদের কেন প্রাণে মারেন? ঐ কন্যাটির জন্য আমরা সকলে মারা যাইব; এত গুলি নরহত্যা হইবে, আপনি কি ইহা পাপ বলিয়া জ্ঞান করেন না? আমাদিগকে রক্ষা করুন; জগদীশ্বর আপনাকে অবশ্যই এই সৎকর্ম্মের পুরস্কার দিবেন! বীরেরত এরূপ রীতি নয়, যে, শরণাগতের প্রতি অত্যাচার করেন, অতএব আমরা আপনার শরণাগত, আমাদের রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান।”

"তোমাদের মিষ্ট কথায় আমি ভুলি না। যাক্, সে কথায় আর কাজ কি? তবে তোমাদের প্রভুর নিকট এইমাত্র কহিও, যে, তিনি যাহাকে দস্যু বলিয়া অবজ্ঞা করেন, অদ্য তাহার প্রিয়তমা কন্যা সেই দস্যুর হস্তে নিপতিতা হইয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি শত্রুসন্নিধি হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত-তলে।

রক্ষিবর্গ যাঁহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিল, তাঁহার আর কোন উত্তর না পাইয়া বিবেচনা করিল, যে, তিনি আর তথায় নাই। তখন তাহারা মহাচিন্তাসাগরে মগ্ন হইল। তাহাদের মনে এটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্তুতি-মিনতিতে বশ করিয়া, আক্রমণকারীর নিকট হইতে তরুণীকে উদ্ধার করিবে; কিন্তু দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে পর্য্যন্ত তাহারা বীরপুরুষের সহিত কথোপকথনে ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহাদের তত দুঃখানুভব করিতে হয় নাই। এক্ষণে বীরপুরুষেরও কোন উত্তর নাই, সুতরাং তাহারাও তরুণীর পুনঃসন্দর্শনের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিল। কেবল তরুণীর আশাও নহে, সেই সঙ্গে আপনাদের প্রাণের আশাও পরিত্যাগ করিল। তাহাদের দুঃখের আর ইয়ত্তা নাই, যেমন প্রাণাধিক পুত্রের বিয়োগে পিতা রোদন করেন, তরুণীর জন্য

তাহারা ততোধিক বিলাপ করিতে লাগিল। বিলাপ না করিবে কেন? সন্তানবিয়োগে জনকজননী শোকসন্তাপে দগ্ধ হয়েন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই; রমণীর জন্য তাহাদের প্রাণের সমূহ আশঙ্কা,—ঘাতুকের কুঠারে নিশ্চয়ই প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অতএব, প্রাণ বাঁচাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল।

বিলাপকারী সামন্তদিগের মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া কহিল, "কেন আর ক্রন্দন কর ভাই সকল? অরণ্যে রোদনে ফল কি? এক্ষণে বিবেচনা কর, সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইতেছে,—বোধ হয়, প্রাণ হইতে প্রার্থনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এক্ষণে কিসে প্রাণরক্ষা পায়, তাহার উপায় কর।"

তাহাদের মধ্য হইতে আর এক জন কহিল, "তুমি যথার্থ কথা কহিয়াছ ভাই। আমাদের প্রভু যেরূপ নিষ্ঠুর, তাহাতে কি কোন আপত্তি শুনিবেন? এ সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি আমাদের প্রাণবিনাশ করিবেন।"

অন্য আর এক জন হতাশ্বাস হইয়া কহিল, "তোমরা কেন আর অলীক জল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? এবার প্রাণ কি আর বাঁচিবে? ঐ শুন, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ ঘোররনাদে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; অগ্রে উহাদের গ্রাস হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর, পরে অন্য উপায় করিও। আরও বলি, দস্যুগণের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, তাহারা একবার পাল্কী হরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সকলে জুটিয়া আমাদিগকে একবারে বিনাশ করিয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "ভাই রে! সিংহ ব্যাঘ্রে খাইবে, ডাকাইতে মারিবে, তাহাতে দুঃখের বিষয় কি? সেত আমাদের প্রার্থনীয়। কেননা, এ কাল নিশীথে তাহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জীবন-ধ্বংস করে, তবেত মানটা রক্ষা পায়; কিন্তু প্রভুর নিকট এই দুর্ঘটনার বার্ত্তা প্রদান করিলে তিনি শুধু প্রাণবধ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, নানারূপ অপমান করিয়া জীবনান্ত করিবেন। অপমানের সহিত মৃত্যু অপেক্ষা এ মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল।"

অপর এক জন কহিল, "ও সকল কথা রেখে দাও ভাই সকল! আমি যাহা বলি, যদি মনোমত হয়, তবে তাহাই কর।"

এই কথায় মনঃসংযম করিতে কেহই ত্রুটি করিল না। এক জন কহিল, "তুমি কি করিতে পরামর্শ দাও?" সে কহিল, "যদি আজিকার রাত্রি কোন মতে নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত করিতে পারি, তবে কল্য শাহজাদীর অনুসন্ধান করা যাইবে। বোধ হয়, এখান হইতে দস্যুদিগের আবাসস্থান অধিক দূর না হইতে পারে। তাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে কখনই সমর্থ হইবে না; যদি কালি তাহাদের অনুসন্ধান পাই, তবে যেরূপেই হউক, তাহাদের নিপাত করিয়া শাহজাদীর উদ্ধার করিব।"

তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কহিল, "ও সকল বৃথা কথায় আমার সম্মতি দিতে ইচ্ছা করে না। কেননা, শাহজাদীকে হরণ করিয়া দস্যুগণ কখনই নিকটে রাখে নাই, সে অনুসন্ধান কেবল বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। এক্ষণে প্রভুর নিকট কি বলিয়া উপস্থিত হইব, তাহারই পরামর্শ কর।" এ কথার উত্তর কেহই করিল না। সকলেই নীরব হইয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি আবার কহিল, “আমরা এ ঘোর বিপদে কখনুই পড়িতাম না; এই কাফের হিন্দুবেহারা-গণই ইহার মুল কারণ হইয়াছিল।”

ইহা শুনিয়া বাহকগণ রোদন করিতে করিতে কহিল, “জনাব্! দাসেরা কি অপরাধ করিল?”

সে কিছু উগ্রভাবে কহিল, “মর্ কাফের! তোদের দোষে এ বিপদ ঘটিল না? আমরা কি এ দেশের পথ ঘাট জানি? তোরা সর্ব্বদা এদেশে গমনাগমন করিয়া থাকিস্;—নিশ্চয়ই সেই ডাকাইতের সহিত তোদের মিল ছিল, তোরাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলি, তাহারত আর সন্দেহ নাই।”

এই স্বার্থপর সৈনিকদিগের কথায় বাহকগণ যে কি পর্য্যন্ত ভীত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ক্ষণকাল পরে বাহকগণ ক্রোধভরে কহিল, “আচ্ছা, আমাদের যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমরা নির্দ্দোষ হইতে পারিব।” সে ইহা শুনিয়া কহিল,—

“প্রভুর নিকট তোরা কি কহিবি?”

[illegible] তাহাই কহিব।”

করিতে অনুমতি করিল। আজ্ঞাকারী [illegible]
হিন্দু বাহকদিগকে বন্ধন করিলে, সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রা[illegible]
হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবির-সন্নিকটে।

রক্ষিগণ-পরিবেষ্টিতা শিবিকারোহিণী তরুণীর পরিচয় জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে। পরন্তু, আমরা যে সময়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার প্রথা এককালে রহিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে কে তাঁহাকে হরণ করিল? তদ্বৃত্তান্ত পশ্চাৎ জানিতে পারিবেন, তবে এইমাত্র প্রকাশ্য যে, তরুণীটি সম্রাট্ সাজাহানের পৌত্রী, কুমার আরাঞ্জেবের কন্যা। তিনি পিতামহের জন্মোৎসব সন্দর্শন করিয়া পিতার উদ্দেশে মাদুরা গমন করিতেছিলেন। যখন দাক্ষিণাত্যের সেনানী-পদে আরাঞ্জেব নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার পরিবার তথায় ছিলেন। কুমার আরাঞ্জেব সসৈন্যে কেন যে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা বোধ হয়, প্রায় সকলই জ্ঞাত থাকিবেন; তদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করা এস্থলে আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য নহে।

আরাঞ্জেব কন্যার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি তাঁহার দিল্লী হইতে যাত্রার সংবাদ অগ্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিল্লী এবং মাদুরা গমনাগমনে যে সময় লাগে, তাহা অতিবাহিত হইল, তথাচ কন্যার সংবাদ নাই। কন্যার উদ্দেশে দূতপ্রেরণ করিলেন। সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নে কালযাপন করেন; আহার, বিহার, রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা পর্য্যন্ত

একরূপ বদ্ধ হইল ; মায়ার এরূপ মোহিনী শক্তিই বটে ! সন্তানের জন্য পিতামাতার মন এত উতলা না হইবে কেন ?

যে দিন সামন্তদিগের মধ্য হইতে দস্যুগণ শিবিকা হরণ করে, তাহার প্রায় এক মাস পরে, আরাঞ্জেব পটমণ্ডপে দরবারে বসিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে পারিষদ, মুন্‌সবদার প্রভৃতি ওম্‌রাহগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন ; বহুসংখ্যক লোক নিজ নিজ ইপ্‌সিত সাধনে গমনাগমন করিতেছে। এক জন সিপাহী কুমারের সম্মুখে আগমন করিয়া অবনত-শিরে কহিল,——

“দিল্লীশ্বরের জয় হউক।”

আরাঞ্জেব তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কহিল, “জাহাপনা ! শাহজাদীর সঙ্গে যে সকল রক্ষী ছিল, তাঁহারা অসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে পাল্‌কী নাই।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া আরাঞ্জেব অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “কি, পাল্‌কী নাই ? তাহাদের ডাকত।”

সিপাহী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। তিনি করলগ্ন-কপোলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। “রক্ষিগণ ফিরিয়া আসিল, রশিনারা কোথায় ! তাহাকে কি দিল্লীতে রাখিয়া আসিল ? তাহারত তথায় থাকিবার কথা ছিল না, আর সে যে দিল্লী হইতে এখাঁনে আগমন জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহাত পূর্ব্বেই শুনিয়াছি ? দ্বারবান্ কি অলীক কহিল ? না পথে কোন পীড়া হইয়া তাহার মৃত্যু”——মৃত্যু ! এই সাংঘাতিক কথাটি স্মরণ হইবা মাত্র তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলেন, চক্ষুঃ হইতে অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সন্তানবৎসল জনকজননীর হৃদয়ে

অপত্য-স্নেহ কি প্রগাঢ় রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে! আরাঞ্জেবের মনে কত অচিন্তনীয় ভাবনার উদয় হইতে লাগিল, ভ্রমক্রমেও যাহা কখন হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই, এরূপ কত শত চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র আক্রমণ করিল; কন্যার মৃত্যু স্থির কল্পনা করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, নয়নজলে বক্ষের পরিচ্ছেদ প্লাবিত হইয়া গেল, মস্তিষ্ক চঞ্চল হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; তখন তিনি উপাধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া নিঃস্পন্দের ন্যায় রহিলেন। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া রুমাল দ্বারা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বোধ হয় তাহার মৃত্যু হয় নাই, যদি পীড়া হইয়া পথে তাহার মৃত্যু হইত, তবে রক্ষিগণ অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিত; তাহা হইলে তাবিজাই বা না আনিবে কেন? না, সে মরে নাই! তবে কি পথে কোন শত্রুহস্তে পড়িয়াছে? হিন্দুস্থানে আমার শত্রু? এমন শত্রু কে? তবে কি পথে কোন ডাকাইতের সর্দ্দার?" বলিতে বলিতে আরাঞ্জেবের চক্ষুঃ লোহিত বর্ণ হইল, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধের আতিশয্যে আর কিছু চিন্তা আসিল না; রক্ষীদিগের আগমন প্রতীক্ষায় সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে দৌবারিক আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "জাঁহাপনা! রক্ষিগণ দ্বারে দণ্ডায়মান; কি আজ্ঞা হয়?" আরাঞ্জেব কহিলেন, "তাহাদের সম্মুখে আনয়ন কর।"

দৌবারিক আজ্ঞামাত্র তাহাদের লইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "তোরা রশিনারাকে কোথায় রাখিয়া আসিলি?"

রক্ষিগণ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান থাকিল। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিরপরাধ বাহকদিগকে বন্ধন করিয়াছিল, সে করযোড়ে কহিল, "জাঁহাপনা, বলিতে শঙ্কা হয়, কিন্তু যদি———

তাহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া আরাঙ্গেব অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "তোদের ভাব দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে,—শীঘ্র বল্ রশিনারা কোথায়?"

সেই ব্যক্তি কহিল, "প্রায় এক মাস গত হইল, দাসেরা শাহজাদীকে লইয়া সহ্য পর্ব্বতের নিকট দিয়া আসিতেছিল। হিন্দু বেহারাগণ কোন্ এক দস্যুর সহিত মিল করিয়া, আমাদে বিপথগামী করিয়াছিল; সেই দিন রাত্রে ঘোরতর অ[illegible] মধ্যে আমাদের অপেক্ষা দলবলে শ্রেষ্ঠ, একদল [illegible] হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করিল, (চক্ষের জল [illegible] ফেলিতে) জনাব! সে কথা বলিতে নফরের—" পরে চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, কাফের ডাকাইতগণ বেহারাদের [illegible] হইতে পাল্কী সমেত শাহজাদীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। আমরাও তদুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তাহারা কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই সন্ধান পাইলাম না। কিন্তু তাহাদের গমন সময়, এক জন কহিয়া গেল, যে, "রক্ষিগণ, তোমাদের প্রভুর নিকট কহিও, যে, তিনি যাহাকে দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, আজি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা সেই দস্যুহস্তে নিপতিতা হইলেন।" এই বলিয়া বক্তা রোদন করিতে লাগিল।

আরাঙ্গেবের শেষ কল্পনাই সত্য!

তিনি এই কথা শুনিবামাত্র মহাক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠি-লেন; কপোল যুগল ঈষৎ রক্তাভ হইল, চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে লাগিল, নাসারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল, দন্তদ্বারা অধর দংশন করিতে লাগিলেন, প্রভাকর-করস্পর্শী জলধি-জলবৎ, দাবানল সদৃশ, প্রচণ্ড-হুতাশন-জ্বালাবৎ কঠোর দৃষ্টিতে বাহকদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই কুপিত বজ্রাগ্নি তুল্য ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বাহকগণ ভয়ে অশ্বত্থ[illegible]র ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, রক্ষীদিগেরও ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠা-[illegible] বাহকগণ সবন্ধন-হস্ত উচ্চ করিয়া রোদন করিতে করিতে [illegible]—

[illegible]! দাসেরা কোন অপরাধ করে নাই; [illegible] সমুদা মিথ্যা বলিলেন। দস্যুগণ আমাদের নিকট হইতে পাল্কী হরণ করিয়াছে, সে কথা মিথ্যা নহে; কিন্তু, [illegible]রা কখন যুদ্ধ করিতে জানি না, ইঁহারাও শাহজাদীর উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। এক্ষণে প্রাণ বাঁচা-ইবার জন্য এই হিন্দু হতভাগাদের বাঁধিয়া আনিয়াছেন। আমরা বাদশাহের নফর,—নিরাপরাধ, আমাদের প্রাণে মারিবেন না।”

আরাঞ্জেব ক্রোধ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “আমি আর কিছু শুনিতে চাহি না।” অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে “জল্লাদ, জল্লাদ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আহ্বানমাত্র চারি পাঁচ জন ঘাতক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি কহিলেন, “এই কাফের বাহকদিগের সহিত রক্ষীদিগকে বধ কর।”

কতকগুলি শিপাহী রক্ষীদিগকে বন্ধন করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। আরাঞ্জেবের বেগম, বেগমের পরিচারিকা, রশিনারার সহচরী, সকলের কর্ণে এই সংবাদ গেল; অন্তঃপুর তাম্বু-মধ্যে মহারবে রোদন-ধ্বনি উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যথিতান্তরে।

এদিকে শিবিকাপহারিগণ সেই নিশীথকালে পথ উত্তীর্ণ হইয়া একটি পর্ব্বতীয় দুর্গ-সমীপে উক্ত দুর্গ পর্ব্বতের উপরিভাগে সংস্থাপিত ছিল, বার যে একটি গুপ্ত উপায় ছিল, তাহার সন্ধান দুর্গস্বামী এবং কতিপয় বিশ্বাসী সেনানী ব্যতীত অন্য আর কেহই জানিত না। সুতরাং তাহারা সচরাচর যে পথ অবলম্বন করিয়া দুর্গে যাতায়াত করিত, তথায় উপস্থিত হইয়া অপরের অবোধগম্য একটি সঙ্কেতধ্বনি করিবামাত্র, উপর হইতে সুকঠিন রজ্জু-সংযোজিত কয়েকটি হিন্দোলক অবতারিত হইল। তখন, তাহাদের মধ্য হইতে এক জন সমুচিত সম্মান সহকারে কহিল, "শাহজাদি! নিজ শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া এই দোলারোহণ করুন।" রশিনারা কি করেন, অগত্যা তাহাদের কথিত সেই দোলাযন্ত্রে উপবিষ্টা হইলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে

তিনি শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া দুর্গদ্বারে উপনীতা হইলেন। এইরূপে আর আর সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল।

রশিনারার আগমনের পূর্ব্বেই গিরিদুর্গের একটি গৃহ সুসজ্জিত এবং পরিচর্য্যার্থ দাসীগণ সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান করিতেছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, পরিচারিকাদিগের মধ্য হইতে এক জন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিল, "স্বামিনি! আপনি এখানে পরমসুখে বাস করুন; যখন যাহা অভিলাষ হয়, আমাদিগকে বলিবেন, যথাসাধ্য আমরা আপনার সেবা করিব; আমরা আপনার দাসী।"

"স্বামিনি!" এই সম্বোধনে রশিনারার মনে মহাক্রোধ জন্মিল। একে আপনার বিপন্ন অবস্থায় যৎপরোনাস্তি পরিতাপযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে দাসীর মুখে এই অবমাননাসূচক সম্বোধনে মহা ক্রোধান্বিতা হইলেন। রশিনারা কেবল বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা তাঁহাকে "স্বামিনি!" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল বলিয়া আর বসিতে পারিলেন না। নাসিকার ক্ষুদ্র রন্ধ্র, সঘন প্রশ্বাস সহকারে স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল,—কুপিত ভুজঙ্গীর ন্যায় নাসাগর্জ্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল, সুকোমল কমল মুখ ঈষদারক্ত হইয়া উঠিল, বিশাল লোচন গোলাকৃত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, সুপ্রশস্ত ললাটতলে শিরা প্রকাশ পাইতে লাগিল, বিচিত্র ভ্রূযুগলও ঈষৎ বিকম্পিত হইতে লাগিল, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র হইল; এইরূপে ক্রোধাবেশে রশিনারা

তাঁহাকে কিছু না বলিয়া বেণী হইতে পুষ্প উন্মোচন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং দশনদ্বারা অধর দংশন করিতে লাগিলেন।

সেই সক্রোধ-ভীষণ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দাসীগণ ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল। একটি মাত্র পরিচারিকা পলায়ন করিল না, সে অনিমেষ-নয়নে রশিনারার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন যদি তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা থাকিত, তবে জানিতে পারিতেন, যে পরিচারিকাটি কিরূপ বুদ্ধিমতী। অধর-পল্লবে এবং নয়নপ্রান্তে বুদ্ধির প্রভাব বিরাজ করিতেছিল। চতুরা দাসী ঈষৎ বিকসিত মুখে ব্যঙ্গের সহিত কহিল;——

" শাহজাদি! একের অপরাধে অন্যের দণ্ড করেন কেন? ভাল আমরাই যেন অপরাধ করিলাম,—সুমধুর রসময় ওষ্ঠাধর, সুদীর্ঘ মনোহর বেণী,—যুবজন স্পৃহনীয় বস্তু, ইহাদের দোষ কি?"

রশিনারা এ কথার কোন উত্তর করিলেন না।

গ্রন্থকার কহিতেছেন, " ক্রোধের স্বভাব।"

ক্রোধ ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের অন্তরে কতক্ষণ থাকে? ক্রোধাতিশয্যের ক্রমে শমতা হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় দাসীর মুখে ব্যঙ্গ শুনিয়া মুখের গভীরতা দূর হইল। এবং কহিলেন, "তোমার নাম কি?"

দাসী রশিনারার মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, যে, প্রভুর মতানুযায়ী কার্য্যসাধনে তাহাকে বড় একটা কষ্ট পাইতে হইবে না। অনন্তর প্রসন্ন হইয়া সহাস্য মুখে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিল,——

"দাসীর নাম গোলাবী।"

রশিনারা তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "গোলাব, তুমি কোন্ জাতি?"

গো। "হিন্দুবংশে এ অভাগিনীর জন্ম হইয়াছে?"

র। "এখনও হিন্দু আছ?"

গো। "আছি।"

র। "তবে হিন্দু হইয়া যবনী-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছ কেন?"

গো। "প্রভুর ইচ্ছানুসারে।"

র; "কেন?"

গো। "আপনি মুসলমানী; কি জানি বিধর্ম্মিণীর পরিচর্য্যায় আপনি যদি অসন্তুষ্টা হন, সেই জন্য আমরা যবনী-বেশ ধারণ করিয়াছি।"

র। "তবে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে কেন?"

গো। হাসিয়া কহিল, "ইচ্ছাক্রমে নহে। আপনকার মোহিনী-শক্তিতে এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া প্রকাশ করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া রশিনারা ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মুখাবনত করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। অধোবদনে ভাবিলেন, "একি আমার কোন কথার উত্তর করিতে পারিবে না? দেখিতেছি এটি সামান্য পরিচারিকা নহে, সে কথা প্রকাশ না করিতেও পারে। ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াই বা দেখি না কেন?" প্রকাশে কহিলেন,——

"গোলাব ; তুমি কি আমার কোন কথার উত্তর করিতে পারিবে না ?"

দাসী কিছু বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কি কথা ? অনুমতি হউক।"

র। "আগে স্বীকার কর, যথার্থ বলিবে ?"

গো। "এ দাসীকে কেন অপরাধিনী করেন ? আপনার নিকট আমি সকল কথাই ব্যক্ত করিতে পারি। কিন্তু এক কথা এই যে, যদি স্বার্থপরায়ণার স্বার্থের বিঘ্ন না হয়।"

র। "এ কথায় তোমাদের স্বার্থের ব্যাঘাত নাই। ভাল, বল দেখি, আমাকে এখানে কে কি অভিপ্রায়ে আনিয়াছে ?"

গো। মুখাবনত করিয়া কহিল, "শাহজাদি, দাসীর অপরাধ লইবেন না। আমি পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, আমি স্বার্থপরায়ণা,—আমা হইতে এ কথার উত্তর হইবে না।"

রশিনারা কিছু ক্ষুণ্ণা হইয়া কহিলেন ; "তবে এ কথার উত্তর কোথায় পাইব ?"

দাসী কহিল, "আমাদের প্রভু ইহার উত্তর দিবেন।"

ইহাতে রশিনারার মুখ মলিন হইল, তাহার সহিত মনস্তাপের লক্ষণ প্রকটিত হইল, চক্ষে বিন্দুবিন্দু বারি বিগলিত হইতে লাগিল ; নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—রক্ষিগণ তাঁহাকে হারাইয়া কি করিতেছে ? তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কি যত্ন করিতেছে না ? তাঁহার পিতার নিকট কি বলিয়া তাহারা উপস্থিত হইবে ? তাহাদের প্রাণওত বাঁচিবে না ! আরাঞ্জেব তাঁহাকে কবে মুক্ত করিবেন ? বহুকাল অন্তর্হিত জন্মভূমির মনোমোহিনী শোভা মনোমধ্যে সমুদিত হইল, পিতামাতার স্নেহময়মুর্ত্তি মনে পড়িল, পিতা-

মহের ভালবাসার কথা মনে পড়িল, ভ্রাতাদিগকে মানসপটে দেখিতে লাগিলেন, সমবয়স্কা সহচরীদিগের সুকোমল মধুর কান্তি স্মরণ হইল,—রশিনারা অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

কিরাতগণ অরণ্যে গমন করিয়া শারীশুক প্রভৃতি বিহঙ্গম ধৃত করে; পরে আমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিবিধ যত্ন করিয়া পক্ষীদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখে। রশিনারাও আপনাকে সেই রূপ হেমপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গী পিঞ্জরের মধ্যে যে প্রকারে ঘূরিয়া বেড়ায়, চিন্তা-ব্যাকুলিতান্তঃকরণে তিনিও সেই রূপ ঘূরিতে লাগিলেন। যেন তিনি পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার পিতা দিল্লীর এবং পথের কুশলবার্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার যেন বেগম একটি পরিচারিকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি তাহার সহিত জননীর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন, এবং জননীর নিকট সুখ-দুঃখের কথা কতই কহিলেন। পরে মাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজ শিবিরে চলিলেন, সহচরীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। আত্মবিহ্বলতা বশতঃ যেন তিনি যথার্থই শিবিরে যাইতেছেন; এই রূপ অনুভূত হওয়াতে তিনি যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে উঠিলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া গোলাবী বহিল, “শাহজাদি, কোথা যান?”

রশিনারা তাহার বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিলেন না। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, দাসী অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অঞ্চলপ্রান্ত ধারণ করিল। রশিনারা গমনে অশক্তা হইয়া স্থিরনেত্রে গোলাবার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দাসী অতি সুম-

ধুর স্বরে কহিল, "আপনি এত উতলা হন কেন? স্থির হউন; এখানে——

রশিনারা তাহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি আমার গমনে বাধা দিও না, আমি শিবিরে যাই।"

দাসী তাঁহার আত্মবিহ্বলতা জানিতে পারিয়া কহিল, "সে জন্য চিন্তা কি! আপনি এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি আপনাকে রাখিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া গোলাবী তাঁহাকে পূর্ব্ব স্থানে বসাইল। তিনি অবাক্ হইয়া অভিভূতের ন্যায় উপবিষ্টা রহিলেন; তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ হয় নাই, ক্ষিপ্তার ন্যায় কতরূপ কহিতে লাগিলেন। মনশ্চাঞ্চল্য বশতঃ শীতকালে শীতরশ্মি পর্ব্বতোপরি অবস্থানেও তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। রশিনারাকে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা দেখিয়া গোলাবী তাঁহার অঙ্গ লইতে ওড়না খুলিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিল; একখান রুমাল লইয়া স্বেদজল উত্তমরূপে মুছাইয়া দিল। দাসীর শুশ্রূষায় তাঁহার শারীরিক যন্ত্রণার হ্রাস হইল; এবং আত্মবিহ্বলতাও দূর হইল। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষে বস্ত্র দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না; কিছু পরে দাসী কহিল,——

"আপনি কেন রোদন করেন? এখানে আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই,—এখানে মহাসুখে থাকিবেন।"

রশিনারা তাহার বাক্যের উত্তর করিলেন না। দাসী আবার কহিল, "বৃথা চিন্তা করিয়া কেন শরীর ক্ষয় করেন? দৈব-

নির্ব্বন্ধেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, শারীরিক বা মানসিক কোন রূপ কষ্ট উপস্থিত হইলে মুর্খেরাই অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা কখন শোক-তাপে অভিভূত হন না। তবে বুদ্ধিমতী হইয়া কেন আপনি অবোধের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন ?"

রশিনারা মুখোত্তোলন করিয়া দাসীর প্রতি চাহিলেন। গোলাবী দেখিল, তাঁহার অভ্রপটল-সংবৃতা শশিকলার ন্যায়, শৈবালাবৃতা পঙ্কজিনীর ন্যায়, সুকোমল মুখ মলিন হইয়াছে, অনর্গল অশ্রুবারি চক্ষে বহিতেছে। রশিনারা সকাতর করুণস্বরে কহিলেন,——

"গোলাব! পরের অধীন হইয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে? আমি বাদশাহের কন্যা,—কি রূপে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব ?"

এ কথায় পরদুঃখ-কাতরা গোলাবীর চিত্ত গলিয়া গেল। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করিয়া সে কি করিবে? প্রভুর অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করাই তাহার উদ্দেশ্য। প্রত্যুৎপন্নমতি দাসী কাতরভাব এ রূপে গোপন করিল, যে, রশিনারা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সে কহিল,——

"আপনি কি পরের অধীন হইয়াছেন ?"

র। "হয়েছি বৈ আর কি!"

গোলাবী সময় বুঝিয়া ঈষৎ গর্ব্বিত বচনে কহিল, "বোধ হয়, দিল্লীর মত নহে।"

র। "দিল্লীর মত কি, বুঝাইয়া দাও।

গো। "দিল্লীতে যেমন অন্তঃপুর-কারাগারে বন্দীর ন্যায়

থাকিতে হয়, এখানে সেরূপ থাকিতে হইবে না; বরং ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিবেন।”

র। (সক্রোধে) “বাল্যাবধি বন্দীর ন্যায় আছি, যাবজ্জীবন সেই রূপই থাকিব,—এরূপ স্বাধীন হইতে চাহি না।”

গো। “ভাল, আপনার কথাই বলবৎ থাকুক; এখান হইতে দিল্লী প্রতিগমন কিরূপে করিবেন?”

র। “আশু কোন উপায় নাই।”

গো। “তবে ভাবেন কি?”

রশিনারা কিঞ্চিৎ ঔদাস্য সহকারে কহিলেন, “গোলাব! আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক কহিতেন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

গো। (হাসিয়া) স্ত্রীলোকের ভাগ্যে তাহাতে কি?”

র। “কেন?”

গো। “জন্মভূমি স্বর্গ তুল্য, সেত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলেই স্বামীর গৃহে যাইতে হয়; (হাসিয়া) জানেনত?”

র। (সদর্পে) “মোগলবংশীয় রাজকন্যাগণ সে ভয় কখনই করে না।”

গো। “আপনি কেন নিয়মাতিক্রম করিয়া চলুন না; আপনাকে আদর্শ রাখিয়া মোগলবংশীয় কন্যাগণ চলিবেন।”

ইহা শুনিয়া রশিনারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গোলাবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; চক্ষের পলক আর নাই। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, আবার কপোলদ্বয় রক্তিমাবর্ণ

হইল, মুখকান্তি আবার গভীর হইল, ঈষৎ বিকুঞ্চিত রক্তাভ অধরোষ্ঠ আবার কাঁপিতে লাগিল, আরক্ত নয়নযুগলে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল, চক্ষে বস্ত্র দিলেন, আর কোন কথা কহিলেন না। দাসীও নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল; তাহাতে তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। ক্ষণকাল পরে আর একটি পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "আহারীয় প্রস্তুত।" রশিনারা মুখ তুলিলেন না। গোলাবী তখন রশিনারার কোমল করপল্লব স্বকরে ধারণ করিয়া কহিল,——

"শাহজাদি! বিপদে না পড়িলে কখনই সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না,—চলুন, ভোজন করিয়া আসুন।"

রশিনারা ক্ষণকাল নীরব। ভাবিলেন, "যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে; তবে কেন শরীরকে কষ্ট প্রদান করি?" প্রকাশে কহিলেন, "চল।"

দাসী একটা প্রদীপ ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; রশিনারা গোলাবীর সহিত তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্য আর একটি কক্ষ্যায় উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; ভোজন-পাত্রের নিকট একটি সমুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং বসিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট আসন স্থাপিত রহিয়াছে। রশিনারা আসন গ্রহণ করিয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আমিষ ব্যতীত তৎকালজাত অধিকাংশ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত। রশিনারা তৎ সমুদায় হইতে কিছু কিছু

ার করিলেন। পরে তথা হইতে পূর্ব্ব-কথিত গৃহে প্রত্যাগমন ক দিব্যশয্যা-মণ্ডিত পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া সর্ব্ব-পনাশিনী নিদ্রাদেবীর উপাসনায় চিত্তকে নিয়োজিত লেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গিরিদুর্গ সন্দর্শনে।

যামিনী প্রভাত হইল। শ্রমোপজীবী ব্যক্তিগণকে নিজ জ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেই যেন বায়সকুল ব্যাকুল হইয়া া কা ধ্বনি করত তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিতে লাগিল; শারী-ক দধীয়াল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে বিভুগুণগানে নসমূহের শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল; বলাকানিচয় বল পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক পাদপশাখা হইতে জলাশয়ের প্রতি প্রধাবিত হইল; চক্রবাকগণ দিবা সমাগম জানিয়া স্ব স্ব বিরহিণী প্রেয়সীর উদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিল; রাশি রাশি কুজ্ঝটিকা উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ সকল ও দিঙ্মণ্ডল ব্যাপৃত করিতে লাগিল; দ্রুম, লতা, গুল্ম হইতে শিশিরবিন্দু মন্দ মন্দ বৃষ্টিবৎ পতিত হইতে লাগিল; প্রাচীদিগ্ভাগ হইতে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, ক্রমে তাঁহার রশ্মিজাল তুষার ভেদ করিয়া পর্ব্বতের ইতস্ততঃ সংলগ্ন হইল; শিশিরসিক্ত প্রশস্ত বৃক্ষপত্র সেই সুবিমল শিশিরাম্বুভরে অবনত হইয়া সরলান্তঃকরণ

ব্যক্তিবূ্যহের ন্যায় নম্রভাবাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়াই যেন প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিল; মহীধরের অগ্নিরাশি সদৃশ তেজোময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া ও তুষার-মণ্ডিত দ্রুমগণের পত্র-বিটপাদি রক্তাতপ দ্বারা বিচিত্র বর্ণে বিভূষিত হইল; বিহঙ্গগণের মধুক্ষরিত কূজিতে জগতীতল যেন সন্তোষের অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের ভাব সকল প্রকাশ করিতে লাগিল।

রশিনারা তখন শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাবিধি নিত্য-কর্ম্ম সমাধা করিলেন; এবং উপাসনা শেষ করিয়া বেশভূষা করিলেন। পরে পরিচারিকাদিগকে আহ্বান করিয়া দুর্গের সকল স্থান দেখিতে গমন করিলেন। পরিচারিকামণ্ডলী পরিবেষ্টিতা হইয়া দুর্গের কক্ষ্যায় কক্ষ্যায় পর্ব্বতীয় ব্যক্তি-গণের বিভব দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিলেন, পর্ব্বত-শিখরে প্রস্তরময় মনোহর পুরী; হর্ম্ম্য-কলেবরে স্থপতিগণের কারু-নৈপুণ্যের প্রভাব বিরাজ করিতেছে। কোথাও ঝঞ্ঝা-সংবঙ্কিত দীর্ঘাকার অসি সকল কক্ষ্যার ভিত্তিতে দোদুল্যমান রহিয়াছে; কোথাও সুশানিত বর্ষাসকল স্তূপে স্তূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে; কোথাও শিঞ্জোদ্ঘাটিত শরাসন, কোথাও শরনিকর প্রপূরিত তূণগ্রাম, কোথাও চর্ম্ম, কোথাও বর্ম্ম, বন্দুক, অশ্বপর্য্যাণ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। কক্ষ্যার দ্বারে দ্বারে ভীমপরাক্রম প্রহরিগণ সশস্ত্রে পুররক্ষা করিতেছে। রশি-নারা ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুসজ্জিত হর্ম্ম্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং দেখিলেন, তাহার একাংশে দিব্য শয্যা-মণ্ডিত একখানি পল্যঙ্ক রহিয়াছে, অন্য দিকে বহুবিধ গ্রন্থ

স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে; তাহার সন্নিকর্ষে বসিবার ইৎকৃষ্ট আসন এবং হর্ম্ম্যতল পদস্পার্শ-সুখজনক গালিচা দ্বারা আবৃত। অপরিমিত কুসুম, কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও মালাকারে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে অগুরু চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য স্বর্ণপাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে। স্বর্ণ, রজত, স্ফাটিক দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত বিবিধ আজ্‌নাম, আতরদান, গোলাবপাশ, বিবিধ শিল্প-সম্পাদ্য পুত্তলিকা, মনোহর শামাদানোপরি নানা বর্ণের শেজ,—হর্ম্ম্যসজ্জার কিছুমাত্র অঙ্গহীন নাই। রশি-নারা গৃহের শোভা দেখিয়া, তাঁহার মুখের ভাব কিছু পরিবর্ত্ত হইল। ভাবিলেন, "পরের অনিষ্ট করিয়া দুরাত্মা দস্যুগণ ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু, সামাজিক নিয়মে ইহাদিগকে অনভিজ্ঞ দেখিতেছি না।" প্রকাশে কহিলেন,——

"গোলাব! এই সকল পুস্তক কাহার?"

গোলাবী কহিল, "অপরাধ লইবেন না; ইহার কিছুই আমরা জ্ঞাত নহি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, আমাদের প্রভু আপনার মনোরঞ্জনার্থ এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

রশিনারা বুঝিলেন, এই সকল পুস্তক দুর্গস্বামীর। এজন্য কিছু প্রসন্ন হইলেন। প্রসন্ন হইলেন কেন? তাহার এই ভাব বোধ হয়, যে, দুর্গ স্বামী কখনই মুর্খ নহে, মুর্খের নিকট কখনই গ্রন্থের আদর নাই; সুতরাং পণ্ডিত হইয়া কখনই তাঁহার প্রতি অভদ্রতা প্রকাশ করিবেন না; এই বুঝিয়া প্রসন্ন হইলেন। পরে আর কিছু না বলিয়া পুস্তকের নিকট উপবেশন

পূর্ব্বক মহাকবি ছাদিকৃত গোলেস্তা নামক একখানি গ্রন্থ লইয়া তাহার সম্ভাব-বিশিষ্ট কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন। পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুবিখ্যাত হাফেজ, ফারদুসি প্রভৃতি কবিদিগের কাব্য লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। আবার তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে আর এক খানি গ্রন্থ লইলেন; সে খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। রশিনারা মাতৃ এবং সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিতা ছিলেন; সংস্কৃত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার ভুবনমোহন মুখকান্তি কিছু গম্ভীর হইল; পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন, যথা—

"সহি গগণবিহারী কল্মষধ্বংসকারী,
দশশতকরধারী জ্যোতিষাংমধ্যচারী।
বিধুরপি বিধিযোগাৎ গ্রাস্যতে রাহুণাসৌ,
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ ॥"

পাঠ সমাপ্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে পুস্তক নিঃক্ষেপ করিলেন। কোমল কর-পল্লব কপোলে বিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কেন বৃথা চিন্তা করি? ললাট-লিপিতে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন না।" এইরূপ প্রবোধ মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইলেন। আবার দিল্লীর সুখপ্রাসাদ মনে পড়িয়া, অতি অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; চক্ষে বস্ত্রপ্রদান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চিন্তা হৃদয়গ্রাহী হইলে এক স্থানে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না;

রশিনারা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; পরিচারিকাগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। গৃহের যে দিকে পল্যঙ্ক ছিল, তথায় গিয়া তাহা হইতে এক খান বস্ত্র লইয়া আপাদ-মস্তক আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাহার উপরি শয়ন করিলেন। যখন দুশ্চিন্তা লোকের অন্তঃকরণ আক্রমণ করে, তখন প্রায়ই নিদ্রা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন,—রশিনারা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন। তখন কোথায় বা চিন্তা আর কোথায় বা সুখ, দুঃখ,—সকলই তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতীয় প্রাসাদে।

যখন রশিনারার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রহরাতীত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া বসিলেন; দেখি-লেন, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে এক পরমসুন্দর যুবাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন; অনিমেষ-নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, যুবকের বয়স্ সপ্তবিংশতি বৎসরের ন্যূন হইবে না; শরীর ঈষৎ দীর্ঘ, মুখমণ্ডলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং বীরভাব প্রকাশ পাইতেছে। আর শরীরের অবয়ব,—সুপ্রশস্ত বক্ষঃ ঈষৎ স্ফীত; ললাটদেশ ঈষৎ প্রশস্ত ভাবে কি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে; স্থূল দীর্ঘ বাহুযুগল,

বিশাল গ্রীবা, সুকোমল মুখকান্তি, নাসিকা ঈষদোন্নত, দীর্ঘায়ত আরক্ত পদ্মচক্ষুঃ; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি অর্কপ্রভা সদৃশ এক খণ্ড হীরক জ্বলিতেছে। মনোজ্ঞ গৌরাঙ্গ যোদ্ধার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত, কটিতটস্থ কটিবন্ধে বিবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট মুষ্ঠি সংবলিত পিধানাবৃত অসি দুলিতেছে; হস্তে একটি কুসুমস্তবক শোভা পাইতেছে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবককে দর্শন করিয়া রশিনারা ভীত ও কম্পান্বিত-কলেবরা হইলেন। রশিনারার শরীর কাঁপিল কেন? যুবতী ললনা প্রথম পুরুষ দর্শনে এইরূপই কাঁপিয়া থাকেন।

রশিনারার চক্ষুঃ যত ক্ষণ যুবাপুরুষের প্রতি ছিল, সে-পর্য্যন্ত তিনি অধোবদনে কি ভাবিতেছিলেন। যখন তাঁহার দৃষ্টি তরুণীর প্রতি পড়িল, তখন তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং তরুণীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া নিস্পন্দের ন্যায় রহিলেন। এরূপ রূপবতী কামিনী আর কখন দেখিয়াছেন কি না, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিমেষশূন্য লোচনে তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-শোভা দেখিতে লাগিলেন।

তরুণীর বয়স বিংশতি বৎসর; কেবলমাত্র যৌবনমন্দিরের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন,—নবযৌবন-ভরে সতত ব্রীড়াসঙ্কুচিত। লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় মনোজ্ঞ কান্তি স্পর্শমাত্র বিকুঞ্চিত হইয়া পড়ে। নবশরদের মেঘ ঈষৎ বায়ু তাড়িত হইয়া যেমন চঞ্চলগতি ধারণ করে, নবযৌবনভরে এই রূপবতী কামিনীও সেইরূপ চঞ্চলা হইলেন। তরুণীর শরীর মধ্যমাকৃতি,—ক্ষীণাঙ্গী; ক্ষীণকলেবরাই বটে, কিন্তু এ ক্ষীণাঙ্গের

সর্ব্বত্র সুগোল, আর সুললিত। সুক্ষ্ম-কারুকার্য্যে কেশবিন্যাস, সেই কেশ স্থূলবেণীসম্বদ্ধ, মুক্তাহার এবং কুসুমদামে গ্রথিত, বেণীর অগ্রভাগ হেমভূষায় সুসজ্জিত, যেন মণিবিশিষ্টা কাল-ফণী পৃষ্ঠদেশের ওড়নার উপর দিয়া দুলিতেছে;—দর্শনমাত্রে যুবজন-হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বিষদন্ত দংশন করে। প্রফুল্ল পদ্ম-কোরক তুল্য বর্ণ। সুপ্রশস্ত অথচ সুগোল ললাটদেশ, শার-দীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও অতি রমণীয়,—সে ললাট অনঙ্গমূর্ত্তি-প্রকাশক। ললাট-সম্বিত ভ্রূযুগল, যেন চিত্র-করের তুলিকাদ্বারা সুচিত্রিত, পরস্পর সংযুক্ত নহে, কামের কার্ম্মুকের ন্যায় বক্র, আকর্ণ পর্য্যন্ত অঙ্কিত, উভয় ভ্রূ সূচাগ্রবৎ কর্ণযুগলের সহিত মিশিতে মিশিতে স্থগিত হই-য়াছে। তন্নিম্নে দীর্ঘায়ত চক্ষুঃ বিস্ফারিত ও অনির্ব্বচনীয় চটুলতা ও মাধুর্য্য-প্রকাশক; নয়নবর্ণ নবনীলোৎপল-দল তুল্য; চক্ষুঃপল্লবে সুবঙ্ক ভঙ্গী। সুক্ষ্ম চিকুর-জালে পক্ষ্ম-শোভা, সে পক্ষ্মরাজি মধ্যে মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে; যেন দৃশ্য পদার্থ দর্শন জন্য শ্রান্তিযুক্ত নয়ন-তারাকে নয়নপল্লব ব্যজন করি-তেছে। আর চক্ষের জ্যোতিঃ অতিশয় উজ্জ্বল; সে উজ্জ্বল নয়নের কটাক্ষ সমধিক কোমল, নলিনী যেমন কোমল, সেই রূপ কোমল। কিন্তু দোষ-গুণ ছাড়া বস্তু নাই, স্নিগ্ধোজ্জ্বল কর-বিশিষ্ট বিধুকলারও কলঙ্ক আছে, সুকোমল কমলের মৃণালেও কণ্টক আছে,—যে বিধাতা কমলে এবং সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুকোমল গোলাব পুষ্পের বৃন্তে কণ্টকের সৃষ্টি করি-য়াছেন, বোধ হয়, সেই নিদারুণ বিধাতা আবার এই স্থির, স্নিগ্ধ, গম্ভীর কটাক্ষে কালকূট-কণা সংস্থাপিত করিয়া সময়ে

সময়ে মর্ম্মভেদ করার বিধান করিয়া দিয়াছেন। তরুণীর অপাঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় সুমধুর কটাক্ষ, সময়-গতিকে খট্টাসীন যুবকের হৃদয়ে ভুজঙ্গের বিষদন্তের ন্যায় দংশন করিল। নাসিকা সুগঠিত, শুকচঞ্চু বা তিলপুষ্প তুল্য; সে নাসা সেই ভুবন-মোহন মুখের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। তন্নিম্নে গোলাবী অধর, ঈষৎ বিকুঞ্চিত, রসপূর্ণ; প্রফুল্ল পঙ্কজে যে মধু, এ সে মধু নহে; মধুকরের মধুচক্রে যে মধু সঞ্চিত, এ তাহাও নহে; যে অভূতপূর্ব্ব পদার্থ দর্শনে বিনা উপদেশে মনে তাহার মাধুর্য্যের উদয় হয়,—কখন কখন বা রসাবেশে মন অধৈর্য্য হয়, এ সেইরূপ মধুরসে প্রপূরিত রহিয়াছে। মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত, সে দন্তের মধুর হাস্য,—পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন এ হাস্যের কিরূপ শক্তি! যে শক্তি-প্রভাবে পরপীড়ন নিবন্ধন স্মৃতি জাগরিত হয়, সে শক্তির কথা কহিতেছি না; যে মনোহর বস্তু একবার দেখিয়া আমরণ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হওয়া যায় না, আমি এতক্ষণ তাহারই বর্ণন করিতেছিলাম। স্মৃতিপটে যে মধুর হাস্যের কোমলতা এবং মধুরতাদি গুণের ভাব চির-চিত্রিত থাকে, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। আর কপোল যুগল, সুপক্ব আম্র ফল বা অমৃত ফলোপম; নবনীতের ন্যায় কোমল বিমল শ্রী বিকাশ করিতেছে। ঈষৎ দীর্ঘ ঈষৎ স্থূল রত্নে খচিত সুকোমল বাহুযুগল; তদগ্রভাগে মৃদুরক্তাভ কোমল কর-পল্লব, তাহাতে মনোহর অঙ্গুলি গুলি কতিপয় অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে। নবরবি উদিত হইলে দূর্ব্বাদলোপারি শিশির-বিন্দু যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়, রশিনারার অভিনব লাবণ্যের প্রতিভাতেই যেন কঠিন প্রস্তরগুলি প্রতিভাত

হইতেছে। মুখশ্রীতে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধির প্রভাব, নম্রতা, কোমলতা, মধুরতা এবং মনোহারিতা গুণের বিশেষ পরিচয় দিতেছে।

শরীরের সর্ব্বত্র বসন ভূষণে মণ্ডিত। যেখানে যাহা ধরে, তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। পিবরোন্নত বক্ষঃ কাঁচলি ভূষিত। পেশওয়াজ, ওড়না পায়জামা দ্বারা কমনীয় কলেবর আচ্ছাদিত। সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-সম্পন্ন ওড়নার তল হইতে সুবর্ণ মুক্তা হীরকাদি অমূল্য রত্নের চাক্‌চিক্য বহিষ্কৃত হইতেছে। যেন বিমল সরসী-সলিলে শশিকরবিশিষ্ট প্রভূত নক্ষত্রমালা বিভূষিত নীলাম্বর প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া কুমুদিনী শোভা পাইতেছে। যুবক স্থিরদৃষ্টিতে সেই ভুবনমোহিনী রমণীর যৌবন-শোভা দেখিতে লাগিলেন। যে সংকল্প করিয়া তরুণীকে হরণ করিয়াছেন, তাঁহার রূপ দেখিয়া তাহা ভুলিয়া গেলেন।

রশিনারা, যুবককে চক্ষুর পলকহীন দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনে ঘূরিয়া বসিলেন। রশিনারাকে অধোমুখী দেখিয়া যুবক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ স্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! অধোমুখে কেন?"

রশিনারা এ কথার উত্তর করিলেন না। কেবল বিনম্র-বদনে অঙ্গুলি দ্বারা বসনাগ্রের সূত্র ছিঁড়িতে লাগিলেন।

গোলাবী সহসা বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! আপনি কি জানেন না, বিধাতা লজ্জা দ্বারা রমণী-দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

যুবক কহিলেন, "না গোলাব, শুদ্ধ লজ্জাও নহে; আরও কিছু আছে।"

গোলাবী কহিল, "অনুমতি হউক।"

যুবক ঈষদ্ধাস্য-সহ কহিলেন, "বিধাতা যেন কি ভাবিয়া রমণী-চক্ষে ভুজঙ্গ বিষের ন্যায় কালকুটেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।"

গোলাবী। "মহারাজ! এ কথার তাৎপর্য্য কি?"

যুবক আবার মধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেখ না, এই রমণীয় বিদ্যুদ্দাম তুল্য ক্রুর কটাক্ষে আমার হৃদয়-মধ্যে বিষ[illegible]কীর্ণ হইয়াছে?" অনন্তর, রশিনারার প্রতি কহিলেন, "কেন আর আমার প্রাণ বধ কর? সুন্দরি! কথা কও লজ্জা কি?

যুবক অনেক যত্ন করিয়াও রশিনারার মুখ উঠাইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনিও অধোমুখে রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি মনে মনে কি কথা কহিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে একটি প্রশ্ন হইল। যুবকের কর্ণে সুমধুর স্বরে এইরূপ প্রশ্ন প্রবেশ করিল।

"মহাশয়! আমার কোন কথার উত্তর করিতে পারেন?"

নবীনার কণ্ঠবিনির্গত সেই মধুর-ধ্বনি, যেন গায়কের সঙ্গীত-নৈপুণ্যের সংরাব সদৃশ যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহার হৃদয়ে, কর্ণে, রোমাবলি মধ্যে, ধমনী পর্য্যন্ত এ সুমধুর ধ্বনি প্রধাবিত হইল। তখন তাঁহার নিমেষশূন্য লোচনের আর একবার পলক ফিরিল। সহর্ষ মুখে উত্তর করিলেন, "কি প্রশ্ন? বল, উত্তর করিয়া চরিতার্থ হই।"

রশিনারা যুবকের পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, যে, তিনিই দুর্গস্বামী। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সুন্দর পুরীর অধিকারী কে?"

যুবক কহিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় আমিই এ দুর্গের অধিপতি।"

র। "আপনার নাম কি শুনিতে পাই না?"

যু। "আমার নাম শিবজী।"

র। "পিতার মুখে শুনিতে পাই শিবজী ডাকাইতের সরদার। আপনি কি সেই শিবজী?"

শি। "হাঁ সুন্দরি! আমি সেই দস্যুই বটে।"

রশিনারা সগর্ব্বে কহিলেন, "তুমি কিরূপ ধাতুর লোক?"

রশিনারার তিরস্কারে শিবজী মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেন?"

রশিনারা আবার সেইরূপ ভাবে কহিলেন, "আগে ভাবিয়াছিলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ; এখন দেখিতেছি তুমি তাহাও নও,—আপন বুঝ পাগলেও বুঝে।"

শি। "কেন? পাগল কেন মনে ভাবিতেছ?"

র। "তুমি যে আপন হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়াছ, তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই?"

শি। "সে কি?"

র। "আরে আবোধ আমাকে হরণ করিয়াছ, এই অপরাধে তুমি সমুলে নষ্ট হইবে।"

শিবজী গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "এমন বীর কে?"

র। "মোগল সম্রাট।"

শি। "মোগল সম্রাট? (হাসিয়া) তিনি যে আমার ভয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাত তুমি জান না।"

র। "সে যাহা হউক, তুমি আমাকে কেন হরণ করিলে ?"

শি। "বিশেষ প্রয়োজন সাধনে———

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই রশিনারা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কি প্রয়োজন ?" শিবজী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "বাদশাহের বন্ধু হইব বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

এই কথা শ্রবণ মাত্র রশিনারার সুদীর্ঘ নয়নযুগল ক্রোধে আরক্ত বর্ণ হইল, অধর-পল্লবে তিরস্কার করণাভিলাষের চিহ্ন প্রকটিত হইল, নাসাপুট কাঁপিতে লাগিল, অনিল-বিলোড়িত নলিনীর ন্যায় হৃদয় উৎকম্পিত হইতে লাগিল, সুকোমল মুখকান্তি একেবারে বিবর্ণ হইল। সদর্পে কহিলেন,———

"তৈমরলঙ্গ বংশীয় রাজকন্যা হইয়া এখন কি দস্যুর গৃহিণী হইব ?"

শিবজীও গর্ব্ববিস্ফারিত বচনে কহিলেন, "ক্ষতিই বা কি ? তৈমরলঙ্গ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ যেরূপ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহাদের বংশাপেক্ষা অতুল স্বাধীন বীর্য্যশালী রাজার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে ক্ষতিই বা কি ?"

রশিনারা আর কোন কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল পরে শিবজী হাস্যবিকসিত বদনে, "সুন্দরি, আমি কখনই দস্যু নহি ; আমি এই মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজা। যাহা হউক, আপনি এখানে প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন ভাবে থাকিবেন ; কেবল এই দুর্গত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমি সময়ে সময়ে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নয়ন-প্রাণ চরিতার্থ করিব। এক্ষণে বিদায় লইলাম।"

শিবজী ইহা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। পরে রাশিনারাও দাসীসঙ্গে কক্ষ্যান্তরে গমন করিয়া স্নান-ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য-বিস্তারে।

রশিনারাকে উদ্ধার করিতে আরাঞ্জেব ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু অনেক যত্নেও শত্রুর গতিবিধির অনুসন্ধান পাইলেন না। পরে অসঙ্খ্য সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ আক্রমণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সৈন্য-সজ্জা হইতে আরম্ভ হইল। যে দিন যুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্বাদ পাইলেন; সে সংবাদে আরাঞ্জেব সসৈন্যে দিল্লীতে যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাইস্তা খাঁর প্রতি কন্যা উদ্ধারের ভারার্পণ করিয়া কহিলেন, "আমি কোন বিশেষ কার্য্যসাধনে দিল্লী যাইতেছি, তোমার নিকট যে অল্পমাত্র সৈন্য থাকিল, যদি কৌশলে ইহার দ্বারা রশিনারাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দিব। অনুক্ষণ শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধানে থাকিবে। আমি হুতাশন-মুখে পতঙ্গের ন্যায় তোমাদিগকে যাইতে অনুমতি করিতেছি না, তোমার সাহায্যার্থ রাজা জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ সেনানীদ্বয়কে যত শীঘ্র পারি,

পাঠাইয়া দিব; তাহা বলিয়া আলস্যে কাল কাটাইও না। ফলতঃ যে সেনানী আমার কন্যার উদ্ধার করিতে এবং দস্যুকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সেই আমার একান্ত প্রিয়পাত্র হইবে।” এই বলিয়া আরাঞ্জেব অতি ব্যস্ত হইয়া বহুল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শাইস্তা খাঁও আপনার স্বল্পমাত্র সৈন্যবল সহ পূনার সন্নিকর্ষে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক যুদ্ধের উদ্যোগে থাকিয়া সেনাপতিদ্বয়ের আগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। আমরাও এই অবকাশে মহাবীর শিবজীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যখন সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি-প্রসূতা ভারত-রাজ্যলিপ্সু হইয়া হিমাচলের উত্তর ভাগ হইতে মোগলেরা সদর্পে দিল্লীর রাজধানী আক্রমণ করেন, তখন বাদশাহ ইব্রাহীমলদী অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু বহু বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ কখনও একের অধীনে থাকিবার নহে। তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিমলদী কতিপয় উৎকট নিয়মের অনুসরণ করিয়া আপামর সাধারণের অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার পাঞ্জাব প্রদেশীয় মহাবীর্য্যশালী সেনানী দৌলত খাঁ শত্রুপক্ষের সহায় হইয়া দিল্লীতে পাঠান-বংশীয় রাজন্যগণের প্রভুত্ব নিঃশেষ করিলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত মোগলেরা যুদ্ধে দিন দিন পাঠানদিগের নিস্তেজ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করিতেছিল।

পাঠান ভুপালদিগের রাজপাট বিজয়পুর তখনও সর্ব্বাংশে শত্রুকর-কবলিত হয় নাই। যখন ইব্রাহিম আদিলশাহ

বিজয়পুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন শাহজী নামধেয় জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর পুরুষ তাঁহার সেনানী-দিগের মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন। শাহজী কালক্রমে স্বীয় গুণে ধন, মান, যশঃ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের মধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। তিনি দুই সংসার করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা জিজী বাঈয়ের গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়, প্রথম পুত্রের নাম শাম্বজী, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিবজী।

শিবজীর জন্মের প্রায় দশ বৎসরের পরে সপরিবারে শাহজী বিজয়পুরে গমন করেন। কিন্তু, সপত্নী-বিবাদ সর্ব্বস্থানেই বিশেষ প্রচলিত আছে; জিজী বাঈ সপত্নীর সহিত বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র শিবজীকে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় নিম্বালকর নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা শুহঈ বাঈয়ের সহিত শিবজীর বিবাহ হইলে পর, জিজী বাঈ পুত্র এবং পুত্রবধূ লইয়া পূণা নগরে বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী আপনাকে স্বামিসুখে বঞ্চিতা করিয়াছেন বলিয়া শাহজী তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই; তাঁহারা পূণায় বাস করিতেছেন শুনিয়া শাহজী আপন জাইগীর এবং স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর তত্ত্বাবধান জন্য দাদাজী কোণ-দেও নামক এক জন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দাদাজীর দক্ষতা গুণে অল্প দিনের মধ্যে পূণার যাবতীয় অধিবাসী শিবজীর প্রধান সহচর হইল।

পূণা প্রদেশীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং শাহজীর অশ্বসৈনিকগণ লইয়া শিবজী মৃগয়াচ্ছলে সহ্য পর্ব্বতের যাবতীয় দরী ও ঝর্ঝর বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। এই সময় শিবজীর বয়স

ষোড়শ বৎসর মাত্র। কথিত আছে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকগণ লইয়া কঙ্কল দেশ ভয়ঙ্কররূপে অবলণ্ঠন করেন। যাহা হউক, তিনি ক্রমে ক্রমে অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত হইয়া নিজের বিভব বর্দ্ধন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে যত্ন পাইতে লাগিলেন।

যখন দাক্ষিণাত্যে মোগল পাঠানের মধ্যে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তখন শিবজী কখন বা মোগলের স্বপক্ষতা কখন বা পাঠানের সহায়তা করিয়া স্বীয় দলবল বৃদ্ধি করেন। যখন দেখিলেন, তিনি আত্মরক্ষায় নিতান্ত অসমর্থ নহেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় গিরিদুর্গ গুলি, তাহার রক্ষীদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্মসাৎ এবং কালক্রমে কঙ্কলের সমুদায় উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া বসিলেন।

বিজয় পুরের বাদশাহ, শিবজীর দমনের জন্য অত্যন্ত যত্ন পাইতে লাগিলেন; কিন্তু, কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শিবজীকে আয়ত্ত করার মানসে তাঁহার পিতা শাহজীকে কারাবন্দী করিলেন। এই মহাবিপদ শ্রবণ মাত্র তিনি সম্রাট্ সাজাহানের শরণাপন্ন হইলেন। যে পর্য্যন্ত শাহজী বন্ধন-দশা হইতে বিমুক্ত না হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত শিবজী কোনরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন নাই। মোগল সম্রাটের অনুগ্রহে যেই তাঁহার পিতা মুক্তি লাভ করিলেন, শিবজীও অমনি পূণার সমগ্র দক্ষিণাংশ এবং পর্ব্বতীয় দুর্গ গুলি অধিকার করিলেন। বিজয়পুরের বাদশাহ শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধারের মানসে প্রথমে অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই শিবজীকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া পরে মহা-

পরাক্রমশালী আফজুল খাঁকে প্রেরণ করেন। আফজুল খাঁ শিবজীকে আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, তিনি শিবজীর সুকৌশলময় চাতরে পড়িয়া সসৈন্যে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিজয়-পুরপতি নিতান্ত হীনদশায় পতিত হইয়াছিলেন, তিনি অগত্যা শিবজীর ইচ্ছানুসারে সন্ধি করিলেন, সেই সন্ধির নিয়মানুসারে শিবজী পূণা এবং কঙ্কলের সমুদায় ভূভাগের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া বসিলেন।

মাওল উপত্যকানিবাসী মাওলীগণ শিবজীর প্রধান সহচর ছিল। এতদ্ব্যতীত, বর্গী, সিলিদার, হিতকরী এবং ঘাস্ নামধেয় সমরপ্রিয় ব্যক্তিগণ অশ্বারোহী, পদাতি, এবং প্রণিধি, হইয়া শিবজীর সৈন্যদলভুক্ত ছিল। যে সকল দূরারোহ পর্ব্বতে অজা, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুগণের গমনাগমন করা অসাধ্য, সেই সকল বন্ধুর স্থানে শিবজীর সৈন্যগণ অনায়াসে গতিবিধি করিত। তিনি এই সকল পরিশ্রমী, দুঃখসহিষ্ণু, সাহসী এবং রণপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সাহায্যে মহামহা বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশের শ্রীসম্পাদন এবং দুর্দ্দান্ত যবনদিগের দম্ভ বিমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

অতঃপর, কি সূত্রে মোগলদিগের দেশ সকল অধিকার করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শিবজীর গুপ্তচরেরা মোগলদিগের গতিবিধির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, ঘটনাক্রমে রশিনারা সেই সময় দিল্লী হইতে মাদুরা যাইতে-ছিলেন, চরমুখে পর্ব্বতের উপত্যকায় রশিনারার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মহারাষ্ট্রপতি তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিলেন। তিনি এই মনঃস্থ করিয়া আরাঞ্জেবের কন্যাকে হরণ করিলেন, যে, কন্যার

উদ্ধারের জন্য মোগল সম্রাট্ অবশ্যই তাঁহার মনোমত কার্য্য করিবেন, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক্ষণে রশিনারার অপূর্ব্ব রূপরাশি দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন। যেমন এদিকে মোগল রাজ্য লইয়া দিল্লীতে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইল, তেমনি সময় পাইয়া শিবজী আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিতে এবং আরাঞ্জেবের কন্যার প্রণয়ভাজন হইতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। কালে তাঁহার ইচ্ছা কি পর্য্যন্ত পূর্ণিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠক মহাশয়কে জানাইতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুঃস্বপ্নে।

রশিনারাকে হরণ করিয়া মহারাষ্ট্রপতি যেখানে রাখিয়াছিলেন, তথায় মনুষ্য-সমাগম আছে, সহজে এরূপ অনুভূত হয় না। মহারাষ্ট্রের উত্তর সীমা শাতপুরা পর্ব্বত; ইহার উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া সহ্যাদ্রি শৈলমালা বিরাজ করিতেছে; এই পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ অতিশয় ঢালু এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গুল্মলতাদি দ্বারা নিবিড় বনাকীর্ণ; পশ্চিম কটক অত্যন্ত দুর্গম, পূর্ব্ব কটকের ন্যায় ইহাও ঘোরারণ্যে আচ্ছাদিত, এই সহ্যাদ্রির শিখর-দেশে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। এই সমুদায় দুর্গমধ্যস্থ রায়গড় সমধিক প্রসিদ্ধ; শিবজী রায়গড়ে বাস করিতেন এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্রপতির শাসনাধীন যে সমুদায় দুর্গ

ছিল, তাহার সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। যাহা হউক, শত্রুগণ পর্ব্বতীয় দুর্গ দুর্গম বলিয়া আক্রমণের চেষ্টা হইতে এককালে নিরাশ হইত। এতাদৃশ স্থানে রশিনারাকে আনয়ন করিয়া শিবজী বিপক্ষের আক্রমণ বিষয়ে এককালে শঙ্কাবিহীন হইয়াছিলেন।

গিরিদুর্গের প্রায় সমুদায় অট্টালিকার চতুর্দ্দিকেই পুষ্পোদ্যান শোভিত ছিল। রশিনারা গোলাবীর সহিত কখন বা কুসুম কাননে, কখন বা পর্ব্বতের অধিত্যকায়, কখন বা দুর্গস্থ মনোহর পুরীর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতেন। শিবজীর সহিত প্রত্যহই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত; মহারাষ্ট্ররাজের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক ঘৃণা ছিল, তাহা ক্রমে দূর হইল; শিবজীর সহবাসে রশিনারার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল। শিবজী যেমন সহাস্যমুখে তাঁহার সন্তোষ সাধনে যত্ন পাইতেন, তিনি তদ্রূপ সন্তোষের চিহ্ন মুখে দেখাইতেন না। কিন্তু, অন্তঃসলিলা নদী যেমন সাগরোদ্দেশে গমন করে, রশিনারাও সেইরূপ শিবজীর প্রতি অনুরাগিণী হইলেন; কেন যে রশিনারা তাহা গুপ্ত করিয়া রাখিতেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

এক দিন রশিনারা পূর্ব্বপরিচিত পুস্তকালয়ের মধ্যে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, গোলাবী একতান-মনে তাহা শুনিতেছে। গৃহের বাতায়ন গুলি উদ্ঘাটিত, সুমন্দ গন্ধবহ পুষ্পের ঘ্রাণ বহন করিয়া সৌরভে গৃহ ব্যাপ্ত করিতেছে, সুরভি দ্রব্যে মার্জ্জিত বসনের সুগন্ধে গৃহ মোহিত করিতেছে। রশিনারা ক্ষণকাল পাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া কহিলেন,———

" গোলাব, মনে সুখ হয় না কেন ? "

গোলাবী, ঈষদ্বিকসিত মুখে কহিল, "সেত আপনার ইচ্ছাধীন ;—আপনিই তাহা সম্পাদন করিতে পারেন।"

র। (স্মিত বদনে) "তাও ত বটে। ভাল তাহাতেই বা সুখ কি ?" এই কথা রশিনারা কিছু নৈরাশ্যের সহিত কহিলেন।

গো। "শাহজাদি ! এত ক্ষুব্ধ হন কেন ?"

র। "ক্ষুব্ধ নই। তবে যে জীব মাত্রেই কালের অধীন এই দুঃখ !"

গো। "এ কথার অর্থ কি ? বুঝাইয়া বলুন।"

র। "দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কপালে সুখ নাই।"

গো। "সুখ নাই ? কি প্রকারে জানিলেন ?"

"শুন" বলিয়া রশিনারা তীব্র দৃষ্টিতে দাসীর প্রতি চাহিলেন ; সহাস্য মুখ কিছু গম্ভীর হইল। হস্ত হইতে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়া অতি দুঃখের সহিত গদগদ স্বরে কহিলেন, "শুন গোলাব, সে সকল কথা তোমাকে বলিতেছি।" অতঃপর তিনি প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিতে লাগিলেন, "গত রাত্রে প্রগাঢ় নিদ্রায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার পিতামহ রুগ্ন-শয্যায় হতচেতনে রহিয়াছেন। তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া পিতৃব্য পিতা রাজ্যলিপ্সু হইয়া আপনা আপনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন ; অবশেষে দৈবানুকূল্যে পিতা যেন পিতৃব্যদিগকে সবংশে বিনাশ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইত্যগ্রেই পিতামহ কালের করাল-গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তখন তুচ্ছ পার্থিব সুখমোহে

মুগ্ধ হইয়া পিতা যেন এই বৃদ্ধ কালে তাঁহাকে ভীষণ কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া নিষ্কণ্টকে হিন্দুস্থান রাজ্য শাসন করিতেছেন। এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি, ইতিমধ্যে যেন একটি সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী পুরুষ আমার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মহাদম্ভে কহিলেন, হতভাগিনি! তোর আর নিস্তার নাই, সাজাহানের দশা তোর ঘটিবে!” অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই রূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া রশিনারা নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া গোলাবী শীহরিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ উভয়েই নীরবে থাকিলেন। পরে দাসী কহিল, “আপনি কেন রোদন করেন? স্বপ্ন কখনই সত্য হয় না। অমূলক বিষয় আন্দোলনে, কেবল শরীর ক্ষয় করা মাত্র, কোন ফল নাই।”

রশিনারা চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, “তাহা সত্য, কিন্তু সুস্বপ্ন প্রায় সফল হয় না; দুঃস্বপ্ন যে ফলিবে না, তাহা কে কহিবে।”

গো। “ভাল তাহাই যদি সত্য হয়, তবে অসুখের বিষয় কি।”

র। “না কেন।”

গো। “অস্ত্রাঘাত হইবে বলিয়াই শঙ্কা, হইলে আর কি।”

র। “এমনও কথা! অস্ত্রের ক্ষতস্থানে যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা, যে একবার অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই তাহা বলিতে পারে!”

গো। “এরূপ অস্ত্রাঘাত কাহার প্রতি হইয়াছে।”

রশিনারা আবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “এই হতভাগিনীর প্রতিই হইয়াছে!”

গোলাবী ব্যঙ্গের অবকাশ পাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “তবে চিকিৎসককে ডাকিতে হইবে কি।”

শুনিয়া রশিনারার বিশুষ্কমুখে ঈষদ্ধাস্য প্রকাশ পাইল। কহিলেন, “গোলাব! এ রোগের ঔষধ নাই! তোমাদের অঙ্গুলির সাধ্য কি——?”

গো। “শাহজাদি! আপনার নিকট তাঁহার আর পরিচয় দিতে হইবে না; আপনি তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিয়াছেন।”

র। “পরের গুণে মোহিত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; যদিও কখন কোন দিন সন্তোষের উদয় হয়, তবে সে পথে কেন কণ্টক দিতে যাব?”

গো। “আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিসে সন্তুষ্ট হন?”

র। “কবরের মধ্যে শয়ন করিতে পারিলে বোধ হয় সুখী হইব।”

গোলাবী অবাক্ হইয়া রহিল। রশিনারা কোন বিষয় ধ্রুব জানিয়া এই রূপ কহিলেন; তাহা দাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শয়নাগারে।

শরৎকালের প্রারম্ভে যখন পৃথিবী সুন্দরী কেতকীকুসুমে অঙ্গানুরাগ করেন, তখন তাহার সৌরবে কে না বিমোহিত হন? রূপ, রস, গন্ধে কেতকীকুসুম যেমন চিত্তহারক, সেরূপ আর দেখা যায় না। মধুলোলুপ মধুব্রত, মধুমিশ্রিত সুমধুর স্বরে কেতকী আলিঙ্গনে প্রধাবিত হয়, মধুপান করিয়া তৃপ্ত হইবে বলিয়া কুসুমের উপরি উপবিষ্ট হয়; কিন্তু তাহার মধুপান করা দূরে থাকুক, কেবল সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাঘাতে পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হয়, ও কুসুমরজঃ চক্ষে প্রবেশ করিয়া অপরিণামদর্শী মধুকরকে অন্ধ করে।

মনুষ্য ভবিষ্যৎ অন্ধ। মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধে বিমোহিত। শিবজীও সেইরূপ নবযৌবনসম্পন্না রশিনারার রূপগুণ সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। বিমোহিত হইয়াই যে চিরসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন, তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বুঝিতে পারিলেন না বলিয়াই আপনার পাষাণময় হৃদয়ে অপূর্ব্ব রূপনিধি রশিনারার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। যদি জানিতে পারিতেন, যে, তাহার আশা-বৃক্ষে কি ফল ফলিবে,—তিনি সে রূপে কি রূপ লাঞ্ছিত হইবেন, তবে তিনি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইতেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু, তিনি পরিণামে রশিনারার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয় হইতে অপনয়ন করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। বৃথা যত্ন! পাষাণে

মুর্ত্তি খোদিত হইলে তাহা কি সহজে বিলয় প্রাপ্ত হয়? পাষাণ লয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। শিবজীর দেহের লয় না হইলে সে মুর্ত্তি কখনই অন্তর্হিত হইবে না।

রায়গড়ের যে কক্ষ্যায় রশিনারা বাস করিতেছিলেন, তাহা অপূর্ব্বরূপে সুশোভিত। বিশ্বতৃপ্তকর নয়নরঞ্জন সমুদায় দ্রব্যে সুসজ্জিত, গৃহের ভিত্তিতে মনোহর তসবীর সকল সংস্থাপিত; গজদন্ত ও স্ফাটিকময় শামাদানোপরি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে; আতর, গোলাব, কুসুমদাম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ গৃহব্যাপ্ত হইতেছে; বিচিত্র-বসন-ভূষণে শোভিতা পরিচারিকাগণ হর্ম্ম্যতলে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। রশিনারা অধোবদনে পল্যঙ্কে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, শিবজী তাঁহার নিকটে বসিয়া অধোমুখে কি ভাবিতেছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। অনেক ক্ষণ পরে মহারাষ্ট্রপতি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে মুখোত্তোলন করিলেন; এবং রশিনারার মুখের প্রতি চাহিয়া অতি প্রেমপূর্ণ স্বরে কহিলেন,——

"রশিনারা, তোমার ও পদ্মমুখ কি বিকসিত হইবে না?"

রশিনারা সুকোমল দৃষ্টিতে শিবজীর প্রতি চাহিয়া মৃদুবীণাশব্দবৎ মধুর স্বরে কহিলেন, "প্রভাকর উদিত হইলেত পদ্ম প্রফুল্ল হইবে?"

শিবজী সহাস্যমুখে কহিলেন, "প্রভাকরের উদয়ের বিলম্ব কি?——"

রশিনারা সলজ্জভাবে ঈষৎ হাসিয়া মুখাবনত করিলেন। আবার যেন কি ভাবিয়া মুখ গম্ভীর হইল। অতি বিমর্ষ

ভাবে কহিলেন, “ বিলম্ব কি, তাহাত বলিতে পারি না,— বোধ হয় সূর্য্য আর উদিত হইবেন না! ”

এ কথায় শিবজীর মুখের ভাবান্তর হইল ; এবং অতি নৈরাশ্যের সহিত কহিলেন, “ আমার অভিলাষ যে নিতান্ত অমূলক, তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিয়াছি, তবে যে দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, এই ক্ষোভ। ”

র। “ অভিলষিত বিষয় সকল সময়ে সুসাধ্য হইলে, দুঃখ যে কি পদার্থ, লোকে তাহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিত না। ”

অনন্তর রশিনারার কণ্ঠের স্বর কিছু বিকৃত হইল। শিবজী শুনিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে, উভয় চক্ষুঃ হইতে দরদরিত বারিধারা বিগলিত হইতেছে ; চক্ষুর জল অনিবার্য্য হওয়াতে অঞ্চল দ্বারা নয়ন আচ্ছাদন করিলেন। শিবজী ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় থাকিয়া পরে কহিলেন,———

“ রশিনারা, ছি তুমি কাঁদিতেছ! ”

রশিনারা নয়নজল মার্জ্জন করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সহকারে কহিলেন,———

“ বোধ হয়, আপনি আমাকে আর কখন কাঁদিতে দেখিবেন না। ”

প্রকৃত উত্তর না পাইয়া শিবজী আবার মুখ নত করিলেন। রশিনারার হৃদয় মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিল ; বিগ্রহবতী দেবী-প্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবজী কহিলেন,———

“ আমি কি তোমার উপাসকের যোগ্য নহি? ”

রশিনারা আর ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। অতি সরল দৃষ্টিতে শিবজীর প্রতি চাহিয়া কোমল কর-পল্লব দ্বারা তাঁহার করাকর্ষণ করিলেন। শিবজী তাঁহার প্রতি নয়নপাত করিলে তিনি অতি মিষ্টস্বরে কহিলেন,——

"মহারাজ! আপনিত নিজ বুদ্ধিবলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন! আপনি কি বিবেচনা করেন না, যে, গুরুজনের অনভিমতে——

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুঃ জলভারাকীর্ণ হইল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শিবজী রশিনারার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া কিছু প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্ততা প্রযুক্ত আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। দ্বারদেশে ফকীর-বেশধারী এক জন লোক প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ শিবজীর তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িল। আগন্তুক তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী, সুতরাং তাঁহার চক্ষুঃ তৎপ্রতি নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সে হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিল,——

"মহারাজের জয় হউক।"

শিবজী তাহাকে চিনিতে পারিয়া নিকটে আসিতে অনুমতি করিলেন। ফকীর উপযুক্ত আসন গ্রহণ করিলে তিনি কহিলেন,—

"দূত, তোমাদের মঙ্গলত?"

ফকীরবেশী কহিল, "সাক্ষাৎ শিবতুল্য শিবজীর অশিব হইবার সম্ভাবনা কি?"

শি। "ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ?"

দূ। "মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কখন বা সন্ন্যাসী, ফকীর, বৈদ্য, মৎস্য-মাংসাদি-বিক্রেতার বেশ-ধারণ করিয়া মোগলদিগের গতিবিধির বিষয় অবগত হইয়া এক্ষণে দিল্লী হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি।"

রশিনারা স্থিরদৃষ্টিতে দূতের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শি। "দিল্লীর সংবাদ কি?"

দূ। "আপনি কি তাহার কছু শুনেন নাই?"

শি। কিছু দিন হইল শুনিয়াছিলাম, কুমারেরা না কি সকলেই দিল্লীর সিংহাসন পাইতে প্রয়াস পাইতেছেন।"

দূ। "হাঁ মহারাজ! তাহার একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্রাট্ সাজাহানের তৃতীয় কুমার আরাঞ্জেব যুদ্ধে অপর তিন কুমারকে সপুত্র বিনাশ পূর্ব্বক এবং বৃদ্ধ বাদশাহকে কারাবন্দী করিয়া আলমগের নাম ধারণ করত বাদশাহী পদ গ্রহণ করিয়া-য়াছেন।"

রশিনারা ইহা শুনিবা মাত্র বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিতা এবং মুর্চ্ছিতা হইলেন। শিবজীর চক্ষুঃ তরুণীর প্রতি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিলেন। অনন্তর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,——

"গোলাব!"

দাসী। "মহারাজ!"

শি। "গোলাব, গোলাব, সরবত!"

দাসী গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া রশিনারার মুখে ললাটে সিঞ্চন করিতে লাগিল।

শিবজী স্বহস্তে রশিনারার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দাসীগণ তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শিবজী দূতের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তুমি এক্ষণে বিদায় লইতে পার।"

দূত কিছু বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

রশিনারা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মমন্দিরে।

যে দিন দূত দিল্লীর সংবাদ শিবজীর নিকট প্রদান করে, তাহার দুই দিন পরে মহারাষ্ট্রপতি করলগ্নশীর্ষ হইয়া আত্মমন্দিরে উপবিষ্ট আছেন; অন্য আর কেহই তথায় নাই; মনে মনে একটি কথার আন্দোলন করিতেছেন, সে চিন্তা সুখ-দুঃখ উভয় মুলক।

শিবজী রশিনারা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। উপত্যকা হইতে রশিনারাকে হরণ, প্রথম আলাপে যেরূপ ভাব, তাঁহার সন্তোষ-সাধনে ঐকান্তিক যত্ন—এই সকল যেন হৃদয়-মধ্যে গুম্ফিত রহিয়াছে, মনশ্চক্ষুঃ উম্মীলন করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন; পাঠ করিতে করিতে মুখমণ্ডল কিছু প্রফুল্ল হইল। রশিনারা তাঁহার যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা অনেক বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শিবজীও মহা বুদ্ধিমান; মহতের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

"রশিনারা আমার প্রতি যথার্থ অনুরাগিণী, এক্ষণে লজ্জাক্রমে তাহা ব্যক্ত করুন বা না করুন, সময়ে মনের গতি রোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন না। আমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।" এই কথাটি শিবজী একবার, দুই বার,—বহুবার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কোন বিঘ্নই তখন মনে করিলেন না। হর্ষে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, অভূতপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল, প্রফুল্ল মুখ আরও প্রফুল্ল হইল; এই পৃথিবী যেন মহাসুখের স্থান বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল; তখন আপনার ন্যায় সকলকেই সুখী বিবেচনা করিতে লাগিলেন; মনের অন্ধকার দূর হইল; শরীরের স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ হইল; যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই দেখেন, যেন দয়া, মমতা, প্রীতি, প্রসন্নতা—সকলই মুর্ত্তিমতী হইয়া বিচরণ করিতেছে!

অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার আবার চিত্তের ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটি কথার উদয় হইল; রশিনারার সহিত একাত্ম হইলে ভবিষ্যতে স্বজাতীয়গণের বিরাগ-ভাজন এবং সমাজচ্যুত হইতে হইবে। এই মহানন্দকর সুখের সময়, শেলবৎ এই কথাটি তাঁহার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিবামাত্র মুখের প্রফুল্ল ভাব দূর হইল, হৃদয়ের গ্লানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর আসনে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, ত্রস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, দ্রুত পদবিক্ষেপে কক্ষ্যার মধ্যে পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অধিক ক্ষণ পদসঞ্চালন করিয়া কিছু ক্লান্তি বোধ হইল, তখন বাতায়ন সন্নিধানে দণ্ডায়-মান হইলেন; সুগন্ধ সুশীতল বহির্বায়ু তাঁহার ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত

কলেবরে লাগিতে লাগিল,—ইহার দ্বারা দৈহিক যন্ত্রণার কিছু হ্রাস হইলে আবার পূর্ব্বের আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শিবজী অনেক ক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া পরে ভাবিলেন, "আমি এরূপ চিন্তা কেন করি? প্রকৃত পক্ষে ধরিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানে কিছু ইতরবিশেষ নাই; উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণইত ঈশ্বরের সন্তান! তবে রশিনারাকে বিবাহ করিলে দোষ কি? বরং এ বিবাহে আমার বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। আরাঙ্গেব কন্যার অনুরোধ ও স্নেহ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ভবিষ্যতে তিনি অবশ্যই আমার মঙ্গল সাধন করিবেন;—এ নিতান্ত অসম্ভব কথা! এতক্ষণ বৃথা চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিতেছিলাম; যে ব্যক্তি রাজ্যলোভে পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিয়াছে, সে যে সন্তানকে স্নেহ করিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, তাঁহার অনুগ্রহ-নিগ্রহের ভরসায় আমার প্রয়োজন কি?"

অনন্তর ভাবিলেন, "স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ আমার প্রতি কেন বিরক্ত হইবেন? আমিত ব্যবহার-বহির্ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই? যবন-বালার পাণিগ্রহণে যদি দোষ হইত, তবে রাজপুতনার নৃপতিগণ কখন মুসলমানকে কন্যাদান করিতেন না। তাঁহারা ক্ষত্রিয়, আমিও সেই সূর্য্যবংশীয়; * তবে আমি

---

* ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষীয় আদিম বাসী নহে; পূর্ব্বে ইহাদিগের পারস্য দেশে বাস ছিল। সুবিখ্যাত মহম্মদের শিষ্য আবুবেকারের অত্যা-

ইচ্ছাকে পরাঙ্মুখ করিতে অগ্রসর হইব কেন? আমি নিতান্তই রশিনারাকে বিবাহ করিব, ইহাতে যদি সমাজচ্যুত হই, সেও ভাল;—এতাদৃশ রূপবতী গুণবতী প্রণয়িনীর সহবাসে অরণ্য-বাসও মহাসুখ!"

হঠাৎ তাঁহার হৃদয়-মধ্যে একটি কথার উদয় হইল; যেন অন্ত-রাত্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সেই কথাটি তাঁহার উৎসাহকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিল; সেই কথাটির সহিত সন্তোষ যেন মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, সন্তোষের আবির্ভাব দেখিয়া দুশ্চিন্তা পলায়ন করিল। তাঁহার হৃদয়-মধ্যে সপ্তসরাব-ধ্বনিবৎ এই কথাটি হঠাৎ বাজিয়া উঠিল, "শিবজী স্থির হও, সবুরে মেওয়া ফলে!"

শিবজী আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন; এবং যখন দিবাকর অস্তাচলগামী, তখন কক্ষ্যা হইতে বহির্গত হইলেন; বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক জন দূত এক খানি পত্র-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দূত যথাবিধি অভিবাদন করিয়া পত্র প্রদান করিলে তিনি নিম্নোক্ত মত তাহা পাঠ করিলেন।

"বৎস? অনেক দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, তজ্জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছি, পত্রপাঠ মাত্র এখানে আসিলে যৎপরো-

---

চারে ভীত হইয়া ইহারা ঐ দেশ এককালে পরিত্যাগ করে। ইহারা পারস্য দেশীয় রাজা খসুরু-পরিভিজের বংশীয়। নাশর্ব্বান্ ইহাদের আর একটি নাম। ইহারা এই দেশে আগ-মন করিয়া কতগুলি হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করে; এক্ষণে তাহারাই মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু শিবজী আপনাকে সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

নাস্তি আহ্লাদিত হইব। সংগোপনীয় অনেক কথা আছে, সেই জন্য একাকী আসিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরামদাস শর্ম্মা।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবানী-মন্দিরে।

যখন পৃথিবীমণ্ডল ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন শিবজী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নিষ্কাশিত অসিধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

শিবজী দ্রুতপদ বিক্ষেপে চলিলেন। যামিনী একান্ত নিঃশব্দ ও গম্ভীর। কেবল পাদপরাজি হইতে গিরি-ঝিল্লীগণের তীক্ষ্ণোচ্চ স্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে; অনবরত ঝঙ্কারকারী গিরিরাজগুহাবিদারী জলপ্রপাতের কেবল মাত্র ভৈরব নিনাদ, কখন বা শ্বাপদ জন্তুগণের অতীব ভয়ঙ্কর কণ্ঠধ্বনি, মধ্যে মধ্যে নৈদাঘ বায়ুর অপ্রতিহত-বেগ-তাড়িত বৃক্ষ লতাদির পল্লব সঞ্চালনের মর্ম্মর শব্দ, কখন বা বৃক্ষের শুষ্ক-পর্ণ পতন শব্দ, কখন নগরপ্রান্তে কুকুরের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে; অন্ধকারে সম্মুখস্থ বস্তু সকল নয়ন-গোচর হয় না; কেবল তাঁহার উষ্ণীষ এবং পরিচ্ছদের স্থানে স্থানে চন্দ্ররশ্মিনিভ

প্রস্তর পরম্পরায় পথের ইতস্ততঃ আলোকময় হওয়াতে গমনে কষ্ট হইল না।

শিবজী যে পথে গমন করিতেছিলেন, তাহা তত বন্ধুর নহে; অনেক দূর ব্যাপ্ত হইয়া নিবিড় বনাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্র রহিয়াছে। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি ভৈরব জলকল্লোল শুনিতে পাইলেন; অদূরে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে দুই চারিটি জলপ্রপাত নিম্ন গিরিগুহায় পতিত হইয়া শুভ্র সলিলময়ী নদীরূপ ধারণ করিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রবলতর স্রোতঃ-বিশিষ্টা নদীর নাম ভীমা। শিবজী ক্রমে ভীমা নদীর তীর-সমীপবর্ত্তী হইলেন। নদীতীর কি ভয়ঙ্কর স্থান! নিকটে, দূরে, অপর পারে মৃত-শরীর-সৎকার-জনিত অনলরাশি প্রচণ্ড ভাবে উপকূল আলো] করিয়া জ্বলিতেছে; পূতিগন্ধ গন্ধবহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে; শবাহারী পশুপক্ষিগণ কর্কশ শব্দে চীৎকার পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছে। শবভুক্ পক্ষিগণ মনুষ্য-পদ-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রুতমাত্র ভয়ে পক্ষসঞ্চালন দ্বারা উড়িয়া যাইতে লাগিল; পশুগণ, কোন কোনটা ভয়ে পলায়ন করিল, কোন কোনটা বা আরক্ত-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ভীক শিবজী দ্রুত-পদসঞ্চালনে নদীতটের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

শিবজী এই রূপ অনেক পথবহন করিলে ভবানীমন্দিরের উন্নত চূড়ার অবয়ব মাত্র দেখিতে পাইলেন। সে স্থানে বৃক্ষ-গুল্মাদির চিহ্নমাত্র ছিল না; নদীতীরে এক শশ্মান-ভূমির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রপতি মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া যোজিত দ্বার করতাড়িত করিলেন, কিন্তু দ্বার অর্গলাবদ্ধ

ছিল বলিয়া মুক্ত হইল না। তাঁহার করাঘাত শ্রবণ মাত্র মন্দির-মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, "কস্ত্বং?"

শিবজী কহিলেন, "শিবজীরহং।"

এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। শিবজী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন। তথায় ভয়াঙ্করা প্রস্তরময়ী কালিকা মুর্ত্তি সংস্থাপিতা ছিল। আশ্চর্য্য-শিল্পচাতুর্য্য-প্রভাবে, করালবদনী বিরুপাক্ষ-বক্ষে পাদপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া যেন খলখল করিয়া হাসিতেছেন। নবকাদম্বিনী-নিন্দিত মুর্ত্তি! যেন সদ্যচ্ছিন্ন নরকপাল-মালা গলদেশ-বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহা হইতে যেন ঝরঝর করিয়া রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে; প্রশস্ত ললাট-প্রান্তে অনলশিখা-প্রভাবিশিষ্ট নয়ন, তন্নিম্নে অসিত-সপ্তমী-শশিকলা-বিরাজিত; আকর্ণ-বিরাজিত বিশাল-ঘোরারক্ত নয়ন, সর্ব্বাঙ্গে রুধির চর্চ্চিত, বামকর-যুগলে তীক্ষ্ণতর অসি ও নরমুণ্ড, দক্ষিণে অভয় বরদান,——কটিতটে নরকর-মেখলা। শিবজী আগুল্‌ফ-লম্বিত গলিত-কেশধারিণী ভবানীমুর্ত্তি-সমীপে নানাবিধ ভক্তিরসপূর্ণ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন,—যেন মুর্ত্তিমান সন্ন্যাস স্বরূপ, গৈরিক বসন পরিধান, জটাশ্মশ্রুধারী, গলে তাম্রযুক্ত রুদ্রাক্ষ মালা, অঙ্গে বিভূতি লেপিত রহিয়াছে। কতিপয় শিষ্য তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন। ধ্যানমগ্ন যোগী অনেক ক্ষণ পরে নয়নোন্মুক্ত করিলে শিবজী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,——

"এই কুশাসনে উপবেশন কর।"

শিবজী আসন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এক জন ব্রাহ্মণ-কুমার তথা হইতে অন্য আর এক কক্ষ্যায় উঠিয়া গিয়া ক্ষণকাল পরে কতগুলি ফলমূল আনিয়া বৃদ্ধের নিকট দিলেন। বৃদ্ধও যাথাবিধি মন্ত্রপূত পূর্ব্বক ফলাদি ভবানীকে নিবেদন করিয়া দিলেন। অনন্তর শিবজীকে কহিলেন, "বৎস! এই ফলমূল ভবানীর প্রসাদ; ভক্ষণ কর।" শিবজীর আহার সমাপ্ত হইলে, সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, অতএব অগ্রে তোমার সমুদায় কুশল-বার্ত্তা আমাকে শুনাও।"

শিবজী বিনীত ভাবে কহিলেন, "গুরো! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কিছুই অভাব নাই। তবে শ্রীচরণ অদর্শন-নিবন্ধন যে ক্লেশ ছিল, তাহাও এক্ষণে দূর হইল।"

রামদাস স্বামী কহিলেন "সে দিন দিল্লী প্রদেশ হইতে যে শিষ্য আসিয়াছিল, তাহার প্রমুখাৎ বোধ হয় সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকিবে।"

শি। "হাঁ, দিল্লীর সিংহাসনে আরাঙ্গেব বাদশাহ হইয়াছেন, শুনিয়া অসুখে আছি।"

রা। "এক্ষণে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত।"

রামদাস স্বামী হতোৎসাহ ভাবে ইহা কহিলেন।

শি। (আগ্রহের সহিত) "কি বিপদ? প্রকাশ করিয়া বলুন।"

রা। দিল্লীশ্বরের ইচ্ছা তোমাকে কবলিত করা, এক্ষণে—তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই শিবজী কহিলেন, "তাহাত অগ্রেই জানিতে পারিয়াছি।"

রা। “এক্ষণে উপায় ?”

শি। “উপায় ভবানীর কৃপা, আর প্রভুর আশীর্ব্বাদ।”

রা। “তোমার দমনার্থ শাইস্তা খাঁ সসৈন্যে নিকটে থাকিয়া তাহার চেষ্টায় আছে।”

শি। “সে ভয় বড় একটা করি না। ভবানী যবন-রক্তে তৃপ্তা হন না, নচেৎ এত দিন তাহাদিগকে ছাগপালের ন্যায় মায়ের চরণে বলিদান করিতাম।”

রা। “এ তোমার ন্যায় বীরের উপযুক্ত উত্তরই বটে; কিন্তু আরও বলিতেছি শ্রবণ কর। আরাঙ্গেব প্রথমে তোমার তেজোহ্রাস করার জন্য রাজা জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ সেনানীদ্বয়কে শাইস্তা খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইতে ঘোষণা করিয়াছেন। এই অসঙ্খ্য পঙ্গপাল তুল্য সৈন্যের সহিত তুমি কেমন করিয়া সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে ?”

শি। “এ দাস কোন্ কালে সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া থাকে ?”

রা। তবে রাজ্যরক্ষা করিবে কি প্রকারে ?

শিবজী গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে সহাস্যমুখে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, তিনি কহিলেন,—

“হাস কেন ?”

শি। “জয়সিংহের সহিত আমার কখনই বিবাদ হইবে না।”

রা। “কিরূপে বুঝিলে ?”

শিবজী ক্ষণকাল অধোমুখে রহিয়া পরে কহিলেন, “তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব।”

রা। "ভাল জয়সিংহের ভয়ই যেন না কর, যবন সেনানী-দিগের কি করিবে?"

শি। "শাইস্তাকে অতি শীঘ্রই দেশছাড়া করিব, এমন ইচ্ছা আছে।"

রা। "এ পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ।" পরে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! এ সকল কথায় আবশ্যক কি? তুমি জান, তোমার মায়াতেই মুগ্ধ হইয়া আমি সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; সংসারে আমার প্রার্থনার কোন বস্তুই নাই, কেবল তোমার মঙ্গল কামনায় বর্ত্তুলবৎ পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমি সুখী হইলে আমি নিতান্ত নিরুদ্বেগে অবস্থান করি। আমার বাক্য অবহেলা করিও না। এক্ষণে এই বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় আছে;—যথানীতি সন্ধি। বুদ্ধিমানেরা বিভবের অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়াও আত্মরক্ষা করেন। কেবল মনুষ্য-রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত না করিয়া শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ।"

শি। "আপনি কিরূপ সন্ধি করিতে অনুমতি করেন?"

রা। "সম্রাট্ যাহাতে তৃপ্ত হন।"

শি। "সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। গুরুদেব! আমার প্রতি এরূপ আজ্ঞা করিবেন না। প্রাণ থাকিতে যবনের অধীন হইব না।" রামদাস স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কেবল বীরত্বে জয়লাভ হয় না; আরাঞ্জেব মনে করিলেই তোমাকে দমন করিতে পারেন।"

শি। "গুরুদেব! আপনি এমন মনে করিবেন না, যে,

দম্ভ প্রকাশ করিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিব। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; দিল্লীর বাদশাহ জীবিত থাকিতে আমি স্বাধীন হইয়াছি।”

রা। “হাঁ, যথার্থ বটে, কিন্তু যখন তুমি রাজ্যপ্রতিষ্ঠা কর, বোধ হয়, দিল্লীশ্বর তখন তৎপতি কটাক্ষপাতও করেন নাই।”

শি। “করেন নাই কেন?”

রা। “অনবধান প্রযুক্ত।”

শি। “যাহাই হউক, আমি রাজপুতনার রাজাদিগের ন্যায় কখনই দিল্লীশ্বরের দাস হইতে পারিব না। রণক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তথাচ অধীনতা স্বীকার করিব না।”

রামদাস স্বামী অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে কহিলেন, “এক্ষণে যদি সন্ধি করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিও। রজনী বিগতা হইলে শত্রুর উদ্দেশে শিস্য-গণকে পাঠাইব, যাহা হয়, পরে জানিতে পারিবে। আর এই অসি গ্রহণ কর, ভবানী তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া ইহা তোমাকে দিতে অনুমতি করিয়াছেন। এই খড়্গ লইয়া শাইস্তা খাঁকে আক্রমণ করিও, শত্রু তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।” ইহা বলিয়া স্বামী ঠাকুর শিবজীর হস্তে অসি প্রদান করিলেন। শিবজীও মহাভক্তিপূর্ব্বক অসি গ্রহণ করিয়া গুরুপদে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রামদাস স্বামী কহিলেন, “রাত্রি অধিক হইয়াছে, দুর্গে গমন কর। দুর্গে না থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাও, শাইস্তা খাঁ যেন আর অধিক দিন——”

স্বামীর মুখে কথা থাকিতেই শিবজী কহিলেন, "দুই দিন পরে তাহার আর কোন সংবাদ পাইবেন না।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার প্রণত হইলেন। স্বামী কহিলেন, "একাকী গমন বিধি নহে; এই শিষ্যগণ তোমাকে দুর্গ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসুক।

"প্রয়োজন নাই" বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

পর দিন রজনী দই প্রহরের সময় শিবজী শাইস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ করেন; এই আকস্মিক আক্রমে মোগল সেনানী বিপুল ধন এবং ন্যূনাধিক সহস্র সৈন্য হারাইয়া পলায়ন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেনানী-সঙ্গে!

রশিনারা সহচরীসঙ্গে প্রায়ই প্রদোষশোভা সন্দর্শন করিতে পর্ব্বতের অধিত্যকা স্থানে গমন করিতেন। অদ্য শরৎকার্ত্তিকের প্রথম পক্ষ। রশিনারা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়া সঙ্গিনীকে কহিলেন, "গোলাব! আমি তোমার সঙ্গে এই মনোহর স্থানে প্রায়ই ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকি;—তথাপি দুঃখের কথা কি বলিব, আমরা জীবশ্রেষ্ঠ, স্ব স্ব বুদ্ধিবলে সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে পারি। পশু-

পক্ষীদিগের হিতাহিত জ্ঞান নাই, কিন্তু তাহারা আমাদের অপেক্ষাও সুখী।”

গো। “পশু-পক্ষীদিগের আহারের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় না। আমাদের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে চিন্তা অগ্রে করিতে হয়,—তাহা না হইলে সুখ হইত।”

রশিনারা এ কথার উত্তর করিলেন না। কহিলেন, “আহা! পর্ব্বতের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর ভাব-বিশিষ্ট! পর্ব্বতমালা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় যেন নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণবর্ণ অভ্রভেদী শৃঙ্গগণ যেন উন্নত হইয়া ভূমণ্ডলের ইতস্ততঃ সন্দর্শন করিতেছে, নীলবর্ণ মেঘখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া কোন শৃঙ্গমণ্ডলী বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব-শোভা প্রকাশ করিতেছে, স্থানে স্থানে মঞ্জুল বল্লীনিচয় প্রকাণ্ড পাদপ-মূলাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত শাখাসমূহের সহিত মিলিত হইয়া কেমন দুলিতেছে,—ময়ূর ময়ূরী প্রভৃতি বিহঙ্গগণ নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। আহা! এই স্থানের শোভা দর্শন করিলে অতিশয় সন্তাপিত ব্যক্তিরও মনশ্চাঞ্চল্য দূর হয়।”

রশিনারার বাক্যাবসান হইলে, গোলাবী ব্যঙ্গভাবে স্মিতমুখে কহিল, “জ্ঞানিলোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ স্থাবর জঙ্গম,—পশুপক্ষী হইতেও উপদেশ গ্রহণ করিবে। অতএব আমরাও এখান হইতে নানাপ্রকার উপদেশ লইতে পারি।”

রশিনারাও হাসিয়া কহিলেন, “কি উপদেশ? বল, শিখিয়া রাখি, যদি দুই একটা কখন কাজে লাগে।”

গো। "এই দেখুন না, রসবতী কাদম্বিনী নিজ পতি পর্ব্বত-শৃঙ্গকে কেমন দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! লতিকা সুন্দরী সহকার তরুকে কিরূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ ত? এ উপদেশ কি গ্রহণযোগ্য নহে?" এই কথা বলিয়া দাসী হাসিতে লাগিল।

রশিনারা শুনিয়া হাসিলেন। এবং হাসিতে হাসিতে "কহিলেন, গোলাব, আবার দেখ, বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ লতিকাসুন্দরী ভূমিতে পড়িয়া পতির বিরহে কেমন করিয়া রোদন করিতেছে; কাদম্বিনী ভর্তৃবিরহাশঙ্কায় কাঁপিতেছে, ক্ষণকাল পরেই রোদন করিয়া নয়ননীরে পতিকে স্নান করাইবে! এরূপ উপদেশ গ্রহণ করা কি মনুষ্যের কর্ত্তব্য?"

ইহা শুনিয়া সহচরী দাসী কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "ভাল বলুন দেখি, আপনার মনের কথা কি?"

রশিনারা কহিলেন, "মনের কথা শুনিবে—তোমাকে বলিব।" এই বলিয়া তিনি কিছু বিস্মৃতের ন্যায় অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। দেখিয়া গোলাবী কহিল,——

"আপনি কি দেখিতেছেন?"

র। "গোলাব, দেখত ও ব্যক্তি কে, যে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে?"

রশিনারা যাহার কথা গোলাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহাকে চিনিতে পারিল। সে ব্যক্তি শিবজীর প্রসিদ্ধ সিলিদার সৈন্যের অধিপতি দোতন্দ মাস্কাজী। সেনাপতি রশিনারার রূপে মুগ্ধ হইয়া নিস্পন্দের ন্যায় স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। গোলাবী হাসিয়া কহিল, "আপনার রূপ

দেখিয়া অচেতনের চেতন হয়, ও ব্যক্তি এক জন প্রধান লোক।”

র। (ভীত হইয়া) “এ উপহাসের সময় নয়; উহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে। চল দুর্গে যাই; এখানে থাকা উচিত নহে।”

গো। “চলুন।” উভয়ে ব্যস্ততার সহিত দ্রুতগতিতে দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

রমণীদ্বয়কে ত্রস্ত চলিতে দেখিয়া, সেনানীও অলক্ষ্যপদবিক্ষেপে তীরবৎ বেগে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের গমনে বাধা দিয়া মাস্কাজী পথরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন।

রশিনারা সাবগুণ্ঠনে দাসীর পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। কামুক মাস্কাজী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, সুন্দরি, আমাকে তোমার গোলাম বলিয়া জানিও। লজ্জা করিও না, আমার কাছে আইস,—তোমাকে পান্নার কণ্ঠী দিব, হীরার অলঙ্কার দিব।”

রশিনারা কোন কথা কহিলেন না। স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গোলাবী বিষম বিপদ দেখিয়া কহিল, “বীরবর! আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি, অবলাকে রক্ষা করাই বীরের ধর্ম্ম;—এমন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে আপনি কি লজ্জিত হন না?”

এই কথা শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি সেনানী ভ্রূকুটিপূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে কহিল, “তুমি কথা কহিও না। তোমার বক্তৃতা শুনিতে আমি এখানে আসি নাই।”

গো। “স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের আসিবার অধিকার?”

সে। পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেমন আলাপের অধিকার, তেমনি স্ত্রীলোকে ও পুরুষে আলাপ করিবার অধিকার না থাকিবে কেন?”

গো। “তোমার কর্ম্ম কি?” ক্রোধসহ এই প্রশ্ন করিল।

সে। “তোমার পশ্চাতে যে সুন্দরী রহিয়াছেন, ওটি কে?”

গো। “উনি যে হন, সে পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন?”

সে। (হাসিয়া) রূপসী রমণীর সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি।”

গো। (সক্রোধে) “বটে, বামন হইয়া চাঁদে হাত? তোমার মাতায় বজ্র পড়ুক!”

দাসীর ভর্ৎসনাতে সেনানী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা তাহার মনোহর কবরী ধরিল। গোলাবীর ইচ্ছা ছিল, কথাবার্ত্তায় তাহাকে যতক্ষণ নিরস্ত রাখিতে পারে, ততক্ষণ সে কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তথায় অন্য কোন ব্যক্তির সমাগম হইতেও পারে,—তখন কামুকের হস্ত হইতে আপনাদের রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মুখ হইতে রোষপূরিত বাক্য নির্গত হওয়াতে সেনানী তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; রশিনারা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহা দেখিতে পাইলেন। তখন আর তিনি কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না; মুখাবরণ মুক্ত করিয়া, বিদ্যুৎ-চকিত-কটাক্ষ বিক্ষেপে মাক্কাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতি মিষ্ট স্বরে কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি ও নিবুর্দ্ধি অবলাকে পরিত্যাগ করুন,—ও কি পুরুষের মহিমা বুঝিতে পারে? উহাকে ছাড়িয়া দিন, আমার নিকটে আসুন।"

সেনানী তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, বুঝি তাঁহার কপাল প্রসন্ন হইয়াছে। রশিনারা অনঙ্গবিস্ফারিত অপাঙ্গে ও সুমধুর বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ আশীবিষ-দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে কামুক সেনানী কেন? বোধ হয়, মুনি-ঋষি হইলেও নির্ব্বিকারে থাকিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। সেনাপতি আর কোন আপত্তি করিলেন না; স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া গোলাবীকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিচারিকা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে রশিনারার দিকে চাহিলে, তিনি কহিলেন,——

"তোমার ভয় নাই। সেনাপতি মহাশয় অভদ্র নহেন। ইহার যেরূপ কটাক্ষ ও যেরূপ স্বর, ইহাতে ইহাঁকে বিলক্ষণ রসিক বোধ হইতেছে; রসিক পুরুষ কখন কি স্ত্রীলোকের অবমাননা করেন?" সেনানী শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

রশিনারাকে সহাস্যবদনা দেখিয়া গোলাবীও অবাক হইয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ পরে সেনানী অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আমার বড় সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে সুখসাগরে ভাসাইলে।"

"আর ভাসাইলাম বই কি।" এই বলিয়া আবার সেই বিদ্যুদ্দাম-পূরিত লোলাপাঙ্গের ক্রূর কটাক্ষে সেনানীর মগজ বিলোড়িত হইল।

মহারাষ্ট্রীয় হতচৈতন্য হইয়া রশিনারার আবেশময় চক্ষের

প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখে আর বাক্য সরিল না, কি বলিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবে, এরূপ শব্দ পাইয়া উঠিল না। কেবল হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইল। রশি-নারা দেখিলেন, পাপিষ্ঠ যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার বড় একটা বিলম্ব নাই। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি রশিনারা সহসা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। সেনানী, কোমলকর-স্পর্শে শীহরিয়া উঠিল। রশিনারা সহাস্য মুখে কহিলেন,——

"জান, এত উচিত নয়,——তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু, একটি কথা এই যে,—— বলিতে বলিতে রশিনারা কিছু সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন; আর বলিলেন না।

সেনানী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কি কথা? বল বল! আমাকে গোলাম বলিয়া জানিও।"

র। "তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিব, সেত সৌভাগ্য বলিয়া মানি; কিন্তু সে সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে, এমন বোধ করি না।"

সে। "কেন?"

র। "আমি তোমাদের রাজাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি। এ কথা তিনি শুনিলে, আমরা সুখী হইতে পারিব না।"

সে। "রাজা কে?"

র। "শিবজী।"

সেনানী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এবং কহিল, "বিলক্ষণ!

তুমি কি জান না, শিবজী নাম মাত্র রাজা; বস্তুতঃ আমার বাহুবলেই মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সে এখনও জীবিত আছে। আমি মনে করিলেই মহারাষ্ট্রের রাজা হইতে পারি। কেন তুমি তাহার ভয় কর?”

র। “তবে তুমি স্বয়ং রাজা না হইতেছ কেন?”

সে। (হাসিয়া) প্রেয়সি! তুমি আজি আমাকে যে রাজ্যের অধীশ্বর করিলে, তাহা হইতে কি এরাজ্য বড়?”

র। (ঈষদ্ধাস্যে) “না হইবে কেন; প্রেমিক না হইলে কি কেহ কখন প্রিয় কথা বলিতে পারে?”

সে। “এও সৌভাগ্য যে তুমি কোকিলগঞ্জনা হইয়াও আমাকে প্রিয়ম্বদ বলিলে!”

র। “ঈশ্বরেচ্ছায় যদি দিন পাই, তবে মনের সাধ পূরাইব। এক্ষণে আমাদের উভয়ের মিলনের উপায় কি; ইহার একটা বুদ্ধি স্থির কর।”

সে। “এক্ষণে আমার কোন বিবেচনা করার ক্ষমতা নাই; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, শুভস্য শীঘ্রং।”

রশিনারা ভাবিলেন, “অবোধ, তুমি শৃগাল হইয়া সিংহের রমণী হরণ করিবে! এই তোমার অধঃপাতে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। প্রকাশে কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়! আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমিই আমার প্রাণেশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বড় প্রতিবন্ধক দেখিতেছি।”

সে। “কি প্রতিবন্ধক?”

র। “আমরা এ দুর্গে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না।”

সে। "তবে কোথা যাইবে ?"

র। "চল, আমরা এখান হইতে পলাইয়া অন্য দেশে গমন করি।" সেনানী হাঁ করিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

র। "কি ভাবিতেছ ?"

সহসা গোলাবী বলিয়া উঠিল, "সেনাপতি মহাশয়ের স্ত্রীর কথা বুঝি মনে পড়িয়াছে ?"

র। (হাসিয়া) সেনানীর গৃহিণী কি আমা হইতেও সুন্দরী ? যদি না হয়, তবে সেই পাঁচপাঁচীর কথা কেন মনে করিবেন ?"

সেনানীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কহিলেন, "না না, সে স্ত্রীলোকটা বড় ভাল ; তবে কি না, এক্ষণে আর তাহার সে রূপ নাই।"

র। "কি হইল ?"

সে। (হাসিয়া) জীবন যৌবন কি চিরকাল থাকে ?"

রশিনারা সময় বুঝিয়া কহিলেন, "তবে এই ক্ষণিক সুখের জন্য এত পাপের অনুষ্ঠান করিতে বসিয়াছেন কেন ?"

সে। "আমিত আর পাপ করিতে যাইতেছি না ? বিধিমত আমাদের বিবাহ হইবে।"

সহজে এ নিরস্ত হইবে না জানিতে পারিয়া রশিনারা বলিলেন, "তবে বিবাহ হউক।" এই বলিয়া কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার লইয়া সেনানীর কণ্ঠে প্রদান করিলেন।

আহ্লাদে সেনানীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কহিলেন, "চল, যাইতেছি।"

র। "এখন কি যাওয়া হয়? দুর্গে আমার গহনাপত্র রহিয়াছে, তাহাত লইতে হইবে?"

সে। "তাহা লইয়া আর কি হইবে? চল, আমি তোমাকে গহনা কিনিয়া দিব।"

র। "আপনি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন?"

রশিনারার কথার উত্তর কি করিবেন, সেনানী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "না অবিশ্বাস না। তবে কবে আমাকে সুখসাগরে ভাসাইবে?"

র। "কবে? আজই। তুমি প্রভাতের পূর্ব্বে খড়কী দ্বারের নিকট আসিবে, আমি এই সহচরীর সহিত তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাইব।"

তরুণীর বাকচাতুর্য্য প্রভাবে সেনানী তিলার্দ্ধের নিমিত্তও আর তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "তবে তোমরা এক্ষণে দুর্গে যাও। আমাকে ভুলিও না।"

র। "এমন কথা, তোমাকে ভুলিব?" আবার সেই কটাক্ষ! সেনাপতি আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রশিনারাও বিষম বিপদ্ হইতে অব্যাহতি পাইয়া গোলাপীর সঙ্গে দ্রুতপদ বিক্ষেপে দুর্গে উপনীত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান-প্রান্তে।

রশিনারা নিজমন্দিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু সেনাপতির দুর্ব্ব্যবহারে অবমানিত হইয়া শিবজীকে সংবাদ দিলেন। শিবজী তথায় উপস্থিত হইলে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিষয় তাঁহাকে শুনাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি সেনাপতির চরিত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র ক্রোধে রক্তিমাবর্ণ হইলেন; তখন তাঁহার চক্ষুঃহইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অধোবদনে থাকিয়া, পরে কহিলেন, "তুমি যে কথা আমাকে শুনাইলে, তাহাতে এখনও যে তাহাকে তোমার সম্মুখে সংহার করিলাম না, ইহাতেই আমার অনুতাপ হইতেছে। কি করিব, সম্প্রতি রজনী উপস্থিত, এখন আর তাহার কিছু হইবে না, রজনী বিগত হইলে সে দুরাত্মার মুণ্ড তোমাকে উপহার দিব।" তিনি আর তথায় অধিক ক্ষণ রহিলেন না। অন্যমনে রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, স্বীয় কক্ষ্যার অলিন্দায় এক খানি আসনে কপোলে কর বিন্যাস করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

পৃথিবীর গতি থাকিলেও তাহা অনুমান ব্যতীত প্রত্যক্ষ হয় না; বোধ হয়, পৃথিবী স্থির ভাবেই অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এই শান্তগুণবিশিষ্টা বিশ্বম্ভরার অন্তর্ভাগে মৃদ্বীজ, ক্ষারবীজ, চূর্ণবীজ প্রভৃতি ধাতুপদার্থগুলি নিহিত রহিয়াছে; সেই সকল

ধাতুপদার্থ বারি-সংলগ্ন হইলেই দাহ্যগুণ ধারণ পূর্ব্বক ভূ-অভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকা, প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতিকে দ্রবীভূত করে। দ্রবময় পদার্থগুলি পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইলেই শান্তগুণবিশিষ্টা পৃথিবীকে বিকম্পিত করে, এবং পৃথিবীকে বিদারিত করিয়া মহাবেগে অগ্নিশিখা, ধূম, ভস্ম, কর্দ্দম দ্রবপ্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ উৎক্ষেপ করিতে থাকে, তদ্দ্বারা আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হয়, এবং নিকটস্থ প্রদেশগুলি একেবারে ভস্মাবশেষ হয়।

সেইরূপ শিবজীর মানসিক বৃত্তি সকল ভস্মরাশি হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হৃদয় পৃথিবীর ন্যায় অতি স্থির ভাবে ছিল, কখন কম্পিত বা বিলোড়িত হয় নাই। কিন্তু, অন্তঃকরণ ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি পদার্থের আকর, সে পদার্থগুলি কখন পরস্পর মিলিত বা দাহ্যগুণবিশিষ্ট হয় নাই। আজি প্রণয়িনী-সম্ভাষণে আত্মাকে কৃতার্থ করিবেন বলিয়া রশিনারার আহ্বানে মহা আহ্লাদিত হন, কিন্তু এই কথায় তাঁহার অন্তরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ সমুহের পরস্পর সংমিলন হইল, স্থির অন্তঃকরণকে উৎকম্পিত করিতে লাগিল; হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, মানসিক প্রবৃত্তি সকল ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

কি পরিতাপ! সহচর, অনুচর ও আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া সেনানী যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইবেন, শিবজী তাহা স্বপ্নেও বিবেচনা করেন নাই!

মহারাষ্ট্রপতির শরীরে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। শয়নাগারে প্রমোদ উদ্যানে, মন্ত্রভবনে, বিচারালয়ে, কারাগৃহে,—যে

দিকে চাহেন, সেই দিকেই দেখেন, পাপিষ্ঠ সেনানী রশিনারার মন ভুলাইতে যত্ন করিতেছে! অমনি যেন শত শত তীক্ষ্ণ ছুরিকা হৃদয়-মধ্যে বিদ্ধ হইতে লাগিল; বিষম যন্ত্রণার বেগ সম্বরণ জন্য রোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল রোদন করিয়া কিছু স্থির হইলেন। এবং পরে কি করিবেন বলিয়া কেবল চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি ঘটনাগুলি আবার মনে পড়িল; আর বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারিলেন না। আবার গম্ভীরভাব অবলম্বন করিলেন;—তখন তাঁহার ললাটদেশে শিরার উদ্ভব হইল, হুতাশন জ্বালাবৎ নয়নতারা ঝল্‌সিতে লাগিল, মন্দ মন্দ তরঙ্গান্দোলনবৎ নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইতে লাগিল, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র হইল, গম্ভীর-নির্ঘোষ-অশনি-প্রদীপ্ত মেঘবৎ শরীর প্রদীপ্ত হইল, অধর কম্পিত হইতে লাগিল, অঙ্গে স্বেদস্রোতঃ বহিতে লাগিল; উৎকট মানসিক যন্ত্রণার আতিশয্যে এক স্থানে বসিয়া থাকিতে আসন যেন অগ্নিবৎ বিবেচনা হইতে লাগিল; শিবজী তখন গাত্রোত্থান করিয়া পাদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

সুস্নিগ্ধ নৈশ বায়ু তাঁহার প্রতপ্ত হৃদয়ের তাপ হরণ করিতে লাগিল। কত ক্ষণ যে তিনি এই রূপ অবস্থায় পাদসঞ্চালন করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে তখন তিনি পরিমাণ-বোধ রহিত। যখন রজনী গম্ভীরা, তখন একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনে তথা হইতে বহিরুদ্যানে গমন করিলেন। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, শারদীয় পূর্ণশশধরের স্নিগ্ধময় রশ্মিজাল বিকীর্ণ হইয়া নীলাম্বরতল ধবলীকৃত হইয়াছে; অনিল-তাড়িত বারিদ-খণ্ডগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, কোথাও অম্বুদ-

বিনির্মুক্ত স্তিমিতালোকবিশিষ্ট নক্ষত্রাবলীর প্রকাশ মাত্র দেখা যাইতেছে; কখন বা শুক্ল মেঘ-খণ্ড দ্রুতগতিতে চন্দ্রমণ্ডল উত্তীর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন, শুভ্র-রজঃকান্তি সুধাকরও মেঘের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইতেছে; কখন বা চকোরগণ পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিতেছে; প্রভাকর-করসংসগ্ন দীপা-বলীর ন্যায় খদ্যোতিকাগণ ক্বচিৎ বিচরণ করিতেছে।

এক ভাবে বহুক্ষণ উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শিবজীর গ্রীবাদেশে বেদনা করিতে লাগিল; তখন মস্তকাবনত করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, উদ্যান মধ্যে নৈশ কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর শোভাপ্রদ হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদী-প্রতিঘাতে তরুলতা-গুলি যেন হাসিতেছে; ঈষদান্দোলিত তরুলতাদির শ্যামোজ্জ্বল পল্লবগুলি সুধাকর-কিরণে পিঙ্গলবর্ণে শোভিত হইতেছে।

শিবজী কৌমুদীময়ী যামিনীর চমৎকার শোভা সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না; মনে সুখ থাকিলেই সকল বস্তু সুন্দর দেখায়। শিবজীর হৃদয়াকাশ যেন ঘোরান্ধকার, নক্ষত্র-বিহীন, মসীময় ঘনঘটায় ভীষণতর ব্যাপ্ত হইয়াছিল,—ক্রমে প্রচণ্ড-রবে ঝটিকা বহিতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চকিতে আরম্ভ হইল, গম্ভীর-নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল, প্রচণ্ড শব্দে অশনিপাত হইতে লাগিল। প্রণয়ভাজনের অবমাননা দেখিলে বান্ধবের মন এরূপ না হইবে কেন?

অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার মন অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইল। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য পক্ষে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সেনা-নীকে রাজশক্তি দ্বারা দণ্ড দেওয়া যাইবে কি না?" অনেক ক্ষণ

পর্য্যন্ত মনে মনে এই প্রশ্ন করিলেন, অথচ তাহার প্রকৃত উত্তর পাইলেন না। ক্রোধাতিশয্য বশতঃ প্রথমে তিনি ইহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিলেন না। মন্ত্রণার অনুরোধে ক্রোধ সংযম করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমে ক্রোধ যত শিথিল হইতে লাগিল, ততই বুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। "সেনাপতির কি রাজনিয়মানুসারে দণ্ড করিব? না, না তাহা করিব না। রাজনিয়মানুসারে দণ্ড করিলে ভবিষ্যতে আমার অনিষ্ট হইবে; সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি অনুচরেরা আমাকে নৃশংস বিবেচনা করিবে। বিশেষ রশিনারা বিবেচনা করিবেন, প্রভুগণ অধীন লোকদিগের অপরাধ পাইলে যথানিয়মে তাহাদের দণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব ইহার দণ্ড করিতে আমার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল; কল্য যখন তাহার অপরাধের বিচার করিব, তখন তাহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ না করিয়া সুতীক্ষ্ণ নিস্ত্রিংশ মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক দুরাত্মাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিব; ইহাতে প্রাণ যায়, অন্তে স্বর্গ লাভ হইবে! আর যদি আমার হস্তে তাহার জীবন শেষ হয়, তবে দুরাচারের দণ্ড হইল,—অথচ রশিনারার জন্য যে আমি প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ নহি, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে অবশ্যই স্নেহ করিবেন; অনুচরেরাও আমাকে সমধিক ভক্তি করিবে।" যেমন ভূধর আরোহণ কালে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অভীষ্ট স্থানে গমন করা যায়, শিবজী সেইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেক চিন্তার পর মন্ত্রণার সিদ্ধান্ত করিলেন। মন্ত্রণা স্থির হইল বলিয়া

তাঁহার মুখ-মণ্ডল ঈষৎ বিকসিত হইল। যখন রজনী শেষ হইয়া আসিল, তখন তিনি শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশ্বাস-প্রাপণে।

এদিকে সেনানী রুশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিলেন। রুশিনারার অব্যর্থ কটাক্ষে শরীর জ্বলিতেছে,—রজনীর মধ্যে নিদ্রাদেবী তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শও করিতে পারিলেন না; সেনানী একবার গৃহে, আবার বাহিরে—রাত্রি আর প্রভাত হয় না, রাত্রি যেন বৎসরবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে যে কতরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যখন শিবজী উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া শয়ন-গৃহে গমন করেন, তখন সেনানী বিদেশ-গমনোপযোগী দ্রব্য সমভিব্যাহারে খড়কীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া রুশিনারার প্রতীক্ষায় রহিলেন। আর রুশিনারা! রুশিনারা যে কালভুজঙ্গীর ন্যায় তাঁহার মস্তকে দংশন করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই! মূর্খ! পুরুষ হইয়া রমণীর চাতুর্য্য বুঝিতে পার না? তোমায় ধিক্! না, না—গ্রন্থকার বিস্মৃত হইয়াছেন, দুরাত্মা মীনকেতনের অপ্রতিহত প্রভাব সহ্য করা যোগীর অসাধ্য,—তোমার কিছু অপরাধ নাই।

সেনাপতি প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও রশিনারার সাক্ষাৎ পাইলেন না। যখন চন্দ্রমা পাণ্ডুবর্ণে রঞ্জিত, উড়ুগণ হ্রস্বতেজাঃ, দ্বিজকুলের সুমধুর কূজন, পূর্ব্ব দিকে উষার জ্যোতিঃ, জগৎস্নিগ্ধকর সুমন্দ বায়ু-স্রোতঃ বহমান; তখন মাস্কাজী ভগ্নমনস্কাম হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আশা পরিত্যাগ করা সহজ কথা নহে, সেনানী এক পদ অগ্রসর হন, আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন। গৃহাভিমুখে আর পদ চলে না; গভীর নৈরাশ্যের সহিত স্ত্রীলোকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অতি ধীরে ধীরে চলিলেন।

রশিনারা সেনাপতির কথা এক কালে বিস্মৃত হইতেও পারেন নাই। শিবজীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলে পর, তিনি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তখন রশিনারা এক খানি পত্র লিখিয়া গোলাবীর নিকট রাখিয়াছিলেন। সেনানীর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎপরে অন্তঃপুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া গোলাবী বাহির হইল; কিন্তু সঙ্কেত স্থানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু অগ্রসর হইল, তখন দেখিতে পাইল, এক জন মনুষ্য অতি মৃদুমৃদু পদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। গোলাবী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া একটু বড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "সেনাপতি মহাশয়! গমনে ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন; নিবেদন আছে।" বামাস্বর শ্রবণ করিয়া সেনানী ফিরিয়া চাহিলেন, এবং স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গোলাবী নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি

বলিলেন, "তুমি যে একাকিনী, তোমাদের তিনি কোথায়? আমি তোমাদের জন্য খড়কীর দ্বারে প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়াছি, পরে কাহাকেও না দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছি।" গোলাবী কহিল, "তিনি আসিতে পারিলেন না, এই পত্র খানি দিয়াছেন। প্রণাম হই, এখানে বিলম্ব করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।" দাসী এই বলিয়া পত্র প্রদান করিল, এবং প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অতি দ্রুতগতিতে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

যত ক্ষণ দাসী দৃষ্টিপথে ছিল, তত ক্ষণ সেনাপতি এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোলাবী অদৃশ্য হইলে তিনি অতি বিমর্ষভাবে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ক্ষণ অভিভূতের ন্যায় থাকিয়া পরে রশিনারার পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি তোমাকে কি বলিয়া যে সম্বোধন করিব, তাহা ভাবিয়াই হতজ্ঞান হইয়াছি। আর সম্বোধনের কথাই বা কি আছে? গত কল্য আমাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়া গিয়াছে; অতএব তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। এক্ষণে প্রাণেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করাই কর্ত্তব্য।

প্রাণেশ্বর! কল্য প্রদোষ সময় কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই অবধি তোমার মনোমোহন রূপ ও বিমল গুণের কথা এক পলের জন্যও ভুলিতে পারি নাই। আমি এখানে যেরূপে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই; আমি কেমন করিয়া এ দুর্গপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব, এই চিন্তা করিয়া সমুদায়

রজনীর মধ্যে একবারও নয়ন মুদ্রিত করি নাই। ক্রমে যামিনীও শেষ হইয়া আসিল, আমারও প্রিয়-সঙ্গম-লালসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল; তখন সহচরীকে গমনোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বলিলাম, সেও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিল। আমরা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মহারাষ্ট্রপতি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সহিত কথোপকথনে সময়াতিবাহিত হইয়া গেল, সে সময় আমার মন যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতে দারুময়ী লেখনীও অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না।

যাহা হউক, বাহুল্যে আবশ্যক কি, আমার কথা কখনই লঙ্ঘন হইবার নহে; যখন শিবজী বিচারালয়ে দরবারে মনঃসংযোগ করিবেন, তখন আমি ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইব। আমাকে অবিশ্বাস করিও না, আমি যে কেমন লোক, তখন বুঝিতে পারিবে। সময় ব্যতিরেকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না; ব্যস্ত বিধায় কত স্থানে কত বর্ণাশুদ্ধি বা রচনাশুদ্ধি হইয়া থাকিবে, সে সমুদায় ক্ষমা করিবে। অলমতি বিস্তরেণ।

আমি তোমারই
রশিনারা।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া সেনানী কিছু আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন; মনে যে নৈরাশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা দূর হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়িনী সম্ভাষণে।

পাঠক! এক ভিক্ষা, বিরক্ত হইবেন না। আমি আপনার নিকট আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখি না, কেবল দুইটি বর্ণের,—ক্ষ-মা। যদি বসন-ভূষণে জড়িতা অপূর্ব্ব সুন্দরী রশিনারাকে গিরিদুর্গের মনোহর ভবনে দেখিতেন, তবে তাঁহার প্রণয়ের অনুরোধে চির-প্রচলিত জাতিগৌরব পরিত্যাগ করিতেন কি না, বলিতে পারি না। এই বিজাতীয় রাজকন্যার মানরক্ষার অনুরোধে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইতেন কি না, বলিতে পারি না। অতএব শিবজী হিন্দু হইয়াও এই যবনবালার রূপ দেখিয়া কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে যে প্রস্তুত হইবেন, এবং তাঁহার জন্য যে প্রাণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, তাহা বড় আশ্চর্য্য নহে।

যখন বালার্ককর-সংলগ্নে দুর্গপ্রাকার প্রদীপ্ত হইল, তখন শিবজী শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাবিধি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া রশিনারার মন্দিরে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, রশিনারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া পরমার্থ-চিন্তায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার সেই অকৃত্রিম ভক্তি, সম দম প্রীতি প্রসন্নতা এবং তৎকালোচিত মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া শিবজী অবাক্ হইয়া রহিলেন।

অনেক বিলম্বের পর, রশিনারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন, “পরম পিতঃ! দাসীকে ঘৃণা করিবেন

না ; আপনার যাহা ইচ্ছা, সেই আমার মঙ্গল ! আমি ইহ জন্মে আর কিছুরই অভিলাষিণী নহি ; ধন, মান, বিদ্যা বুদ্ধি—যাহাকে যাহাকে সুখের আকর বলিয়া মনুষ্যে প্রাণান্ত করে, আমি আপনার প্রসাদে সে সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করিতেছি ; কিন্তু, এক দিনের নিমিত্তেও সুখী হইতে পারি নাই। হে জগৎপিতঃ বিভো ! আমি যে তোমার কতরূপ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাহা তুমি সকলই জানিতেছ, কায়মনোবাক্যে অনুতাপিত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমায় সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত কর। হে অন্তর্যামিন্ ! আমার অন্তরে যাহা আছে, সে সকলই তুমি জানিতেছ,—আমি মনে মনে যাঁহার কুশল কামনা করি, যাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, যাঁহার বিষণ্ণ-বদন নিরীক্ষণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমকে সর্ব্বাংশে সুখী কর। আমার পিতার পাপমতি পরিষ্কার করিয়া দাও, তিনি যেন বিধর্ম্মী বলিয়া ইহাঁর হিংসা না করেন, আমার মনোমত কার্য্য করিতে যেন বিমুখ না হন। হে বিঘ্নহর ! শয়নে, শ্মশানে, সাগরে, প্রান্তরে, সংগ্রামে, সর্ব্বত্রে আমার প্রিয়ভাজনকে রক্ষা কর। হে অনাথবন্ধো ! আমি মনে মনে যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, যিনি আমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, এমন প্রাণেশ্বরের মূর্ত্তি যাবজ্জীবন যেন আমার চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে, কিছুতেই যেন সে মূর্ত্তি আমার মন হইতে বিচলিত না হয়। হে সর্ব্বমঙ্গলালয় ! আমার প্রাণাধিক শিবজীর অশিব নাশ কর। তোমার নিকট এই ভিক্ষা, যেন শিবজী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে আমার মন বিচলিত না হয়।"

শিবজীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। রশিনারা ঐকান্তিক মনে ঈশ্বর-চিন্তা করিতে-ছিলেন বলিয়া শিবজীর আগমন জানিতে পারেন নাই। শিবজী রশিনারার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া মহাহ্লাদিত হইলেন। তখন, তিনি পল্যঙ্ক হইতে উঠিয়া যথায় রশিনারা বসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়া স্বকরে সুন্দরীর করপল্লব গ্রহণ করিলেন। রশিনারা সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি-লেন, শিবজী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিতেছেন। ইহাতে সলজ্জ ভাবে ঈষৎ হাস্যসহকারে মুখাবনত করিলেন। রশিনারাকে লজ্জিতা দেখিয়া মহারাষ্ট্ররাজ কহিলেন,——

"প্রিয়ে! ইহাতে লজ্জা কি? প্রিয়তমের কুশল-কামনা কে না করিয়া থাকে?" রশিনারার বিকসিত মুখ আরও বিকসিত হইল। শিবজী দেখিলেন, হর্ষবিকসিত প্রফুল্ল বদন কিছু বিশুষ্ক; যেন প্রস্ফুটিত পঙ্কজের উপরে ঈষৎ শৈবাল চিহ্ন বিরাজিত রহিয়াছে। পরে উভয়ে পল্যঙ্কের উপরে উপবিষ্ট হইলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। পরে রশিনারা মুখে বস্ত্র দিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়তম! দৈবগতিকে মনের কথা শুনিলে; আর মনের কবাট বন্ধ করিয়াই বা ফল কি? আমি কোন বিশেষ বিঘ্ননিবন্ধন ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, একাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত প্রিয়সম্ভাষ করি নাই; অধিক কি? করিতাম কি না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু, তুমি আমার মনের সন্তোষ-সাধনের জন্য যেমন সর্ব্বদাই ব্যস্ত, বোধ হয়, (তুমি জান না) আমার মনও তোমাপেক্ষা অধিক ন্যূন না

হইবে। এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি স্মৃতিকে বিস্মরণ-হ্রদে বিসর্জ্জন কর, আমাকে স্মরণ করিয়া আর সন্তাপিত হইও না। প্রিয়তম! আমাকে ভালবাসিয়া কেন চিরসুখে জলাঞ্জলি প্রদান কর? বুদ্ধিমানেরা সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণান্তেও স্বদেশ-বাৎসল্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেন আর তুমি—" বলিতে বলিতে রশিনারার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; চক্ষে বস্ত্র দিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

পদ্ম শিশিরে নষ্ট হয়, অনলোত্তাপে ধাতু দ্রব হয়, একথা যথার্থ বটে; অতএব, যে চিত্ত সহজে বিচলিত হয় না, এমন পদার্থ যে ভাবি-বিরহাশঙ্কায় বিচলিত হইবে, তাহার বৈচিত্র কি?

কত শত সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই, প্রাণ-তুল্য স্বজন-বিয়োগও যে পাষাণহৃদয়কে শোকাগ্নিতে দ্রব করিতে অক্ষম হইয়াছে, রশিনারার কারুণ্যরসপূরিত বাক্যে আজি সেই পাষাণময় হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল!

রশিনারা যেরূপ ভাবে কথা কহিলেন, তাহাতে শিবজী আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; সমধিক কাতর হইয়া পড়িলেন। এবং মুগ্ধকারিণী রমণীর সকরুণ কোমল বাক্য শ্রবণ করিয়া, ও তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া, তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন না করিবেন কেন? প্রিয়ভাষিণী যুবতী গৃহিণীর রোদন দেখিলে পাঠক মহাশয়ের চক্ষে কি দরদরিত ধারা বিগলিত হয় না?

শিবজী অনেক ক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষের জল মুছিলেন। এক হস্ত রশি-নারার অংশে বিন্যাস পূর্ব্বক অপর হস্ত দ্বারা তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া সুমধুর-সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, "কাহাকে ভুলিতে পরামর্শ দিতেছ? যে মূর্ত্তি আমার হৃদয়-মধ্যে অহরহঃ বিরাজ করিতেছে, কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, কি জাগ্রতে যে মুখ তিলার্দ্ধ জন্য বিস্মৃত হইতে পারি না, যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিব,—প্রিয়তমে! যত দিন মেদমাংসবিশিষ্ট দেহ থাকিবে, তত দিন তোমাকে আমি ভুলিতে পারিব না! তোমার জন্য স্বদেশ কেন? আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তথাচ তুমি আমার হৃদয়-মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে, হৃদয়-মধ্যে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে!" ইহা কহিয়া শিবজী চক্ষের জল ফেলিতে লাগি-লেন; এবং বসনাগ্রভাগ দ্বারা রশিনারার নয়ন জল মুছা-ইতে লাগিলেন।

"একি, প্রাণাধিক! তুমি কাঁদিতেছ?" ইহা বলিয়া রশিনারা অজস্র চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন; ওড়নাগ্র-ভাগ দ্বারা শিবজীর চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে শিবজী কহিলেন, "কাঁদিব না? প্রিয়ে! আমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার মুখ মলিন দেখিলে, আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে যে আমি পৃথিবী শূন্য দেখি, ইহা কি তুমি জান না?"

রশিনারা আবার সেই রূপ ভাবে কহিলেন, "স্বামিন্!

ধৈর্য্য ধর; তুচ্ছ একটা রমণীর জন্য এত উতলা হও কেন? তুমি হিন্দু, আমি যবনী,—আমাকে পরিত্যাগ কর, কি জন্য চিরন্তন জাতিগৌরব পরিত্যাগ কর? অদৃষ্ট-চক্রের গতিকে আমি সন্তাপসাগরে ডুব দিয়াছি! তুমি কুশলে থাক, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন, এই ইচ্ছা, দ্বিতীয় আর ইচ্ছা নাই।"

শিবজী ক্ষণকাল নীরব! পরে কহিলেন, "রশিনারা, তুমি কি জান না, যে, তোমার তুল্য রমণীর সহবাসে বনবাসও স্বর্গভোগ! জাতিগৌরব লইয়া কি হইবে? আমি তোমার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, করিব; তথাচ তোমাকে ভুলিব না। "

র। "আমি কি তোমার সহবাস-জনিত সুখভোগের ইচ্ছা করি না? কিন্তু, আমার জন্যই যে তুমি আমার পিতার বিরাগভাজন হইয়াছ, সে কথা আমি কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব?"

শি। "তোমার পিতার বিরাগে আমার কি?"

র। "তুমি ভয় না কর, কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা।"

শি। "রশিনারা, তুমি আর কোন অনিষ্টাশঙ্কা করিও না। পরিণামে আমরা সুখী হইব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রশিনারা মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে অতি বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, "আজি হঠাৎ মনের দ্বার খুলিল, নচেৎ এ পোড়া হৃদয়ের তাপ কখনও তুমি জানিতে পারিতে না। আমি সংসারে মনস্তাপ পাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম,———" আর বলিলেন না। চক্ষে বস্ত্র দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শিবজী অতি ত্রস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং অতি নৈরাশ্যের সহিত কহিলেন, “ বিধাতার যদি এইরূপ অভিপ্রায়ই হইয়া থাকে, তবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব। তুমিই যদি আমার না হইলে, তবে শত্রুর অসিই সমধিক সুখকর। প্রিয়ে! প্রসন্ন হইয়া বিদায় দাও, দুরাত্মা সেনানীর সহিত যুদ্ধে গমন করি, হয়ত আমি তাহাকে সংহার করিব, নয় তাহারই সুতীক্ষ্ণ খড়্গে সকল আশা-ভরসা পূর্ণ করিব!”

রশিনারা তাঁহার চক্ষে চক্ষুঃ স্থাপন করিয়া কহিলেন, “ রণে অগ্রসর হও। সংগ্রামে বাধা দেওয়া বীরাঙ্গনার কর্ত্তব্য নহে। তুমি যুদ্ধে জয়ী হও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।” এই বলিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শিবজীও সজলনয়নে রশিনারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রঙ্গভূমে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বৈরথ যুদ্ধে।

রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিবজী যখন রঙ্গভূমে গমন করেন, তখন বেলা চারি ছয় দণ্ড হইয়াছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মাঙ্কাজীকে আহ্বান জন্য সন্নিহিত জনৈক সৈনিককে পাঠাইলেন। মাঙ্কাজী রশিনারার পত্রার্থ অবগত হইয়া, যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শিপা

হীর মুখে প্রভুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া মহাবিমর্ষ হইলেন। কি করেন, প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া পদোচিত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলেন; যাত্রার সময়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, পশ্চাৎ বাধা পড়িতে লাগিল, সম্মুখে বিবিধ অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন। সেনানী শঙ্কিত হইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

মাঙ্কজী প্রথমে যথাবিধি অনুসারে অভিবাদন করিয়া নতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! আজ্ঞাকারী দাস উপস্থিত; যবনদিগকে কি আক্রমণ করিতে হইবে? অনুমতি করুন, দাস গমনে প্রস্তুত।"

শিবজী মস্তকোন্নত করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "রণেরই প্রয়োজন বটে, কিন্তু যবনেরা আজি কালি শত্রুতা করিতেছে না, এক্ষণে দেখিতেছি, তুমিই আমার শত্রু হইয়াছ;—সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

শিবজীর লোহিত মুর্ত্তি দেখিয়া সেনানী ভীত হইলেন। আকাশ পাতাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়াও কোন অপরাধ করিয়াছেন কি না, স্মরণ হইল না। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া কহিলেন,———

"মহারাজ! দাস কি অপরাধ করিল? অপরাধ করিয়া থাকে, যথানিয়মে দণ্ডাজ্ঞা হউক।" চতুরা রশিনারার প্রতি সেনাপতির দৃঢ় বিশ্বাস, তজ্জন্য সে কথা তিনি ভ্রমেও মনে করিলেন না।

শিবজী ক্রোধভীষণ স্বরে কহিলেন, "অরে নরাধম!

কন্য অপরাহ্নে তুই কি তোর পদোচিত কার্য্য করিয়াছিস? সেই স্ত্রীলোকটি যে আমার আশ্রিতা, তুই তাহা জানিয়াও তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিস,—রে বিশ্বাস ঘাতক! তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। ” শিবজী ইহা বলিয়া সেনানীর প্রত্যুত্তরের অবকাশ দিলেন না। কটিবন্ধ হইতে সুশাণিত অসি কোষশূন্য করিয়া ভীমচীৎকার পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

রণোন্মত্ত শিবজীকে দেখিয়া সেনানী কিছু মাত্র শঙ্কিত হইলেন না। বরং অতি শীঘ্র কৃপাণের কোষ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইলেন।

দর্শকবর্গ উভয়কে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

প্রথমে শিবজী শন্ শন্ শব্দে অসি সঞ্চালন করিতে করিতে হুহুঙ্কার রবে সেনানীর বধোদ্দেশে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গ প্রহার করিলেন। মাস্কাজীও শীঘ্র হস্তে খড়্গ চালনা করিয়া তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিলেন। পরে যুগলকরে বজ্রমুষ্টিতে অসিধারণ করিয়া লম্ফত্যাগে শিবজীর হস্তে আঘাত করিলেন। তখন যদি মহারাষ্ট্রপতি বিশেষ সাবধান না হইতেন, তবে সেই আঘাতেই তাঁহাকে ছিন্নপ্রকোষ্ঠ হইতে হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধবিশারদ শিবজী সেনানীর অসি তাঁহার অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই উল্লম্ফন পরিত্যাগ করিয়া কিছু অন্তরে পড়িয়াছিলেন, বলিয়া রক্ষা পাইলেন। উভয়ে উভয়ের নাশেচ্ছায় পুনঃপুনঃ মহা চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু উভয়েই মহা-

বীর, রণবিদ্যা-বিশারদ; অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলেন না।

অনন্তর উভয়ে জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। শিবজী চীৎকার করিয়া কহিলেন, " দুরাত্মন্! আত্মরক্ষা কর্। " এই বলিয়া মহাবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূমিতে পড়িলেন; সেই সঙ্গে স্বীয় অসি সেনানীর স্কন্ধদেশে আমূল প্রয়োগ করিলেন। মাস্কাজী যদিও তাঁহার আঘাতের প্রতিঘাত করিলেন, কিন্তু, শিবজীর অসির অগ্রভাগ তাঁহার স্কন্ধদেশের কবজ বিদীর্ণ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। দারুণ প্রহারে শরবিদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় সেনানী প্রচণ্ড হইয়া উঠিলেন। মহাক্রোধে ভীষণ রবে গর্জ্জন করিয়া শিবজীর প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। শিবজীও সুকৌশলে পুনরাঘাত দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিলেন।

এই রূপে প্রহরার্দ্ধ কাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। শারদীয় প্রচণ্ড রবিকিরণে,—বিশেষ রণপরিশ্রমে উভয়েই ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলেন। তাঁহাদিগের দ্রুত সঞ্চালিত অসিদ্বয়ের উপরি সূর্য্যকর প্রপতিত হওয়াতে বিদ্যুৎচকিতবৎ বোধ হইতে লাগিল। রণে মত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কোন কষ্টই তাঁহাদের অনুভূত হইল না।

উভয়ে অসি ধারণ করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ঘূরিতে লাগিলেন; এমন সময়ে শিবজী সিংহনাদ পূর্ব্বক সেনানীর খড়্গে স্বীয় খড়্গ প্রহার করিলেন; বিষম আঘাতে তাঁহার অসি হস্ত-

চ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত এবং ভগ্ন হইয়া গেল। শিবজী এই অবকাশে যেমন পুনরাঘাত করিতে অসি উঠাইলেন, অমনি মাঙ্কাজী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ, রণে ক্ষমা দিন, ক্ষমা দিন!"

শিবজী দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। এবং অসি সংযম করিয়া কহিলেন,——

"তোমাকে ক্ষমা করিব না, যুদ্ধ কর।"

তখন সেনানী অতি দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ দণ্ড হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষান্ত হউন।"

শিবজী কিছু উগ্রভাবে কহিলেন, "সম্পূর্ণ দণ্ড কই হইয়াছে! তোমার শিরশ্ছেদ করিব।"

সেনানীও তেজীয়ান্ পুরুষ; অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি এক্ষণে নিরস্ত্র! অস্ত্রবিহীনের অঙ্গে আঘাত করা কাপুরুষের কর্ম্ম।"

শিবজী জনৈক সৈনিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বীয় অসি সেনানীর করে অর্পণ করিল। সেনানী খড়্গ পাইবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন,——

"মহারাজ! এত ক্ষণ আমি সঙ্কুচিত চিত্তে যুদ্ধ করিতেছিলাম; আপনি কিছুতেই উপরোধ মানিলেন না, এক্ষণে আমার হস্তের বেগ সংবরণ করুন।"

মাঙ্কাজী এই বলিয়া ভীম চীৎকার পূর্ব্বক স্যেনবৎ বেগে শিবজীর সম্মুখ হইতে দূরে গেলেন এবং তথায় তিলার্দ্ধ কাল

মাত্র বিলম্ব করিয়া লম্ফ প্রদান করত শিবজীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। অসি মস্তকে লাগিল না, কিন্তু তাঁহার গ্রীবাদেশে এরূপ আঘাত লাগিল যে, অন্য আর কেহ হইলে সেই সময়েই ভূতলশায়ী হইতেন; কিন্তু শিবজী মহা-বীর্য্যশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দৃঢ়কায়; সে আঘাত তখন তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তাঁহার গ্রীবা হইতে সেনানীর অসি উঠাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সব্য হস্তে এরূপ আঘাত করিলেন, যে, সেই আঘাতেই মাঙ্কাজী চীৎকার পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইলেন। শিবজীর অসিপ্রয়োগ কিছু বক্রভাবে হইয়াছিল বলিয়া সেনা-পতির বামেতর হস্ত দ্বিধা হইল না, কিন্তু ক্ষত স্থান হইতে শরীরস্থ সমুদায় শোণিত স্রোতঃ-বেগে বহির্গত হওয়াতে তাঁহার দেহ ক্রমে অবশ—পরে মুমূর্ষু হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহি-লেন।

শিবজী অনুচরগণ সহিত বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যে, সেনানীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তখন তিনি তাঁহার মৃতদেহ দুর্গনিম্নে যে স্থানে হত ব্যক্তিগণের গলিত শব থাকিত, তথায় অবতারিত করিতে ভৃত্যবর্গকে অনুমতি করিয়া, অতি বিষণ্ণবদনে শয়নাগারে প্রস্থান করিলেন। পরিচারকগণও আজ্ঞামাত্র মুমূর্ষুর পদযুগলে রজ্জু বন্ধন করিয়া, দুর্গনিম্নে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রুগ্ন-শয়নে।

শয়নকক্ষ্যায় গমন করিয়া শিবজী কবজাদি পরিত্যাগ করিলেন। মাস্কাজীর আঘাতে তাঁহার গ্রীবাদেশের শিরা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইতেছে! অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; যতই পরিশ্রমজনিত ক্লেশ দূর হইতে লাগিল, ততই ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন;—তখন তিনি অতি কষ্টে আসন হইতে শয্যায় গমন করিয়া অসফুট স্বরে কহিলেন,—

"প্রিয়ে, রশিনারা! মৃত্যু, মৃত্যু—দেখা দাও!" তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না; পল্যঙ্কের উপরে হতচেতনে শয়ান রহিলেন।

গোলাবী কক্ষ্যান্তর হইতে এই কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া শিবজীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং দেখিল, শিবজী শোণিতার্দ্র-বসনে হতচেতনে পড়িয়া রহিয়াছেন; গভীর ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া শয্যাতল প্লাবিত হইতেছে। পরিচারিকা রোদন করিতে করিতে কহিল, "মহারাজ! মহারাজ! একি! অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!" অনেক যত্নেও তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিতে পারিল না।

গোলাবী তখন হতাশ হইয়া তথা হইতে গমন করিয়া দুর্গ-বাসিগণকে সংবাদ দিল। রাজার অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে যেখানে যে ভাবে ছিল, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষ্যাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

অনন্তর পরিচারিকা রশিনারার নিকটে উপস্থিত হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সমুদায় বিষয় নিবেদন করিল। বাদশাহনন্দিনী দাসীর মুখে শিবজীর বিপদ শুনিয়া নিস্পন্দের ন্যায় হইলেন। মুখের ভাব বিকৃত হইল, চক্ষুঃ বারিভরাক্রান্ত হইল, মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, হৃদয়ের প্রজ্বলিত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। তখন তিনি রোদন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে আত্মকর্ম্ম সকল আন্দোলন করিতে লাগিলেন; ভূতপুর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে অনুতাপজনিত কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন।

রশিনারা, তুমি বুদ্ধিমতী, পরিণামদর্শিনী। এ কথা আমি কেন? বোধ হয়, পাঠক মহোদয়গণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তুমি সকল বিষয়ই বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলে; কিন্তু একটি কর্ম্মে তোমার বিবেচনার ত্রুটি আছে। সে কি কর্ম্ম? শিবজীর সহিত প্রিয়সম্ভাষণ। এ কথায় তোমার যদিও আপত্তি থাকুক, কিন্তু তাহা আমাদের চিত্তগ্রাহ্য নহে। কেননা, বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আজি শিবজীর প্রাণবিয়োগ হয়, বা কালে তুমি তাঁহার চক্ষুরন্তরে অবস্থিতি কর, তখন তোমার মন ইহা বলিয়া অবশ্যই রোদন করিবে,—অনুতাপে জ্বলিবে, যে, "কেন আমি মনে মনে অনুরাগিণী

হইয়াও প্রিয়বরের সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ না করিয়াছিলাম ?” এক্ষণে তুমি যে আশঙ্কা মনে করিয়া দাম্পত্য-সুখ হইতে আপনাকে অন্তরে রাখিয়াছ, পরে আবার সেই আশঙ্কাকেই তিরস্কার করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে যত্ন করিবে। এ বিষম যন্ত্রণা হইতে গ্রন্থকার তোমাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না ; গ্রন্থকারও দোষী নহেন, কেননা, অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কাহারও খণ্ডাইবার সাধ্য নাই। তোমার অদৃষ্টচক্রের যেরূপ বিষম গতি, তাহাতে তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে যেরূপ বীজ পতিত হইয়াছে, সেখানে সেই রূপ বৃক্ষই হইবে, কালে সেই রূপ ফলই ফলিবে।

আর ভাবিলে কি হইবে ? বৃথা চক্ষের জল ফেলিলে কি হইবে ? যাও, যেখানে তোমার প্রাণাধিক অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন, তথায় গমন কর ; পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল-কামনা কর, কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যথাবিধি পীড়িতের শুশ্রূষা কর, আত্মকর্ম্ম সাধনের জন্য যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, কর ; পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই পাইবে !

রশিনারা চঞ্চল-চিত্তে তথা হইতে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শয্যাশায়ী মহারাষ্ট্রপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন ; চক্ষুঃ হইতে দরদরিত অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল ; নির্ব্বাত নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় অতি স্থির হইয়া রহিলেন। গাত্রের বসন পর্য্যন্ত নড়িতেছে না।

হতচৈতন্য শিবজীর মুখে রক্তের চিহ্ন মাত্র নাই ; মুখে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ প্রকটিত হইয়াছে ; রুধির-প্লাবিত শয্যায়

লম্বমান হইয়া শয়িত রহিয়াছেন। কেবল যন্ত্রণার বেগ সম্বরণ জন্য মধ্যে মধ্যে "মাতঃ! পিতঃ!" কখন বা অতি মৃদু, অতি অস্ফুট স্বরে রশিনারার নাম উচ্চারণ করিতেছেন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

রশিনারা দেখিলেন, কক্ষ্যাটি লোকে পরিপূর্ণ, জনতায় পরিপূর্ণ। পীড়িতের আরোগ্যের জন্য সকলেই ব্যস্ত; ভিষক্ পরম যত্নে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন; পরিচারিকা-গণ শিবজীর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেছে, কিছুতেই রক্ত-স্রাব নিবারিত হইতেছে না। রশিনারা তখন একেবারে রোগীর শিওরে গিয়া বসিলেন; স্বহস্তে পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

পরের হিতসাধনের জন্যই বোধ হয়, ভূতলে রমণীকুলের সৃষ্টি হইয়াছে! পাঠক মহাশয়ের এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে, যে, কামিনীগণ অতি হিংসাপরতন্ত্রা, কলহপ্রিয়া, এবং আত্মাভিমানিনী। কিন্তু যদি এই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী পরহিতৈষিতা রূপ রমণীর প্রণয়মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে কখনই রমণীদিগের প্রতি আপনি অবজ্ঞা করিতেন না। বিশেষতঃ কে না পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন? আত্ম বা প্রতিবেশীর রমণী কর্ত্তৃক বোধ হয় অবশ্যই শুশ্রূষান্বিত হইয়া থাকিবেন; একবার সেই যন্ত্রণাদায়ক রুগ্নশয্যা স্মরণ করুন। স্ত্রীলোক অবোধই হউক, আর হিংসাপরাই হউক, পাঠক মহাশয় একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে, পরদুঃখে রমণী যেমন গলিয়া যায়, পুরুষ তেমন নয়।

রশিনারা ভিষক্-দত্ত ঔষধ লইয়া বারম্বার রোগীকে পান

করাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক নিকটে বসিয়া ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন; অনেক রূপে ভেষজ প্রয়োগ করিয়া শিবজীর রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন। তখন ভিষক্ প্রফুল্ল-মুখে কহিলেন, "আর কোন চিন্তা নাই, এত শীঘ্র যখন রক্তস্রাব নিবারিত হইয়াছে, তখন আর মহারাজকে সুস্থ করিতে আমার কষ্ট হইবে না।"

ইহা শুনিয়া রশিনারার বিশুষ্ক মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "কত ক্ষণে ইহাঁর চৈতন্য হইবে?"

ভি। "যত ক্ষণ জ্বরত্যাগ না হয়, তত ক্ষণ জ্ঞান হইবে না।"

র। "জ্বরত্যাগের বিলম্ব কি?"

ভি। "রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত।"

র। "বাহ্যে যেরূপ দেখা যাইতেছে, অন্তরেত সেরূপ নয়?"

ভি। "না। ধাতুর দিব্য শমতা!"

র। "শুনিয়া সুখী হইলাম! আপনি যে কথা আমাকে শুনাইলেন, যদিও এই সামান্য বস্তু তাহার প্রকৃত পুরস্কার নহে, কিন্তু গ্রহণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব। আর ইনি আরোগ্য লাভ করিলে আপনি যাহাতে তুষ্ট হন, তাহাই পুরস্কার দিব।" ইহা বলিয়া বহুমূল্য পান্নার কণ্ঠী কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া ভিষকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ভি। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) "মা! এক্ষণে আমি ইহা লইব না; মহারাজ ব্যাধিমুক্ত হইলে লইব।" এই বলিয়া পান্নার কণ্ঠী প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন।

র। "মহাশয়! আমি যদি আপনাকে ইহা দিয়া সুখী হই, তবে আপনি কেন গ্রহণ করিবেন না?"

ভি। "মা! তুমি অক্ষয় সুখ ভোগ কর। আমি গ্রহণ করিলাম।"

র। "আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।"

অনন্তর চিকিৎসক হস্ত ধরিয়া দেখিলেন; এবং কহিলেন, "আপনারা কোন রূপ চিন্তা করিবেন না; ঔষধ-সেবনের যেরূপ নিয়ম বলিয়া দিয়াছি, তাহার যেন কোন প্রকার ত্রুটি হয় না। এক্ষণে আমি চলিলাম, আর কোন রূপ উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা নাই।" ভিষক ইহা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রশিনারা তখন মৃদুস্বরে কহিলেন,——

"আপনি আবার কখন অসিবেন?"

ভিষক্ কহিলেন, "এক প্রহর রাত্রির পর।"

রজনী সার্দ্ধপ্রহর অতীত হইল। কক্ষ্যাটি বহুবিধ প্রদীপ দ্বারা উজ্জ্বলিত হইতেছে, সুগন্ধ বস্তুর সুগন্ধে গৃহটি আমোদিত করিতেছে। তখন, তথায় লোকের জনতা মাত্র ছিল না, কেবল রশিনারা প্রভৃতি রমণীগণ রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন, আর কয়েক জন পরিচারক চিকিৎসকের প্রার্থনীয় বস্তু সংগ্রহ জন্য তথায় উপস্থিত রহিয়াছে।

শিবজীর জ্বর পরিত্যাগ হইতেছে না, দেখিয়া চিকিৎসক মহাচিন্তিত হইলেন। গজদন্ত-নির্ম্মিত একখানি চৌপাঈর উপরি স্বর্ণপাত্রে কি একটি ঔষধ ছিল, ভিষক্ তাহা হস্তে করিয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বর-নাম স্মরণ পূর্ব্বক শিবজীর মুখে ঢালিয়া দিলেন। ঔষধ তাঁহার উদরস্থ হইল। ক্ষণকাল পরে

রশিনারা রোগীর শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, “গা যেন ঘামিতেছে।”

চিকিৎসক শুনিয়া মুখোত্তোলন করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, “গা ঘামিতেছে? তবে জ্বরত্যাগের আর বিলম্ব নাই।”

রশিনারা একখানি রুমাল লইয়া অতি সাবধান-হস্তে মহারাষ্ট্রপতির শরীরের স্বেদ মুছাইতে লাগিলেন। ভিষকও মুহুর্মুহুঃ মহৌষধ সকল বিধিমত প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্বরের প্রাবল্য ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল, তৎসঙ্গে তাঁহার অল্প অল্প চৈতন্যের উদয় হইতে লাগিল দেখিয়া ভিষক্ কহিলেন, “ এক্ষণে আর বসিয়া থাকার আবশ্যক নাই; ঔষধও যৎপরোনাস্তি খাওয়ান হইয়াছে, আজি আর ঔষধ-সেবনের প্রয়োজন নাই। রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল, ক্ষণকাল পরেই সম্পূর্ণ চৈতন্য হইবে।” এই বলিয়া চিকিৎসক চলিয়া গেলেন।

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। এবং দেখিলেন, তাঁহার শিওরে বসিয়া রশিনারা স্বহস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন; গোলাবী নিঃশব্দে পদসেবা করিতেছে; অপর কিঙ্করীগণ গাত্রে হস্ত-মার্জ্জন, আহত-স্থানে ঔষধ-লেপন ইত্যাদি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। পাশ-ফেরার ক্ষমতা নাই, সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা। রশিনারা দেখিলেন, শিবজী যেন মনে মনে কি কথা কহিতেছেন। তন্মধ্যে কেবল একটি কথা বুঝিতে পারিলেন,——

“রশিনারা।”

রশিনারা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, “ তুমি কথা কহিতে

কষ্ট পাইতেছ ; এক্ষণে তাহার চেষ্টা করিও না। আরোগ্য লাভ করিলে সকল কথা শুনিব। ”

শিবজী আবার চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া নীরব হইলেন। রশিনারা ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সুবাসিত সুস্নিগ্ধ বারি অল্প অল্প করিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতের পর শিবজী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রশিনারার মুখের প্রতি চাহিলেন ; এবং তাঁহার বিমল মুখ-কান্তি মলিন এবং জলভরাক্রান্ত নয়নদ্বয় দেখিয়া, যন্ত্রণা-ক্লেশ-নিপীড়িত মুখে একটু হাসিলেন।

হাসিলেন কেন ?

পাঠক মহাশয়কে আর একটি কথা বলিতে চাহি। পীড়িতাবস্থায় রমণী-পরিবেষ্টিত হইয়া কখন না কখন শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবেন। সেই সময়ে হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রণয়িনীর অপ্রফুল্লানন নিরীক্ষণে অমনি তটস্থ হইয়া তাঁহার সন্তুষ্টি-সাধনে কি যত্ন করেন নাই ? যদি এরূপ করিবার পক্ষে আপনি যত্ন না করিয়া থাকেন, তবে মুক্ত-কণ্ঠে বলিব, আপনি প্রেমিক নহেন। কিন্তু প্রণয়শীল ব্যক্তির প্রাণান্ত হইলেও গৃহিণীর বিমর্ষ মুখ দেখিতে পারেন না ; স্বয়ং সহস্র যন্ত্রণাই অনুভব করুন না কেন, সে সময় প্রাণ-তুল্য প্রিয়ার মলিন মুখ দেখিলে আপনার কায়িক যন্ত্রণা গোপন করিয়া প্রিয়ার বিশুষ্কমুখ প্রফুল্ল করিতে যত্ন করেন ; গৃহিণীর মলিন মুখ যেন তাহার যন্ত্রণার একটি প্রধান উপসর্গ হয়।

শিবজীও সেই জন্য হাসিলেন। রশিনারার মলিন মুখ প্রফুল্ল করিবার জন্য যত দূর সাধ্য যত্ন করিলেন। যত্ন বিফল হইল না। তিনি অতি কষ্টে ঈষৎ হাস্য সহকারে মৃদু স্বরে কহিলেন,——

"রশিনারা, আমার শরীরে আর কোন যন্ত্রণা নাই; তুমি দুঃখিত হইও না।"

রশিনারা শুনিয়া ঈষদ্বিকসিত মুখে কহিলেন, "তাইত।"

রশিনারাকে হাস্যমুখী দেখিয়া শিবজী সেই মৃত্যু-শয্যাকে কুসুম-শয্যার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

রশিনারা আবার কহিলেন, "আমার জন্যই তুমি এত যন্ত্রণা পাইলে।"

শিবজীও মৃদু স্বরে কহিলেন, "তোমার জন্য প্রাণ দিতেও কষ্ট বোধ করি না।"

র। "তা যথার্থ। কিন্তু আমি যে,——"

রশিনারা আর কহিলেন না। শিবজীও তৎপ্রতি মনোযোগ করিলেন না; কহিলেন, "প্রিয়ে! অস্ত্রব্যবসায়ী বীরগণ এরূপ কত শত আঘাত সহ্য করিয়া থাকেন, আমি এ আঘাত পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করি, এবং শুভসূচক বলিয়া স্বীকার করি।"

রশিনারা শুনিয়া হাসিলেন। তাহা দেখিবামাত্র শিবজী আপনাকে বিগতক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে রশিনারা সহাস্য-মুখে কহিলেন, "এরূপ অকুশল কামনাত কেহই করে না। যন্ত্রণা পাইতে কে ইচ্ছা করে?"

শি "রোগে যার সুখ হয়, সেই ইচ্ছা করে।"

র। (আশ্চর্য্য জ্ঞানে) "রোগে সুখ, সে কি?"

শি। "রোগে সুখ নাই? আমিত দেখিতেছি মহাসুখ! প্রিয়ে! কাহার অদৃষ্টে আছে যে, পীড়িতাবস্থায় আমার ন্যায় সুখভোগ করিবে? অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতুক চিকিৎসা ব্যতি-রেকে কত লোক অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে; কেহ বা শুশ্রূষা বিরহে এক বিন্দু বারির জন্য লালায়িত হইতেছে। এইরূপ কত কত হতভাগ্যদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি স্বয়ং পরমা সুন্দরী রমণী, বিশেষ আমার জীবন-বৃক্ষের একমাত্র ফল। তুমি অনবরত আমার নিকট থাকিয়া ব্যজন করিতেছ, আর আর সুন্দরী কিঙ্করী ললনা-গণ আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। অতএব, তুমিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখ না, এরূপ পীড়ায় সুখ না দুঃখ? আমি সেই রোগের সুখ উপভোগ করিতেছি বলিয়া, হতভাগাগণ যে শয্যাকে কণ্টকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে, আমার নিকট সেই শয্যা দুগ্ধফেণোপম জ্ঞান হইতেছে! যে পীড়ার জন্য অভাগারা স্ব স্ব অদৃষ্টকে নিন্দা করে, আমি সেই সুখময় ব্যাধিজনিত সুখের প্রত্যাশায় অনুক্ষণ প্রার্থনা করি।

ইহা শুনিয়া রমণীগণ হাসিতে লাগিল।

শিবজী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। আর সেনানী! দুর্গন্ধময় গলিত শবের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া রহিয়াছেন! চলুন পাঠক, এই বার তাঁহার নিকট গমন করি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

রশিনারা।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্থির-সঙ্কল্পে।

অনুচরেরা মুমুর্ষু সেনানীকে যে স্থানে রাখিয়াছিল, সেই নরক তুল্য স্থানে বাস কেন? তিলার্দ্ধ জন্য অবস্থান করাও মনুষ্যের সাধ্য নহে। সেনানী অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন বলিয়া সেই শশ্মান ভূমিতে তিষ্ঠিতে পারিয়াছিলেন।

পূতিগন্ধবিশিষ্ট শব-নিকর-মধ্যে অচৈতন্যাবস্থায় মাঙ্কাজী কয়েক দিন পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হতভাগার আত্মীয় পরিবার তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কত কষ্টই না পাইতেছেন! দুর্গবাসিগণ, কেহ বা তাঁহার বিরহে রোদন, কেহ বা তাঁহার গুণের প্রশংসা, কেহ বা "পাপী কামুক,—রাজা তাহাকে বধ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন।" ইত্যাদি কত রূপ কথা উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিতেছে।

সেই নির্জ্জন অপ্রফুল্লকর স্থানে যে তথায় পর্য্যন্তও তিনি

জীবিতাবস্থায় আছেন, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি বিস্ময়াম্বিত হইলেন; তখন পর্য্যন্তও যে তাঁহাকে শ্বাপদে গ্রাস করে নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যুদ্ধের চারি পাঁচ দিন পরে হিমবর্ষী পর্ব্বততলে দৈবানুকুল্যে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। উঠিবার শক্তি নাই, শিবজীর বিষম অসি-প্রহারে তাঁহার স্কন্ধ এবং হস্তের অস্থি চ্ছেদিত হইয়া গিয়াছিল; শরীরের শোণিত অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়াতে এবং কয়েক দিবস অনশন জন্য একেবারে বলহীন হইয়াছিলেন। একে ক্ষতস্থানে বিষম বেদনা, তাহাতে জঠরানল প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে; বিশেষ, গলিত শবের দুর্গন্ধে তথায় তিনি মুহূর্ত্ত কালের জন্যেও থাকিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে সব্য হস্তে মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া অতি মৃদুভাবে গমন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটা নির্ঝর বহমান্ ছিল, সহজ লোকে তথায় অতি শীঘ্রই গমন করিতে পারিত, কিন্তু, সেই নির্ঝর স্থানে গমন করিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিল। তাঁহার নিকটে মনুষ্য-ভক্ষণোপযোগী পক্ক ফলভারাক্রান্ত কয়েকটি বৃক্ষ ছিল,—সে স্থানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে কষ্ট হইবে না বলিয়া, সেনানী তথায় আপন বাসস্থান স্থির করিলেন। অনন্তর নির্ঝরের বিমল জল পান করিয়া কিছু সুস্থ হইলেন; অঙ্গের ক্ষতস্থান উত্তম রূপে ধৌত করিয়া মক্ষিকাদির দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তাহা আবৃত করিলেন। নিবিড় বনাচ্ছন্ন পর্ব্বত-তলে একাকী বাস করা সহজ কথা নহে। সেনানী "কখন্ ফল ভূপতিত হইবে, কখন্ তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি করিবেন।" এই রূপ চিন্তা করিয়া কোন মতে দিনাতিবাহিত

করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বলের রক্ষাকর্ত্তা জগদীশ্বর! এমন মৃত্যুগ্রাস হইতে যে তিনি রক্ষা পাইবেন, ইহা বিস্ময়াবহ নহে।

এক পক্ষ পর্য্যন্ত সেই মনুষ্যসমাগমবিহীন দুর্গম স্থান-মধ্যে বাস করিয়া সেনানী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, শরীরের গ্লানি কিছু দূর হইল। প্রথমে যতই আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, ততই চিন্তা ভীষণ রূপে তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, প্রতিহিংসা-বহ্নি ক্রমে ভীষণ রূপে প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হইল।

সেনানী তৃণশয্যায় বৃক্ষমূল উপাধানে শয়ান ছিলেন, চিন্তার অপ্রতিহত বেগ-প্রভাবে একেবারে উঠিয়া বসিলেন। এ অবস্থায় কোথায় যাইবেন, কি উপায়ে স্বকার্য্য সাধন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াও তাহার স্থিরতা করিতে পারিলেন না। আপনার দুর্দ্দশার প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে কি ছিলাম, আর এক্ষণেই বা কি হইয়াছি! হাঁ আমি বিলক্ষণই বুঝিয়াছি, যে, অদৃষ্ট কাহারও দাস নহে; বিধাতার নিয়োগ-ক্রমে জীব আপনাপন কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করে। এক পক্ষ পূর্ব্বে যখন আমি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তখন আমার অনুমতি ক্রমে সকল কর্ম্মই সুসমাহিত হইত; কত শত দীনদরিদ্র আমার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিত; পীড়িতের আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া কত লোকের ধন্যবাদার্হ না হইয়াছি? এক্ষণে সেই আমি, পশুকুল-প্রপূরিত নিবিড় বনবেষ্টিত পর্ব্বততলে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছি;—হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে!"

অনন্তর কিছু গাম্ভীর্য্যভাবে থাকিয়া পরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “আমি যে পাপাত্মার নিষ্ঠুরতায় এরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহার আর মুখাবলোকন করিব না, গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, যত দিনেই হউক, তাহার শিরশ্ছেদন না করিয়া আর উষ্ণীষ ধারণ করিব না। আর, অবিশ্বাসিনী পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক! তোমাদের রূপ, যৌবন, সরলতা ও ক্রূর দন্তের সুমধুর হাস্য দেখিয়া আর কখনই ভুলিব না; তোমরা যে ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া, চক্ষুঃ দুইটি ঈষৎ বিকুঞ্চিত করিয়া, আশু সুখাকর, পরিণাম ভয়ঙ্কর মধুর কপট বাক্যে আমাকে উন্মত্ত করিবে, সে আশা পরিত্যাগ কর! ইতিপূর্ব্বে তোমাদের বিকসিত পঙ্কজানন বিনির্গত সুমধুর বাক্যে এবং মরালবিনিন্দিত সুললিত পদবিক্ষেপে আমার হৃদয়-যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সুমধুর স্বরে বাজিয়া উঠিত; কিন্তু এক্ষণে সেই ভূতপূর্ব্ব ব্যাপার স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়া, তোমাদের সুমধুর কথা অশনি-পাতবৎ, পদবিক্ষেপ কেশরিকরাঘাতবৎ, এবং চক্ষের কটাক্ষ ক্রূর বিষধর-দন্তবৎ হৃদয়-মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব, সত্য সত্যই বলিতেছি, যত দিন সংসারে জীবিত থাকিব, ভ্রমক্রমেও স্ত্রীশব্দ মুখাগ্রে আনিব না, স্ত্রীলোক দর্শন করিব না; বিশ্বাস-ঘাতিনী রমণীকে নিকটে কেন?—সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিলাম!”

যোদ্ধৃগণ স্বভাবতঃই উদ্ধত। ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা রহিত হন। মহারাষ্ট্রসেনানীর শিবজীর প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিয়াছে; প্রতিহিংসা প্রতি-

শোধের জন্য কতরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে যেরূপ উপায় স্থির করিলেন, তাহার কিছু পাঠক মহাশয় শ্রবণ করুন।

"আমি কেমন করিয়া এ প্রতিজ্ঞা-সাগর উত্তীর্ণ হইব?" এই কথাটি বারম্বার মনে মনে বলিতেছেন, অথচ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্ষণকাল পরে আবার ভাবিলেন, "যেরূপেই হউক, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা চাই। আর কি উপায় আছে? যদিও এযাত্রা রক্ষা পাই, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবলত হইবে না। এত বাহুবলেরই কর্ম্ম, পাপিষ্ঠ যেরূপ আঘাত করিয়াছে—" (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুঃ আরক্ত হইল।) "আমার দক্ষিণ হস্তেত বালকের বলও থাকিবে না? তবে কি গৃহে যাব? বোধ হয়, দুরাত্মা সে পথেও কণ্টক দিয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই আমার বোধ হইতেছে, দুরাত্মা আমার সমুদায় সম্পত্তি বিলুণ্ঠন এবং পরিবারদিগকে বন্দী করিয়াছে।" এই ভাবিয়া সেনাপতি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যদি আত্মীয় পরিবারগণ কষ্ট পাইতে লাগিল, তবে আর এ বৃথা জীবন থাকিয়া ফল কি! তাহারা অনাহারে কারাগৃহে প্রাণত্যাগ করিবে, আমিও নয় এই খানে———" বলিতে বলিতে সেনানী নীরব হইলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "না, আমার প্রাণত্যাগ করা হইল না। আমি মরিলে ও পাপীর দণ্ড করিবে কে? যত দিন মনের জ্বালা নিবারণ না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমার কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য।"

সেনানী নীরব হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। ভাবিলেন, "আর চিন্তা কি? প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করার দিব্য উপায় পাইয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে, যেমন লোকের পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহা অন্য কণ্টক দ্বারা বহির্গত করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমানেরা শত্রুদ্বারা শত্রুকে হনন করিবেন। এক্ষণে দেখিতেছি, মহারাষ্ট্রকুল-গ্লানি শিবজীই আমার প্রধান বৈরী, এবং যবনেরাও আমাদের শত্রু; ইহারা শিবজীকে দমন করার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছে, কেবল আমাদের জন্য এত কাল তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমি তাহাদের সাহায্য করিলে, আমার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে, তাহাদেরও চিরাভিলাষ———" বলিতে বলিতে তিনি শীহরিয়া উঠিলেন, হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎচকিতবৎ অন্তঃকরণ উল্লসিত হইতে লাগিল। মনোবৃত্তি সকল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, পূর্ব্বাভিসন্ধি সকল উন্মূলিত হইয়া গেল। আবার ভাবিলেন, "আমি কি এমনই নরাধম, যে, একের জন্য প্রিয় জন্মভূমিকে যবন-করে সমর্পণ করিব? স্বজাতীয় অমূল্য স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিব? কোটিকল্প নরকে থাকা ভাল, তথাচ এক দিনের নিমিত্তও পরাধীন হওয়া পুরুষত্ব নহে। তবে এক্ষণে আমি করি কি? তবে কি ভগ্নপ্রতিজ্ঞ হইব? সেওত মহাপাপ। না কিছু দিন যবনের নিকট বন্ধুভাণ করিয়া অবস্থানপূর্ব্বক আত্মকর্ম্ম সাধন করিব? শিবজীকে বধ করাই আমার উদ্দেশ্য, তাহাদেরও সেই অভিপ্রায়। আমি কৌশলদ্বারা এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিব; তাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে।"

অনেক বিতর্কের পর যত দিন শিবজীকে বধ করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তিনি মোগলের পক্ষ হইবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়-গ্রহণে।

সুখ-দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন কখনই বসিয়া থাকে না। লোকে সহস্র যন্ত্রণাই কেন ভোগ করুন না, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই প্রিয়তম সংসার পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। দুর্দ্দিন আসিয়া যখন লোকের স্কন্ধে আরোহণ করে, বুদ্ধিমানেরা কখনই তাহাতে অনুৎসাহিত হন না, বরং সুদিনের আগমন প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা কখনই দুঃখের প্রত্যাশায় দিন গণনা করি না, সুখের জন্যই ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছি। রোগ, শোক—কত কত কষ্টদায়ক যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াও শুভ দিনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। দিন যায়; দিন দিন সকলই হয়, দুঃখ যায়, সুখের উদয় হয়; ভোগাশা বৃদ্ধি পায়, মহাদম্ভে আস্ফালন করি। পৃথিবী কেমন পরিবর্ত্তনশীল! সুখের সময় পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে থাকে না, যে দিনের জন্য দিনের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, দিন পাইলে আর সে ভাব থাকে না; তখন মনে করি, এদিন যেন কখনই অন্তর্হিত হইবে না। তাহা বলিয়াই কি দিন বসিয়া থাকিবে?

দিন গেল, দিনে দিনে সেনানী অনেক সুস্থ হইলেন; যে দিনের প্রতি চাহিয়া, দিন গণনা করিতেছিলেন, সে দিন তাঁহাকে দর্শন দিল। প্রতিহিংসা-কালফণীর দংশনে শরীর জ্বলিয়া উঠিল; সেনানী ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল ভুলিয়া গেলেন। দয়া, মমতার অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল, তিনি মহা-দম্ভে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যথায় শিবজীর সহিত রণে পরাস্ত হইয়া শাইস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রদেশ জয় করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, ক্রোধোন্মত্ত মাস্কাজী সেই দিকে চাহিলেন। বিশ্বাসঘাতক! যে মনঃস্থে তুমি আজি এত দম্ভ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হউক, বা না হউক, দিন তোমার জন্য উপেক্ষা করিবে না।

শরৎকালীন সূর্য্যের কর ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল। মস্তকের উপরি হইতে দিবাকর অনল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রখর রশ্মিজালে জড়িত হইয়া স্থাবর-জঙ্গম যেন ক্রোধভীষণ-কলেবর ধারণ করিল, এই সেনানীর মূর্ত্তির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। নভোমণ্ডলের স্থানে স্থানে কাদম্বিনীর সঞ্চার মাত্র দেখা যাইতেছে, তাহা আবার সকল স্থানে সমান রূপ নহে, কোন স্থানে ঈষৎ মসীবর্ণ, কোন স্থানে রক্তরঞ্জনাকৃত, কোন স্থানে বা ধবল কার্পাসের ন্যায় শোভা পাইয়া মন্দ সমীরণ-ভরে ঈষৎ ঈষৎ বিচলিত হই-তেছে। হরিৎবর্ণ-সুশোভিত তরুগুল্মলতা-শস্যপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর,—সর্ব্বত্রই যেন ধূ ধূ করিতেছে। শাখা-পল্লববিশিষ্ট পাদপশাখায় পক্ষিকুল চঞ্চু ব্যাদান করিয়া বিশ্রাম করি-তেছে। উরগ-নিচয় তরুর সুচ্ছায়ায় অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে

জৃম্ভণ করিতেছে; তৃষ্ণাকুলিত গাভীবৃন্দ দ্রুতগতিতে জলাশয়ের দিকে প্রধাবিত হইতেছে; রাখালগণ বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে গান করিতেছে। মাঙ্কাজী এই সমুদায় দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্র-সৈন্যাধিনায়ক সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হন নাই; শরীরের বলাধান পূর্ব্বের ন্যায় ছিল না বলিয়া, প্রখর অরুণ-তেজে এবং পদব্রজে গমন জন্য একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল চলেন, আবার কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন; এইরূপে অনেক কষ্টে মোগল সেনাপতির শিবির-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

কয়েক জন শস্ত্রপাণি শিপাহী শিবিরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। মোগল সৈন্যের স্কন্ধাবারে পদমর্য্যাদানুযায়ী চিহ্ন ছিল। মাঙ্কাজী পট-মণ্ডপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বিবিধ শিল্পসম্পন্ন একটি শিবির দেখিয়া সেনানীর বাসস্থান বলিয়া অনুভব করিলেন; এবং ধীরে ধীরে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে বলিলেন,——

"রক্ষিবর! তুমি সেনাপতি মহাশয়কে বল, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

প্রহরী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া শিবিরের মধ্যে গেল, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, "আসুন।"

মাঙ্কাজী শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শাইস্তা খাঁ বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া মছনদে বসিয়া আছেন, দুই চারিটি মোসাহেব নিকটে উপস্থিত থাকিয়া

তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে। মহারাষ্ট্র-সেনানী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। শাইস্তা খাঁ বলিলেন,——

"আপনাকে দেখিয়া বিলক্ষণই অনুভব হইতেছে, আপনি মহারাষ্ট্রীয় দূত। আপনার কার্য্য কি, জানিতে ইচ্ছা করি।"

মাস্কাজী তাহার কথার উত্তর না করিয়া কেবল একবার মোসাহেবদিগের প্রতি চাহিলেন।

শাইস্তা খাঁ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনি বসুন। এখানে সকল কথাই ব্যক্ত করিতে পারেন। ইঁহাদের অবিশ্বাস করিবার কোন কথা নাই;—কোন কথাই প্রকাশ পাইবে না।"

মাস্কাজী আসন গ্রহণ করিয়া অতি বিমর্ষভাবে কহিলেন, "জনাব! আমি সকল বিষয়ই বলিতেছি। অগ্রে আমার শরীর দর্শন করুন।" এই বলিয়া অঙ্গের ক্ষতস্থান সকল বিশেষ করিয়া দেখাইলেন।

শাইস্তা খাঁ দেখিয়া কহিলেন, "এরূপ সাংঘাতিক প্রহার আপনাকে কে করিয়াছে?"

মা। (রোদন করিতে করিতে) যে পাপিষ্ঠের জন্য আপনারা এখানে বাস করিতেছেন, সেই দুরাত্মা শিবজী কর্ত্তৃক আমি এরূপ প্রহারিত হইয়াছি।"

শা। "কি জন্য কাফের ডাকাইত আপনাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে।"

মা। সে সকল বিস্তর কথা। আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন, আমি শিবজীকে ধরিয়া দিব। কিন্তু এক

কথা এই যে, যে আমার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি স্বহস্তে তাহাকে বধ করিব।

শা। “আপনার কথা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? শত্রুগণ কতরূপ শঠতা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করে।

মা। (ক্রোধ ভরে) “তবে কি আমি মিথ্যা কহিতেছি?”

শা। “না সে কথা আমি বলিতে চাহি না।” ক্ষণকাল ভাবিয়া “তবে আপনি এক কর্ম্ম করুন, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দিল্লী-শ্বরের সৈনিককর্ম্মে ব্রতী হউন, আপনার গুণোচিত বেতন গ্রহণ করুন্; আপনাকে আশ্রয় দিতেছি।”

মা। (অনেক চিন্তার পর) “মহাশয়! আমি জন্মভূমির কলঙ্ক করিতে এখানে আসিয়াছি, তাহা———কিন্তু, আমি কখনই আপনাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিব না; যত দিন সুস্থ ও সবল না হই, এবং কার্য্যোদ্ধার না করিতে পারি, তত দিন, আপনি আমাকে চিকিৎসা করাইয়া নিকটে স্থান দিবেন, কেবল এই মাত্র ইচ্ছা।”

শা। “কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে পর কি করিবেন?”

মা। “পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিব।”

শা। “কেন?”

মা। “আমি প্রতিজ্ঞার দায়ে এই গুরুতর পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—যাহা হউক মহাশয়, অধিক বলিবার আবশ্যক কি? যদি আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদানে কুণ্ঠিত হন, তবে বলুন, অন্যত্র গমন করি।”

শাইস্তা খাঁ দেখিলেন, এ ব্যক্তি যেরূপ ক্রোধভরে আসিয়াছে, তাহাতে শিবজীর প্রতি যে ইহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করা সৎপরামর্শ নহে; এ যদি অন্য কোন সেনাপতির সাহায্যে শিবজীকে ধরিয়া দেয়, তবে তিনিই পুরস্কৃত হইবেন। এই ভাবিয়া প্রকাশে বলিলেন,——

"ভাল, আপনি এখানে যথাসুখে বাস করুন। যত দিন উত্তম রূপে আরোগ্য প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত আমিও আক্রমণের চেষ্টা পাইব না। যদি আপনি শিবজীকে ধরিয়া দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

মা। "আমি পুরস্কার গ্রহণ করিতে চাহি না, কেবল আপনার সাহায্যে পাপিষ্ঠের রুধির দর্শন করিব, এই মাত্র ইচ্ছা। ফলে, যত দিন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে না পারি, তত দিন আমি বাদশাহের পক্ষ অবলম্বন করিলাম, কিন্তু বেতনগ্রাহী হইব না।"

এ কথায় শাইস্তা খাঁ আর কোন আপত্তি করিলেন না। তাঁহার আরোগ্য-সম্পাদন জন্য চিকিৎসক এবং ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মাঙ্কাজী কেন যে যবন-ভৃতি-ভোগী হইলেন না, তাহার এই অর্থ বুঝায়,——

"ধন্য স্বদেশ-হিতৈষিতা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথোপকথনে।

সকলেই অবগত আছেন, যে, মুসলমান সম্রাট্‌দিগের রাজত্ব সময়ে তাহারা স্বজাতি ভিন্ন সকলকেই ঘৃণা করিত। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের যে যত অনিষ্টসাধন করিতে পারিত, মুসলমান-সমাজের মধ্যে সে ততই সাধু ও ধার্ম্মিক পদের বাচ্য হইত। সেই জন্যই হিন্দু ও মুসলমানে চির-বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মুসলমানদিগের অভ্যুদয় কালীন রজঃপূত-রাজগণ একে একে সকলেই তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; জেতার সন্তুষ্টি সাধন করিতে রজঃপূতভূপালেরা কেহই ত্রুটি করেন নাই, ভগবন্ত দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপতিগণ জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ স্বীকার করিয়া দিল্লীর সম্রাট্‌কুলে কন্যাদান করিয়াও বীর-বৈরীগণকে সখিত্বগুণে বদ্ধ করিতে পারেন নাই। মহামতি আক্‌বরশাহ ভিন্ন হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই, দিল্লীর রাজবংশে এরূপ ব্যক্তি জন্মে নাই বলিলেও হানি নাই। যখন দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুবিদ্বেষী আরাঞ্জেব বাদশাহ অধিরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বগামী সম্রাট্‌দিগের কার্য্যে অসন্তুষ্ট মুসলমানেরা মহোৎসাহের সহিত তাঁহার কার্য্যে প্রাণপণ করিতে লাগিল। আরাঞ্জেব যেমন

হিন্দুদিগের অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন, তেমনি সেই সময়ে মহারাষ্ট্রকুল-গৌরব রাজা শিবজী মস্তকোন্নত করিয়া, মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া বসিলেন। যখন যে জাতির অভ্যুদয় হয়, তখন সেই জাতীয় ব্যক্তিগণ সহস্র পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করুক, বা সারল্যবিহীনই হউক, প্রাণান্ত হইলেও তাহাদের বুদ্ধি ও তেজস্বিতার হ্রাসতা প্রতীয়মান হয় না।

মহারাষ্ট্রসেনানী এখানে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন; কিন্তু দক্ষিণ হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় আর বল হইল না। তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলে, শাইস্তা খাঁ এক দিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন; অন্য আর কেহ তথায় ছিল না। শাইস্তা খাঁ বলিলেন,—

"এক্ষণে আপনি সুস্থ হইয়াছেন?"

মাস্কাজী কহিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনার অনুগ্রহে আমি নীরোগ হইয়াছি।"

শা। "এক্ষণে দূর্গ আক্রমণ করা যাইতে পারে?"

মা। "পারে।"

শা। "তবে দুর্গ-গমনের পথ বলিয়া দিউন; আমরা এ দেশের পথ ঘাট কিছুই জানি না।"

এই কথায় মাস্কাজী মৌনভাবাবলম্বন করিলেন; কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া শাইস্তা খাঁ বলিলেন,—

"কই, কোন কথা বলেন না যে?"

মাস্কাজী স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

অতিগাম্ভীর্য্য ভাবে বলিলেন, “ মহাশয়! আমা হইতে সে সকল কথা প্রকাশ পাইবে না! ”

শা। (কিছু বিস্মত হইয়া) তবে কি প্রকারে শিবজীকে ধরিয়া দিবেন?

মা। “ধরিয়া দিবার আবশ্যক নাই; আমি আপনার কতিপয় অনুচর লইয়া গুপ্ত ভাবে গিয়া তাহার মস্তক আনিয়া দিব। ”

শাইস্তা তাঁহার কথার ভাবগতিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন; এবং কিছু বিরক্তও হইলেন। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে কহিলেন, “আমি তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি বলিতেছ, শিবজীর শিরশ্ছেদ করিয়া আমার নিকট আনিবে, কিন্তু দুর্গে যাইবার পথ বলিতেছ না, ইহার কারণ কি? ”

মা। “কারণ আর কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শিবজীকে বধ করিব, সেই জন্যই আপনার শরণ লইয়াছি। একের জন্য যে আর সকলকে অতল-জলে বিসর্জ্জন করিব, এমন মন্দাভিপ্রায় কখনই আমার হৃদয়ের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই, বা সে-জন্য এখানে আগমনও করি নাই। তবে কেন তুমি আমাকে বিরক্ত কর? ”

হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানেরা স্বভাবতঃই বিদ্বেষী; সুতরাং হিন্দুর মুখে এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার সাহস দেখিয়া শাইস্তা মহা ক্রোধান্বিত হইলেন। কি করেন, শত্রুকে উত্তেজনা করিলে পাছে আত্মকার্য্য নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; এবং কহিলেন,——

"ভাল, তুমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধির অনুসন্ধান না বলিলে,—দিল্লীশ্বরের কার্য্য স্বীকার করিতেছ না কেন?"

মা। "আমি তাঁহার কার্য্য স্বীকার না করিব কেন? তাঁহার পরম শত্রুকে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, আর কি করিব?"

শা। "বেতন গ্রহণ কর, রীতিমত রাজকার্য্য সমাধা কর। প্রভুকে সন্তুষ্ট করাই অধীনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

এই কথায় সেনানী একেবারেই জ্বলিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখভঙ্গীতে মহাক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল; অতিনিশঙ্কচিত্তে অতিগর্ব্বিত বচনে কহিলেন,——

"আমার প্রভু কে?"

শা। এখন দিল্লীর বাদশাহ।"

মা। "আমরা যবনের অধীন নহি। তবে আরাঞ্জেব আমাদের প্রভু কি করিয়া হইলেন?"

শা। "বাদশাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছ,—বাদশাহের অধীন নও কেন?"

মা। "মহাশয়! পাপকর্ম্মের চরিতার্থ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আমার পাপের এত দূর অধঃপাত হয় নাই, যে, আপনাদিগকে সমূলে বিনশ্যতি করিব,—যবনের অর্থ-গ্রহণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-কুলে কলঙ্কার্পণ করিব? তবে বলিয়াছি, যে পর্য্যন্ত আত্ম-কার্য্য সমাধা না হয়, সে পর্য্যন্ত মোগলের পক্ষাবলম্বন করিলাম। পক্ষাবলম্বন করিলাম বলিয়া কি বাদশাহের অধীন হইব?"

নিষ্ঠুর যবন, ঘৃণাস্পদ হিন্দুর মুখে এইরূপ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি রোষান্বিত হইল। পরে

কিছু স্থির হইয়া কহিল, “তুমি আমাদের নিকট বেতন গ্রহণ কর বা না কর, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আমাদের দুর্গে লইয়া যাইবে না ভাল,—এক্ষণে তোমার বিবেচনানুযায়ী সৈন্য লইয়া তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন এবং বাদ-শাহ-নন্দিনীর উদ্ধার সাধন করিয়া লইয়া আইস, বিলম্ব করিও না।”

মাঙ্কাজী কহিলেন, “আমি প্রস্তুত আছি।” অনন্তর, কতগুলি সৈন্য-সমভিব্যাহারে গিরিদুর্গাভিমুখে গমন করি-লেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শে।

মাঙ্কাজী সসৈন্যে বিদায় লইলে পর শাইস্তা খাঁ কপোলে কর-বিন্যাস করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মহারাষ্ট্র-সেনানীর সহিত সৈন্য পাঠাইবার সময়ে তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া এরূপ বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। “মহারাষ্ট্র-সেনানী যথার্থ শিবজীর যথাকাঙ্ক্ষী, না বঞ্চনা করিয়া মোগল-সেনাবল অপচয় করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কতগুলি পদাতিক লইয়া গেল।” এই রূপ সন্দিহান হইয়া মহাচিন্তাকুলিত হইলেন; কত রূপ আশঙ্কা করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগি-লেন। আরাঙ্গেব—যেমন কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না,

তাঁহার কর্ম্মচারিগণও তদ্রূপ লোক ছিলেন। যাহারা স্বয়ং মন্দ, তাহারাই আপনার ন্যায় অন্যকে বিবেচনা করে।

অনন্তর কি করিবেন, তাহার স্থিরতার জন্য সমভিব্যাহারী সেনানীদিগের আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই অবগত আছ, যে, দিল্লীশ্বর, শাহজাদীর উদ্ধার এবং দস্যু শিবজীকে ধৃত করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; যদিও তাহারা আমাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক না হউক, তথাপি তাহারা দুলঙ্ঘ্য পর্ব্বতীয় দুর্গাশ্রয় করিয়া অনায়াসে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে। বাদশাহ এই আশঙ্কা প্রযুক্ত রাজা জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ সেনানীদ্বয়কে আমার সাহায্যার্থ পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে কেন যে বিলম্ব করিতেছেন, বলিতে পারি না। আমি শত্রুর অধিকারে অসাবধানে ছিলাম বলিয়া দস্যুগণ সে দিন আমাকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহাও তোমরা জানিয়াছ। এক্ষণে কি করি, দস্যুগণ আমাদের বক্ষের উপর আরোহণ করিয়া বাদশাহের অধিকৃত দেশ সকলকে ভয়ঙ্কররূপে উৎপীড়িত করিতেছে; তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু কি উপায় দ্বারা তাহাদিগকে দমন করিব, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাকে কি উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দাও?"

সেনাপতিগণ অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "শিবজীকে কৌশলে ধৃত করিতে না পারিলে কোন উদ্যমই সফল হইবে না। যে সকল পর্ব্বতীয়

পথে ছাগ মেষ প্রভৃতি জন্তুগণেরও গতায়াতের কষ্ট হয়, সেই সকল দুর্গম স্থানে দুরাত্মা দস্যুগণ অনায়াসে গতিবিধি করে,—তাহারা কখনই আমাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিবে না; সম্মুখরণে পরাস্ত করিতে না পারিলে, তাহাদের আয়ত্ত করা আমাদের সাধ্য নহে। তবে, এক কথা এই যে, রাজা জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ যোদ্ধৃদ্বয়ের সহিত একত্রে গিরিদুর্গ আক্রমণ করিলে, বোধ হয়, তাহাদের পরাস্ত করা যাইতে পারে।"

শাইস্তা খাঁ কহিলেন, "তাহা হইলে আমার লাভ কি?" সেনাপতিগণ কহিলেন, "তবে কৌশলান্তর অবলম্বন করুন।"

শা। "তাহাওত করিতে ত্রুটি করি নাই।"

সেনাপতিদিগের মধ্য হইতে উত্তর প্রদত্ত হইল, "কি কৌশল? আমরা শুনিতে পাই কি?"

শাইস্তা খাঁ যখন আনুপূর্ব্বিক সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন এক জন সৈনিক কহিলেন, "জনাব! বড় বিশিষ্ট কর্ম্ম করেন নাই।

শা। "সে সময়ে আমার তত বিবেচনা হইল না। ফলতঃ দুষ্ট কাফেরের সঙ্গে সৈন্য পাঠাইয়া বড় সন্দিহান হইয়াছি।"

সেই ব্যক্তি কহিল, "আপনি তাহার চরিত্র যেরূপ বলিলেন, তাহাতে সে যে শিবজীর প্রেরিত দূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, অনর্থক কতগুলি সৈন্যাপচয় হইল।"

শাইস্তা খাঁ ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিলেন, "এদোষ সংশোধনের কি উপায় নাই?"

এক জন পারিষদ কহিলেন, "উপায় না হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না; বুদ্ধির অগম্য কিছুই নাই?"

শা। "তবে বুদ্ধির স্থিরতা কর।"

পা। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) এক্ষণে এদোষ সংশোধিত হওয়ার এক মাত্র উপায় দেখিতেছি। আমাদের যে সকল সৈনিক মহারাষ্ট্রীয়ের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে, তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করা যাউক, তাহারা দুষ্টের সহিত যে পথ দিয়া দুর্গে গমন করিবে, তাহা জানিয়া সে অনতিবিলম্বে আমাদের সংবাদ দিলে আমরাও আবশ্যক মত সৈন্য সজ্জা করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গে প্রবেশ করিব। এইরূপ করিতে পারিলে বোধ হয়, দুষ্টের অধিসন্ধি বিফল হইলেও হইতে পারে।"

শাইস্তা খাঁ শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তুমি "সৎপরামর্শই স্থির করিয়াছ।" অনন্তর জনৈক অনুচরকে ডাকিয়া অভীষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পরে সূর্য্যাস্তের পর আপনারাও সসৈন্যে গমন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুনর্মিলনে।

যে দুর্গম উপত্যকা হইতে শিবজী রশিনারাকে হরণ করিয়া আনেন, সেই স্থান যে মহাবনাকীর্ণ এবং উন্নতানত, তাহা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। মাস্কাজী মোগল-সেনাবল-সমভিব্যাহারে সেই ভয়ানক স্থানে বাস করিতে লাগি-লেন। যে গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,

কেমন করিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে, তিনি অনন্যমনে কেবল তাহারই উপায় উদ্ভাবন পক্ষে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ রশ্মি-জাল বিদূরিত হইল। মৃদুল রক্তাতপ সংযোগে নীলাম্বর-তলস্থ অনিবিড় শুক্ল মেঘগুলি তরল সুবর্ণের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাস করিতে লাগিল; পক্ষি-গণ সুমধুর কলরব করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে গমনা-গমন করিতে লাগিল। সুমন্দ বায়ুভরে বৃক্ষলতাদির পত্রাবলি পরিচালিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর শব্দ হইতে লাগিল; নিকুঞ্জ-সম্ভূত কুসুম-নিচয় ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমে পর্ব্বতের ছেদাংশ অন্ধকারাবৃত হইবার লক্ষণ প্রকটিত হইবার উপক্রম হইল,—তখন, মাস্কাজী সঙ্গিগণকে কহিলেন, "এখানে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, ক্ষণকাল পরেই একেবারে নিবিড় অন্ধকারা-বৃত হইবে; তখন তোমরা কেহই এখান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না; অতএব আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর।"

মাস্কাজীর সহিত সৈন্যগণ অনতিবিলম্বেই গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে দুর্গের অনতিদূরস্থ এক মহাবনময় প্রদেশে গুপ্ত ভাবে রহিল। যখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল, তখন সেনানী সৈন্যদিগের মধ্যস্থ যে ব্যক্তি উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলঙ্গ তাহার কর্ণমূলে কি একটা কথা কহিয়া একাকী দুর্গে উঠিবার স্থানে গমন করিলেন; তাঁহাদের প্রচলিত প্রথানু-সারে সাঙ্কেতিক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরেই পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে একটি দোলা অবতারিত হইল। সেনানী তদবলম্বনে দুর্গে উত্তীর্ণ হইলেন। সেনাপতিকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া দুর্গস্থ সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল। পরে সকলের প্রশ্নানুসারে উত্তর দান করিয়া শিবজীর সদনে উপস্থিত হইলেন। শিবজী তখন, রশিনারার সহিত কথোপকথনে ছিলেন; সেনানী তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইলে মহারাষ্ট্র-পতি একেবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন; এবং কৌতুক বশতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য বাহির হইলেন। আসিবার সময়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সে দুরাত্মাকে না সে দিন বধ করিয়াছিলাম? তবে কেমন করিয়া সে প্রাণ-দান পাইল? না, ভবানী তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন? পাপীর প্রতি যে দেবী সদয়া হইবেন, এরূপত কখনই সম্ভাবিত নহে? তবে কি মৃত্যুসঞ্জিবনীর আঘ্রাণে সে প্রাণ পাইল? হবে! নানাবিধ ঔষধ-পরিপূর্ণ পর্ব্বত-স্থলীতে কিছুই বিস্ময়াবহ নহে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে খাস্‌কামরায় উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন, মাস্কাজী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অনন্তর সকৌতুকে কহিলেন, "বল মাস্কাজী, তুমি কিরূপে জীবিত হইলে?"

সেনানী তখন তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া সকাতরে কহিলেন, মহারাজ! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাইয়াছি। পাতকিগণ দেহান্তে নরক-ভোগ করে, তাহা আমি সশরীরে ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক।"

শিবজী বীর্য্যবন্ত সেনানীকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

তাঁহার সাহায্যে মহা মহা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার কাতরতা দর্শন করিয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,——

"তুমি যেরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহাতে তোমার মুখ যে আর দেখিব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তথাপি, আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম।' এই বলিয়া সেনানীর হস্তধারণ করিয়া চরণতল হইতে উঠাইলেন। পরে উভয়ে উপবিষ্ট হইলে শিবজী কহিলেন,——

"তোমার প্রাণপ্রাপ্তির কথা বল, আমি শ্রবণ করি।"

সেনানী কহিলেন, "মহারাজ! এ হতভাগার কথা আর কি শুনিবেন?—আপনার বিষম প্রহারে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, তাহার পর যে কি হইল, বলিতে পারি না। যখন আমার চৈতন্য সঞ্চার হইল, তখন দেখিলাম, যে, কতক-গুলি গলিত শবের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছি; শরীরে দারুণ বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অঙ্গ জ্বলিতেছে। শব সমুহের গলিত মাংস-সম্ভূত দুই একটি কীট আমার ক্ষতস্থানে লাগিয়াছে। তখন আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিলাম না। স্থানান্তরে গমন করি-বার শক্তিও নাই; আপনার অসি-প্রহারে আমার দক্ষিণ হস্তের অস্থিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। তখন বিষম অকষ্ট-বন্ধনে পড়িলাম। কি করি, আমি তখন মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ ভবানীর চরণে সমর্পণ করিলাম। মৃত্যু হউক, তাহাতে কিছু মাত্র খেদ নাই; কেননা, জন্মগ্রহণ করিলে এক দিন অবশ্যই মরিতে হইবে; কিন্তু, সে জঘন্য স্থানে মরিতে প্রবৃত্তি হইল না। তখন অনেক কষ্টে বামহস্তের উপরে শরীরের

ভারার্পণ করিয়া আস্তে আস্তে এক নির্ঝর সমীপে গমন করিলাম। সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল বারিপান করিয়া কিছু স্থির হইলে, শরীরাদি পরিষ্কৃত করিলাম। যন্ত্রণার বেগ সম্বরণ করার যে এক প্রসিদ্ধ উপায় আছে, আমি আকাঙ্ক্ষা না করিতেই দয়া করিয়া সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আমার নয়নযুগলে আবির্ভূতা হইলেন। তখন এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাবেশে এক স্বপ্ন দেখিলাম—” বলিতে বলিতে সেনানী কাঁপিয়া উঠিলেন। শিবজী তখন আগ্রহ সহকারে কহিলেন, “বল, বল, স্বপ্নে কি দেখিলে?”

সেনানী কহিতে লাগিলেন; “স্বপ্নে দেখিলাম, যেন পূর্ণিমা রজনীতে আমি দিব্য বস্ত্র-মাল্যে বিভূষিত হইয়া, একাকী এক বিজন অরণ্যের নিকটে ভ্রমণ করিতেছি। আকাশতল একেবারে নির্ম্মল, মাধবী যামিনীর নৈশবক্ষে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছে; সেই সুধাময় কিরণ প্রাপ্ত হইয়া তারকাবলী মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছে; সেই স্নিগ্ধময় কর সংলগ্নে তরুগুল্ম হাসিতেছে। মন্দ বায়ু সঞ্চালিত হওয়াতে বৃক্ষাগ্রভাগ ঈষৎ বিলোড়িত হইতেছে; কখন দুই একটা শুষ্ক-পত্র-পতন-শব্দ শুনা যাইতেছে, কখন বা বিশ্রাম লাভার্থ পক্ষিকুলের পক্ষপুট-সঞ্চালনের শব্দ শুনা যাইতেছে; সময়ে সময়ে বায়সকুলের সংমিলিত ঘোররাব শুনা যাইতেছে; নিকটে, অদূরে ক্বচিৎ হিংস্রজন্তুদিগের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। আমি ক্রমে অরণ্যের মধ্যে গমন করিলাম, বাহিরের ন্যায় অটব্যভ্যন্তরে জ্যোৎস্না ছিল না, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্নও নহে, পৌর্ণমাসী চন্দ্রিকার বিমলালোক

দ্রুমনিচয়ের পল্লব-বিচ্ছেদ স্থান সকল ভেদ করিয়া অরণ্যানী অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিয়াছে, যেন নীলবসনের স্থানে স্থানে মহার্ঘ হীরার কাজে সুশোভিত রহিয়াছে, মহারাজ! তখন সুধাংশুর অংশু খণ্ড খণ্ড হইয়া অরণ্যের যে যে স্থান ধবলীকৃত করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে শ্বেত কুসুমগুলির যে কি মনোহর শোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না।”

এই সময়ে শিবজী কহিলেন, “তার পর কি হইল?” সেনানী কহিলেন, “ভ্রমণ করিতে করিতে অধিক দূর গমন করিলাম। কি অভিপ্রায়ে পর্য্যটন করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আমিও জানিতে পারি নাই। অকস্মাৎ ঘনঘটায় গগণ ব্যাপ্ত হইল; চন্দ্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, কুসুম,—সকলই আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। আমি অন্ধকারে সাবধানে অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, বনপথ উত্তীর্ণ না হইতেই প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল, মহারবে মেঘ-গর্জ্জন-শব্দ হইতে লাগিল, ঘনঘন বিদ্যুদ্দাম প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন যে আমি কিরূপ বিপদে পড়িলাম, বোধ হয়, প্রবল ধারাপাত কালীন যাঁহারা রজনীতে একাকী অজ্ঞাত বনব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন। ঝঞ্ঝা-নিলের প্রতিঘাতে বৃক্ষগণ মহাশব্দে বিলোড়িত হইতে লাগিল, সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে পুরাতন দ্রুমগুলি, কোনটা বা সমূলে উৎপাটিত হইল, কোন কোনটার বা মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে আমার বোধ হইল, বুঝি ভগ্ন পাদপ-গুলি আমার মস্তকোপরিই পতিত হইল। যাহা হউক, পরে প্রচণ্ড

বাত্যার সহিত মহাবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। যেমন বৃষগণ মস্তকোপরি বৃষ্টিধারা-পতন সহ্য করিয়া অবনত শিরে গমন করে, আমিও সেই রূপ ধারাপাত মস্তকে ধারণ করিয়া যাইতে লাগিলাম। মহারাজ!—” বলিতে বলিতে সেনানীর শরীর লোমাঞ্চিত হইল। “বিপদের উপর বিপদ্! ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন, তৎসহ বজ্রপতন-শব্দ, প্রবল ঝটিকাঘাতে বৃক্ষাদি ভগ্ন এবং পরিচালন-শব্দ,—এত ভীষণ শব্দেও আমি ভীত হই নাই। আমার পশ্চাৎ যে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, তাহাতেই আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য এক-বার মুখ ফিরাইলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না; কেবল সেই শব্দই ক্রমে নিকটাগত হইতে লাগিল। তখন, সভয়ান্তঃকরণে দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলাম, পদে পদে আরণ্য লতায় গতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা তৃণ জ্ঞান করিয়া যাইতে লাগিলাম, শব্দও পূর্ব্ববৎ দ্রুত গতিতে আমার অনু-সরণ করিতে লাগিল।”

পরে কহিলেন, “মহারাজ। সেই ভৈরব শব্দ যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, আমিও তত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম; অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রম করিয়া বনপথ উত্তীর্ণ হইয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। পশ্চাতের শব্দ যেন আরও নিকটস্থ হইল, তখন ভয় প্রযুক্ত আর একবার মুখ ফিরাইয়া বিদ্যুদ্দাম-স্ফূরিতালোকে দেখিতে পাইলাম,—” (সেনানী শীহরিয়া উঠি-লেন।) “মহারাজ! কি বিকটাকার মূর্ত্তি! একটা তাল বৃক্ষের ন্যায় মহাকায় পুরুষ দীর্ঘ দীর্ঘ পদ-সঞ্চালনে, আজানু-লম্বিত ভুজদ্বয় দোদুল্যমান করিতে করিতে আমার দিকে

প্রধাবিত হইতেছে। যেমন বিষধর গরুড় দর্শন করিবামাত্র একেবারে গতিশক্তি রহিত হয়, সেই বিকটাকার মুর্ত্তি দশন করিয়া আমিও সেইরূপ নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। এই অবকাশ পাইয়া মহাকায় পুরুষ আমার কেশধারণ করিয়া আকাশ-মার্গে উঠিল। আমি তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ”

“যখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম, তখন দেখি, আপনার প্রতিঃষ্ঠিত ভবানী-মন্দিরের মধ্যে হস্তপদে দঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। মহারাজ! সে স্থানে যে যে অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা বলিতে বা স্মরণ করিতে এখনও আমার হৃদ্‌কম্প হয়। ছিন্নশীর্ষ নরদেহ লইয়া প্রেতিনীগণ বিকট মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিতেছে; ডাকিনী, যোগিনী পিশাচী, প্রভৃতি ভৈরবী অনুচারিণীগণ আগুলফ-লম্বিত চিকুরজাল আলুলায়িত করিয়া উলঙ্গিনী বেশে, নরমুণ্ড-গলিত রুধির উদরপূর্ণ করিয়া পান করিতেছ; কোন পিশিতাশিনী নরমুণ্ড মড়্ মড়্ শব্দে চর্ব্বণ করিতেছে; কেহ বা খলখল করিয়া হাসিতে হাসিতে আসবপূর্ণ কলস ধরিয়া বিকট মুখে ঢালিতেছে। ইত্যাদি প্রেত-কুলের মহোৎসব দর্শন করিয়া আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ধূপ ধূনার গন্ধে দেব-মন্দির আমোদিত হইল; দেখিলাম, এক জন সন্ন্যাসী সচন্দন পুষ্প বিল্ব-পত্রাঞ্জলি দ্বারা ভবানীর পূজা আরম্ভ করিলেন। বলির প্রাককালিক পূজা সমাধা হইলে তিনি আমার শরীর প্রক্ষালন করিতে অনুমতি করিলেন; যে আমাকে স্নাত করাইতে

লইয়া চলিল, সেও একটা বিকটাকার ভূত! স্নান সমাধা হইলে রক্তবস্ত্র, রক্তপুষ্পমালা এবং সিন্দুর দ্বারা আমাকে সজ্জিত করিল। সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত করিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শোধন করিয়া দেবীর চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আমি তখন প্রাণভয়ে একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া ভক্তিভাবে দেবীকে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। দেবী প্রসন্ন হইলেন না। বিষম-বহ্নি-বিভাসিত লোচনত্রয় ঘূর্ণিত করিয়া মহাক্রোধে কহিলেন, "অরে দুরাত্মন্! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলি, তোকে আর ক্ষমা করিব না। তুই ঘৃণিত রিপুপরতন্ত্র হইয়া সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলি। অতএব তোর পাপদেহ পিশাচী কর্তৃক চর্ব্বণ করাইব।" ভবানী আর কিছু বলিলেন না। পরে যে মহাকায় পুরুষ আমাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল, সে একখান সুতীক্ষ্ণ খড়্গ এবং আমাকে লইয়া মন্দিরের বাহিরে গেল। পিশাচীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ভৈরব পুরুষ কেবল আমার বধের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে যেন আপনি আগমন করিয়া আমার হস্তধারণ করিলেন; আপনাকে দর্শন করিবামাত্র ভূত প্রেত সকলেই তথা হইতে পলায়ন করিল। পরে আপনি যেন আমাকে লইয়া মায়ের নিকট গমন করিলেন, এবং মায়ের চরণে স্তুতি করিয়া আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। মাতাও যেন হাসিতে হাসিতে আমাকে অভয় দান করিলেন। কহিলেন, "এ যদি আর কখন তোমার অনিষ্ট কামনা করে, তবে ইহাকে অবশ্যই বলি গ্রহণ করিব।" অনন্তর দেবীর অনুমতি হইলে, আমরা

উভয়েই দুর্গে প্রত্যাগমন করিলাম। এমন সময়ে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তখন দেখি, সেই নির্ঝর-সমীপে পড়িয়া রহি-য়াছি।"

এই রূপ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সেনানী পুনশ্চ কহি-লেন, "মহারাজ! স্বপ্নে আপনা কর্তৃক আমি জীবন দান পাইয়াছি, এক্ষণে এ জীবন আপনার কার্য্যে সমর্পণ করিতে না পারিলে, আমার কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে।"

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিবজী বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং কহিলেন, "তুমি এক্ষণে বিদায় হও; কল্য বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হয়, করা যাইবে।"

সেনানী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। শিবজীও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা আন্দোলন করিয়া, কার্য্যান্তরে গমন বরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাক্রমণে।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে যখন দুর্গবাসিগণ নীরবে শয্যাশায়ী হইল, তখন মাল্কাজী প্রতিজ্ঞা পালনার্থে বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, প্রহরী ব্যতীত অন্য আর কেহই জাগ্রতাবস্থায় নাই। প্রহরিগণ বিবিধ অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দুর্গের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। সেনানীকে গমন করিতে দেখিয়া এক জন ঘোরনাদে কহিল,——

"কেও, কোথা যাও?"

সেনানী প্রশ্নকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে কি তুমি চেন না?"

প্রহরী অবনত-শিরে কহিল, "দাসের অপরাধ লইবেন না। এত রাত্রে একাকী আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

সেনাপতি কহিলেন, "মহারাজের নিদেশ-ক্রমে আজি আমি প্রহরিগণের কার্য্য স্বচক্ষে দেখিব।"

প্রহরী আর কোন কথা কহিল না। তিনিও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাস্কাজী তখন নানা দ্বার, প্রাঙ্গণ, প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দুর্গে উঠিবার স্থানে গমন করিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র-সৈন্য মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং প্রহরিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিল না। দুর্গদ্বারে যে ব্যক্তি প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, সে পাছে কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, এই সন্দেহ ক্রমে কটিবিলম্বিত অসি নিষ্কাশিত করিয়া তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। নিরপরাধ প্রহরীকে সংহার করিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন, এবং উপরি হইতে রজ্জুবিশিষ্ট দোলা নামাইয়া দিলেন। মোগল সৈনিকগণ পূর্ব্বেই তাঁহা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া তথায় ছিল, এক্ষণে দোলা নামিয়াছে দেখিতে পাইয়া, এক জন সশস্ত্র মোগলসৈন্য তদারোহণে দুর্গে উঠিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ বহুসঙ্খ্যক সেনা দুর্গে উঠিলে সেনানী কহিলেন, "নিঃশব্দে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস; গোলযোগ করিও না, শিবজীকে ধরিয়া দিব।"

শাইস্তা খাঁও অসঙ্খ্য সেনাবল-সমভিব্যাহারে দুর্গ-নিম্নে

অবস্থান করিতেলাগিলেন, মান্কাজী তাহা জানেন না। তিনি যখন সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলেন, তখন পশ্চাৎস্থিত কতগুলি মোগল সৈনিক দোলা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় সামন্তদিগকে দুর্গে উঠাইল। মোগলেরা আপনাদের দলবল অধিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুর্গ-প্রাকার হইতে "আল্লা—ল্লা—হো" তূর্য্য-নিনাদ করিতে করিতে দুর্গ আক্রমণ করিল।

প্রহরিগণ যবনদিগের রণ-ভৈরব নিনাদ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল, যে, শত্রু-কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে। তখন সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া আগতপ্রায় মহাবিপদের সংবাদ প্রদান করিল। মহারাষ্ট্র-পতি ইতিপূর্ব্বেই শত্রু-কোলাহলে জাগ্রত হইয়াছিলেন। দুর্গ-বাসীরাও কেহ নিদ্রিত ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাদি লইয়া মোগল-দিগের আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ বরিলেন। তখন মহারাষ্ট্রীয়-দিগের "ববম্-ববম্-বম্—মহাদেব, জয় ভবানি!" এবং মোগল-দিগের "আল্লা—ল্লা—হো" উভয় জাতীয়ের রণ-ভৈরব নিনাদে পর্ব্বত হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া মহাশব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল।

সে দিন দুর্গে এত অধিক পরিমাণের সৈন্য ছিল না, যে, প্রবল মোগল-সৈন্য-স্রোতের অপ্রতিহত বেগ সম্বরণ করে। তথাপি দুর্গস্থ সৈন্যগণ সতর্ক হইয়া এরূপ ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল যে, মোগলেরা তাহাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ হইয়াও যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিল না। মহারাষ্ট্রীয়গণ কখন শত্রু-সমক্ষে, কখন শত্রু-পশ্চাতে, কখন বা শত্রুর অন্তরে অবস্থিতি করিয়া রণ-কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক প্রতি আঘা-তেই মুসলমান সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মোগলেরা

অজ্ঞাত অন্ধকারাময় স্থানে বিপক্ষের দমন করা দূরে থাকুক, শত্রুহস্তে আপনারাই অপদস্থ হইতে লাগিলেন। তখন শাইস্তা খাঁ দেখিলেন, এ রণে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর অনেক উপায়ে রণ-জয়ের কারণ উদ্ভাবন করিলেন। যে সকল পর্ণগৃহে মহা-রাষ্ট্রীয় অনুচরগণ বাস করিত, সেই সকল কুটীর অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলেন; মহারবে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মোগ-লেরা তখন আলোক প্রাপ্ত হইয়া তূর্য্য-ধ্বনি করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-দিগের উপরে বৃষ্টিবৎ অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মোগল-সৈন্য সংখ্যায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা অধিক, এ জন্য অল্পক্ষণ মাত্র যুদ্ধ করিয়া মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিল।

শিবজী দেখিলেন, এ যুদ্ধে নিস্তার পাওয়া দুর্ঘট। সুতরাং তখন চকিতের ন্যায় শত্রুসম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া একেবারে রশিনারার কক্ষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রশিনারা শিবজীকে দেখিয়া কহিলেন,——

"বড় কোলাহল শুনা যাইতেছে; কারণ কি?"

শিবজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতৃসৈন্যে আমার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে; বোধ হয়, এতক্ষণ তাহাদের জয় হইল।"

রশিনারা তটস্থ হইয়া কহিলেন, "তার পর?"

শিবজী কহিলেন, "তোমাকেত এখনই লইয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া রশিনারা কাতরস্বরে কহিলেন, "তুমি পলায়ন কর, যদি শত্রু কর্তৃক ধৃত হও, তবে বিবেক-শূন্য বাদশাহ তোমাকে

বধ করিবেন"—বলিতে বলিতে রশিনারা রোদন করিয়া উঠিলেন।

শিবজীও রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমি কেমন করিয়া তোমার বিরহ-জনিত কষ্ট ভোগ করিব?"

রশিনারা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে শিবজীর করে কর স্থাপন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়বর! তুমি নিশ্চয়ই জানিও, যে, রশিনারা তোমার ভিন্ন আর কাহারও নহে; আমি যেখানেই কেন থাকি না, তোমারই রহিলাম। আর যদি পোড়া অদৃষ্টের গুণে"—এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, "যদি আর কখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তবে এ জীবন তোমার ঐ চরণ ধ্যান করিয়া অতিবাহিত করিবে! প্রিয়তম!—ঐ শত্রুকোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল; যাও পলাও, আমার অনুরোধ রাখ!"

শিবজী তখন অতি বিমর্ষভাবে সকরুণ-স্নেহ-ব্যঞ্জক-পূরিত-লোচনে রশিনারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমনি ভাবে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন, যে, মোগলেরা তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত এবং দাস-দাসীগণ, কেহ কেহ বা শিবজীর সহিত, কেহ কেহ বা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা পলায়ন করিলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পর পরিচ্ছেদে বিবৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মোচিত ফল-লাভে।

মাস্কাজী দেখিলেন, যে শাইস্তা খাঁ একেবারে দলবল সহিত দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন; মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেক যত্ন করিয়াও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। যবন কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া ক্রমে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন সেনানীর আর দুঃখের ইয়ত্তা রহিল না। ভাবিতে লাগিলেন, "যদি শিবজীকে বধ করিতে না পারিলাম, তবে দুষ্ট যবনদিগকে দুর্গে আনিয়া আমার কি পুরুষত্ব প্রকাশ পাইল? লোকে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করে, কিন্তু আমি নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রের ধ্বংস করিলাম! হায়! আমি বৈরনির্যাতন করিতে আসিয়া আত্মীয় বান্ধবদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করিলাম! হায়! আমায় ধিক্! শত সহস্র ধিক!!" সেনানী মনে মনে এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন; অনুতাপের আধিক্য প্রযুক্ত শত্রুর অজ্ঞাতে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক অধোবদনে উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহুঃ নয়নাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন, ফলতঃ প্রবল দুঃখভারে হৃদয় অপ্রতিবিধেয় ভারাক্রান্ত হইল; বাহ্যেন্দ্রিয়গণ অচলপ্রায় হইয়া পড়িল। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

এ দিকে মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গের কক্ষ্যায় কক্ষ্যায় পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী বিলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানেরা অতিশয় জাল্ম-স্বভাব! জেতৃগণের ধন, স্ত্রী অপহরণ করাই তাহাদের যুদ্ধের প্রধানাঙ্গ; পর-পীড়ায় আপনাদিগের কৌতুক-তৃষ্ণা নিবারণ করাই তাহাদের ধর্ম্ম। শাইস্তা খাঁ দুর্গ জয় করিয়া সৈন্যদিগকে কহিলেন, "কাফের ডাকাইতকে দেখিতেছি না; সে কি পলাতক? না যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইল? তোমরা আলো ধরিয়া দুর্গের সকল স্থান অন্বেষণ কর। সে যদি পলাইয়া থাকে, তবে দুর্গ জয় করিয়া কি ফল হইল? যে রূপেই হউক তাহাকে ধরা চাই। আর শত্রু-গণের স্ত্রী-পরিবার সকল খুঁজিয়া আন। সে নেমকহারাম সেনাপতিকে দেখিতেছি না; সে দুষ্ট বড় অহঙ্কারী; তাহাকে যেখানে পাও, বন্ধন করিয়া আন।" অনন্তর স্বীয় পুত্র আবুলফতে খাঁকে কহিলেন, "পুত্র! তুমি শাহজাদীর অনু-সন্ধান করিয়া এখানে আনয়ন কর।"

অনুমতি পাইবামাত্র সেনাগণ দুর্গের ইতস্ততঃ অন্বেষণে ধাবিত হইল। বৃথা অন্বেষণ! শিবজী দৈবানুকূল্যে অনুক্ষণ রক্ষ-ণীয়। লোকে সহস্র সুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন, দৈব যাহার বর্ম্মরূপে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে আক্রমণ করা, তাহার মর্ম্মভেদ করা যে কত দূর সম্ভব, তাহা অদৃষ্টবাদী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এ স্থানে তাহা বলা বাহুল্য।

অন্বেষণকারী সৈন্যেরা দুর্গস্থ যাবতীয় কক্ষ্যার দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করি-

য়াও জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাইল না। তখন তাহারা নিজ নিজ বিলুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

অনন্তর আবুল্‌ফতে খাঁ অনুচর-সমভিব্যাহারে অনেক অনুসন্ধানের পর রশিনারার কক্ষ্যায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, একটি পরমা সুন্দরী রমণী পল্যঙ্কের উপরি উপবিষ্টা থাকিয়া রোদন করিতেছেন। আবুল্‌ফতে খাঁ তাঁহার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন, তিনিই বাদশাহ-কন্যা। তখন তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নতশিরে কহিলেন,—

মাতঃ! আপনার বন্ধন-দশার শেষ হইয়াছে। যে দুরাত্মা আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, সে কোথা পলায়ন করিয়াছে। আসুন, সেনাপতি আপনার দিল্লী-গমন-যোগ্য যান-বাহন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।”

রশিনারা আর একাকিনী দুর্গে থাকিয়া কি করিবেন; মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া আবুল্‌ফতে খাঁর সহিত সেনানীর নিকট উপনীতা হইলেন।

রশিনারার আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কয়েকটি মোগল সৈনিক মাঙ্কাজীর হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শাইস্তা খাঁর নিকটে উপস্থিত করে। তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর; মনোদুঃখে নয়নদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা বিগলিত হইতেছে; নাসারন্ধ্র ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফারিত হইতেছে, দশন দ্বারা অধর দংশন করিতেছেন। কাহার দিকে দৃক্‌পাতও নাই। দর্শকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শাইস্তা খাঁ কহিলেন,—

“ওরে কাফের! মনে করিয়াছিলি, আমাকে ঠকাইবি; কেমন এখন তোর চতুরতা কোথা গেল?”

মাস্কাজী গভীর স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত যে চতুরতা করিয়াছি, তাহা কি প্রকারে বুঝিলেন?"

শা। "যাক, সে কথায় আর কাজ কি। ভাল, বল দেখি, তোদের সে ভূতোপাসক কাফের দস্যু কোথায় পলাইয়াছে?"

মাস্কাজীর মর্ম্মে আঘাত লাগিল। অতি খরতর দৃষ্টিতে শাইস্তার মুখের প্রতি চাহিয়া, গম্ভীর-জীমূত-মন্দ্র-ধ্বনিতে কহিলেন, "রে যবন! তুই এমন মনে করিস না, যে, আমি তোর দম্ভে বা জল্লাদের কুঠারে ভয় করিব! তুই আমাদের দেবতাকে নিন্দা করিতেছিস্ কর,—কিন্তু আমি তোদের ন্যায় নরাধম নহি, যে, পাপমুখে পরমেশ্বরের কুৎসা করিয়া জিহ্বাকে অপবিত্র করিব।" পরে কিছু স্থির হইয়া কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! আমি যেরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ইহ জন্মে হইবে না, এক্ষণে আপনার নিকট এই ভিক্ষা যে, যত শীঘ্র হয়, আপনাদের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

শাইস্তা খাঁ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে ত পরের কথা। তুই বলিতে পারিস্ শিবজী কোথায়?"

মাস্কাজী কহিলেন, "না মহাশয়, আমি বলিতে পারি না।" সকলেই অনেক ক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে শাইস্তা খাঁ মাস্কাজীকে কহিলেন, "ওরে, তোর কি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না?"

মা। "তিলার্দ্ধের জন্যও নহে।"

শা। (স্মিত মুখে) "তুই যদি মিথ্যা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিস্, তবে তোকে বধ করি না। ভাল, তুই কেন বিবেচনা করিয়া দেখ্ না, ভূতের পূজাপেক্ষা"——

শাইস্তার মুখে কথা থাকিতেই মাস্কাজী ক্রোধভীষণ-স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "রে বিধর্ম্মি যবন! তুই অনুক্ষণ আমার সমক্ষে আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিস, কিন্তু, আমি যদি এক্ষণে মুক্ত থাকিতাম, তবে তোর ও পাপ মুণ্ড ছেদ করিয়া পদাঘাত পূর্ব্বক তাহার প্রতিশোধ করিতাম, তাহার অণুমাত্রও সংশয় নাই।"

মাস্কাজীর এবম্বিধ সগর্ব্ব-বাক্য শ্রবণ করিয়া শাইস্তা খাঁ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন, এক্ষণে তোরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।"

মা। "তোর ও কথায় আমি ভয় করি না। এই আমি প্রস্তুত, তোদের স্বেচ্ছাচারিতা বৃত্তি চরিতার্থ কর্।"

"ভাল, তাহাই হউক।" এই বলিয়া শাইস্তা খাঁ জনৈক সৈনিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে তথা হইতে গমন করিয়া ক্ষণকাল পরে এক থান পাত্রে করিয়া কতকগুলি মুসলমানীয় খাদ্য আনয়ন করিল। শাইস্তা খাঁ মাস্কাজীকে কহিলেন,—

"তুমি ক্ষুধিত আছ, এই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ কর।"

মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনই মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিত না। এক্ষণে যবন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া সেনাপতিকে মুসলমান হইতে হইল। যখন মুখ ব্যাদান করাইয়া যবনেরা তাঁহাকে সমাংসান্ন

ভক্ষণ করায়, তখন তিনি রোদন করিতে করিতে কহি-লেন,——

“ হা পরমেশ্বর ! আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তদনু-যায়ী ফলই প্রাপ্ত হইলাম। ”

অনন্তর মুসলমানেরা তাঁহার জাতিপাত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না। সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা তাহাদের নিষ্ঠুরতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

রশিনারা।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু-কুটীরে।

মোগল সেনাপতি মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ জয় করিয়া শিবজীর মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। যে সকল সৌধের যে সকল স্থল তাঁহাদের দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদায় সংশোধন জন্য স্থপতি এবং সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী নিয়োজিত করিয়া দিলেন। শিবজী রণে পতিত হন নাই, কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, অনুসন্ধানে তাহার কিছুই স্থির হইল না। তিনি পাছে সগণে দুর্গ পুনরাধিকার করেন, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত দুর্গের স্থানে স্থানে দৃঢ়কায় সৈনিকদিগকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যেখানে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল না। এই রূপে আট-ঘাট বন্ধ করিয়া, মহানন্দে রশিনারার সমভিব্যাহারে এই শুভসূচক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া বাদশাহ সমীপে পাঠাইয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয়গণ! গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিবেন। তিনি এক্ষণে আপনাদিগের কৌতূহল নিবারণে অক্ষম। শিবজীর সহিত বিচ্ছেদের পর রশিনারার কি হইল, জানিবার জন্য আপনাদের ইচ্ছা জন্মিতে পারে; তিনি মনে করিলেই সে ইচ্ছা এখানেই পূর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাস-সম্পর্কীয় উপাখ্যানে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বর্ণন করিতে হয়, স্থান বিশেষে তাহা প্রকাশ না করিলেও গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অতএব পরখণ্ডে বিরহ-বিধুরা রশিনারার সহিত সাক্ষাৎ পাইবেন। গ্রন্থকার, এক্ষণে রাজকীয় ঘটনা-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন; পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না।

রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিবজী কয়েক দিন যে কোথায় ছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। শাইস্তা খাঁ কেবল তাঁহার একটি মাত্র দুর্গ রাজগড় জয় করেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গড় হইতে রাজগড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ, এই দুর্গেই রাজকোষ, বিচারালয় প্রভৃতি যাবতীয় রাজকার্য্যোপযোগী সৌধমালা প্রতিষ্ঠিত ছিল;—এই দুর্গটি হস্তস্খলিত হওয়াতে শিবজী যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনে অক্ষম। মোগলেরা যেরূপে দুর্গ আক্রমণ করে, তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়া তিনি মহাক্রোধান্বিত হইলেন। এবং মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, যে, দুর্গ যদি পুনর্ব্বার জয় করিতে পারেন, তবে অগ্রে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির বিশেষ দণ্ড করিবেন; পরে যবনদিগকে এরূপে বিনষ্ট করিবেন, যে, তাহার সংবাদ প্রদানের জন্য একটিমাত্র লোকও রাখিবেন না। এইরূপ চিন্তা-ব্যাকুলিতান্তঃকরণে দুর্গ জয়ের চারি দিন পরে তিনি

যে কোথা হইতে হঠাৎ রামদাস স্বামীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার বাষ্পমাত্রও যবনেরা জানিতে পারিল না।

রামদাস স্বামী স্বীয় কুটীরে কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। শিবজী যোড়হস্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিলেন। অনেক ক্ষণ পরে রামদাস স্বামী নয়নোন্মীলন করিলেন; তখন শিবজী ভক্তিভাবে গুরুপদে প্রণাম করিয়া কিছু অন্তরে উপবিষ্ট হইয়া অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামদাস স্বামী তখন কহিলেন,——

"বৎস! শুনিলাম যবনেরা তোমার দুর্গ জয় করিয়াছে। এত চিন্তার বিষয়ই বটে; কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি যে গুরুতর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছ, তাহাতে পদে পদে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তাহা বলিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিঘ্ন দর্শনে পরাঙ্মুখ হয়, সে অধম পুরুষ; যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে অগ্রসর হইয়া দুই তিন বার যত্ন করিয়াও অনুষ্ঠিত বিষয় সুসাধ্য করিতে পারে নাই, কিন্তু ইচ্ছা আছে, সময় পাইলেই পুনর্ব্বার যত্ন পাইবে, এরূপ ব্যক্তি মধ্যম পুরুষ; আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা, উদ্যম এবং অধ্যবসায় দ্বারা বারম্বার অবসন্ন হইয়াও যত্ন সুচারু রূপে সুফলীকৃত করেন, তিনিই উত্তম পুরুষ। অতএব বৎস! তুমিও সেই উত্তম পুরুষ হইতে চেষ্টা কর, চেষ্টার পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া যায়।"

শিবজী অধোমুখে থাকিয়াই তাঁহার উপদেশ শুনিলেন, ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। শিবজীর চিত্তক্ষেত্রে কেবল

রশিনারার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শত্রু যে, তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে শাণিত অসি উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি ভ্রমেও মনে করিতেছেন না। কেবল ভাবিতেছেন, "আমাকে বিদায় করিবার সময় প্রেয়সী যে কহিলেন, 'আমি যেখানেই কেন থাকি না, তোমারই রহিলাম'—অহো! কি মধুর কথা! আমার হৃদয়ের মধ্যে সেই কথাগুলি অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যখন আমি বিরহাশঙ্কা করিয়া নৈরাশ্যের সহিত তাঁহার মুখপানে চাহিলাম,—বিরহ-যন্ত্রণা পাইব বলিয়া কত রূপ কহিতে লাগিলাম; তখন তিনি বাক্‌শক্তিরহিতার ন্যায় স্থির-দৃষ্টিতে আমার বিমর্ষ-বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অহো! কি চমৎকার মুখশ্রী! কি অভূতপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি! দীর্ঘায়ত চক্ষুঃ, বিরহাশঙ্কায় বারিভারাকীর্ণ হইতেছে, অথচ নয়নাসার বিগলিত হইতেছে না। সেই স্নেহব্যঞ্জক দৃষ্টি, সেই মনোগত-ভাবপ্রকাশক্ষম মৃদুলালক্তাভ অধর-পল্লব, সেই দুঃখপ্রকাশক ঈষৎ বিকুঞ্চিত ললাট দর্শন করিয়া কে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারে? আর কি আমি সেই প্রফুল্ল মুখের সুমধুর হাস্য দেখিতে পাইব?—" এই সকল কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে তিনি রোদন করিয়া উঠিলেন।

রামদাস স্বামী এ সকল কথার বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তিনি শিবজীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি মোগল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অপমানে এই রূপ রোদন করিতেছেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিলেন না। পরে রামদাস স্বামী কহিলেন,—

"জয়-পরাজয় দৈবের হাত। ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং যাহাতে জেতার উপরে বীর্য্য প্রকাশ করা যায়, তাহারই যুক্তি স্থির করা উচিত।"

শিবজী তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের স্থিরতার জন্যই শ্রীচরণ সমীপে আসিয়াছি।"

রা। "শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু, দেখিতেছি, সম্মুখ যুদ্ধে যবনদিগকে পরাস্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। তদ্রূপ যুদ্ধে, পরাজিত বা সমূলে উচ্ছেদিত হওয়ার সম্ভাবনা।" এই বলিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শি। "তবে কি রূপে দুর্গ অধিকার করিব?"

রামদাস স্বামী মত স্থির করিয়া কহিলেন, "যে রূপে আলী আদল শাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি আবজুল খাঁকে পরাস্ত করিয়াছিলে, সেই রূপ উপায় দ্বারা শাইস্তাকেও দুর্গ হইতে বিদূরিত করিয়া দাও।"

শি। "গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমিও মনে মনে তাহাই স্থির করিয়াছি।"

রা। "তবে শুভস্য শীঘ্রং।"

শি। "আর বলিতে হইবে না; সৈন্য সংগ্রহ জন্য স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছি। অদ্য রজনীতে দুর্গস্থ যবনদিগকে আক্রমণ করিব, এমন অভিপ্রায় করিয়াছি।"

রামদাস স্বামী আবার অবনত-শিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেখিয়া শিবজী কহিলেন,——

"গুরো! কি ভাবিতেছেন?"

রা। (অনুৎসাহ সহকারে) আর কি ভাবিব? তুমি যে কেমন করিয়া দুর্গে যাইবে, তাহাই ভাবিতেছি।"

শি। "সে জন্য চিন্তা কি?"

রা। "যবনেরা দুর্গ জয় করিয়া অবশ্যই সতর্ক হইয়া রহিয়াছে; দুর্গে উঠিবার সময় তাহারা জানিতে পারিয়া, অতি সহজেই তোমাদের নিরস্ত্র করিবে।"

শিবজীর মুখে ঈষদ্ধাস্য প্রকটিত হইল। এবং কহিলেন, "গুরুদেব! পৃথিবীর যে যে স্থানের অধিবাসিগণ আমাকে জানিতে পারিয়াছে, তাহারা আমাকে কৌশলজ্ঞ বলিয়া থাকে। অতএব গুরো! আমার দুর্গে আমি যাইব, তাহার জন্য এত চিন্তা কেন?"

রা। "সেই জন্যইত চিন্তা করিতেছি; যবনেরা তোমার চতুরতা বুঝিয়াছে।"

শি। "বোধ হয়, এখনও তাহারা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারে নাই। আজি যখন তাহাদের আক্রমণ করিব, তখন তাহারা জানিবে, যে, বল অপেক্ষা বুদ্ধিবলই প্রধান।"

রা। "কিরূপ বুদ্ধির স্থিরতা করিলে, প্রকাশে বল?"

শি। "আমি কল্য মোগল সৈনিকভুক্ত জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম; তাহার সহিত অনেক কথাবার্তার পর স্থির হইল, যে, তাহার অধীনে যত মহারাষ্ট্রীয় আছে, তাহারা অদ্য দুর্গদ্বার রক্ষা করার ভার পাইবে;—তাহারাই আমাদের দুর্গগমনের সহায়তা করিবে।"

রা। "তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি?"

শি। "অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদিও

তাহারা ধনলোভে যবনের অনুচর্য্যা করিতেছে, তথাচ তাহারা মনে মনে যে আমার কুশল কামনা করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্বাধীন হইতে কাহার না ইচ্ছা? আমি তাহাকে অনেক রূপ উপদেশ দিলাম এবং এরূপ স্বীকারও করিলাম, যে, দুর্গ জয় করিলে তাহাদিগকে নিজ সৈনিকপদে নিয়োজিত করিব। সে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছে, যে, আমাদের সাহায্য পক্ষে প্রাণপণ করিবে। সৈনিকের যে কথা সেই কর্ম্ম,—আমাদের কর্ম্মের সুবিধার জন্য যবন পদাতিক বেশে নৃত্যজীকে তাহার সঙ্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

রামদাস স্বামীর মুখ প্রসন্ন হইল; এবং কহিলেন, "ভাল, এটি যেন সুস্থির হইল; কিন্তু অধিক সৈন্য একত্র সংমিলিত দেখিলে যবনেরা সাবধান হইতে পারে? তাহাদের গুপ্তচরেরা তোমার ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।"

শি। "গুরো! তাহারও উপায় করিয়াছি।" এই বলিয়া স্বামীর কর্ণমুলে সকল কথা গোপনে কহিলেন।

রা। "আমি তোমার মঙ্গল কামনায় যোগাসনে বসিলাম; তুমি যাত্রা কর।"

শিবজী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বরবেশে।

বেলা শেষ হইয়া আসিল। অকস্মাৎ বাদ্যোদ্যমে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। বহুবিধ শিবিকায় মহা মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আগমন করিতেছেন; তৎসহ অসংখ্য সাদী নিসাদী পদাতিগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যাইতেছে। ঐ সকল শিবিকার মধ্যে একখানি পাল্‌কী বহুমুল্য কারুচাতুর্য্যে বিভূষিত; তাহার মধ্যে একটি শ্রীমান বীরপুরুষ বরবেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, শিবিকার দুই পার্শ্বে কতগুলি অশ্বারোহী সমভাবে অশ্ব পরিচালন করিয়া যাইতেছে। বরের বেশ অপূর্ব্ব, রূপ অপূর্ব্ব! যে রূপ গম্ভীর ভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া আছেন, যে রূপ অধোবদনে থাকিয়া শুভক্ষণের আগমন-প্রতীক্ষায় চিন্তা করিতেছেন, তাহাতে কে না তাঁহাকে বর বলিয়া উপলব্ধি করিবে? বিবাহের দিন পরিণেতার মুখ যেমন স্বতঃ বিকসিত বোধ হয়, এ মুখও সেই রূপ বোধ হইল। কেবল মাত্র সে মুখে ঈষৎ মলিনতা সহকারে ঈষৎ উদ্ভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল; তাহা আবার অনুভব করা সহজ কথা নহে, সহসা লোকের কর্ম্ম নহে; তীক্ষ্ণ চক্ষুঃ চাই, তীক্ষ্ণ ভাবুক চাই। পাঠক মহাশয়ের চক্ষুঃ যদি তীক্ষ্ণ হয়, অপরের বেশভূষা রূপ দেখিয়াই যদি তাহার মনের ভাব বাহির করিতে সক্ষম হন, তবে এই বরের প্রতি কটাক্ষপাত

করুন ; তপ্ত সুবর্ণের উপর যে একটু কালিমা পড়িয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

ক্রমে বরযাত্রিগণ পুণার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপথ মাট ঘাট সর্ব্বত্র লোক-পরিপূর্ণ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিশ্রামার্থ রাজপথের উপরে শিবিকা নামাইলেন; বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা ভূমিতলে রাখিয়া পথের উপরে পদসঞ্চালন এবং বস্ত্রাগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বায়ু ব্যজন করিতেছে; অশ্বগণের শরীর স্বেদজলে আর্দ্র ; কোন কোনটা মৃত্তিকায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, কোন কোনটা মুখস্ চর্ব্বণ করিতে করিতে বক্রগ্রীবা মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ করিতেছে ; প্রায় সকলটারই মুখে সফেণ চর্ব্বিত দূর্ব্বাদল, কোন কোনটার বা সময়ে সময়ে নাকাসাট্—রক্ষকগণ রীতিমত তাহাদের শুশ্রূষা করিতেছে। যাঁহারা শিবিকারোহণে আসিয়াছেন, তাঁহারা বাহকের স্কন্ধে পাল্‌কী থাকিতেই লম্ফত্যাগ করিয়া ভূমিতলে অবতরণ করিলেন, লোকে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে কি না, বক্রনয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই অপার সুখ! অপরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তথাচ তাঁহাদের কষ্টের সীমা নাই। তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পরস্পর শারীরিক অপটুতার বিষয় কতই কহিতে লাগিলেন। অদৃষ্টবাদিগণ কহেন, "যদি বিধাতা ভাগ্যবানের এবং অভাগ্যের ললাট-লিপিতে সুখদুঃখ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী স্থিরীকৃত না করিবেন, তবে কেহ বা মহাসুখে শিবিকারোহণে যাইবে কেন, আর কেহ বা তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবে কেন?"

অনেক ক্ষণ পরে বরবেশী অপর একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, “ওহে বাজীপ্রভু! বাদ্যকরদিগকে একবার বাদন করিতে বল, কে কেমন বাজায়, তাহা আমরা পরীক্ষা করি।”

বাজীপ্রভু অবনতশিরে কহিলেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ!” শিবজী স্বয়ং বরবেশী, মোগলেরা তাঁহার গুপ্ত সামন্তদিগের গুপ্তানুসন্ধান পাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি বাদ্যবাদন করিতে অনুমতি করিলেন।

মাওলী সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে বাদ্যকরদিগকে বাজাইতে অনুমতি করিলেন। বাদ্যকরেরাও বাদ্য বাজাইয়া আমোদ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। দর্শকেরা ঐকান্তিক মনে তাহা শুনিতে লাগিল। শত্রুগণ, বিবাহের বরযাত্রী বলিয়া তাঁহাদের সহিত কোনরূপ কথাই কহিল না। ধন্য শিবজীর চতুরতা!!

পাঠকগণ! এই অপরাহ্ন সময়। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। এখন একবার সহ্য পর্ব্বতের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করুন; বিশ্বপিতার অপার মহিমার কার্য্য-কলাপ দর্শন করুন, অন্তরাত্মা সন্তোষস্রোতে ভাসমান হইবে। এ স্রোতের দুর্গম বেগ; এক বার তাহাতে গাহমান হইলে, যত ক্ষণ তাহার প্রবল প্রবাহ থাকিবে, তত ক্ষণ আর আত্মা তিলার্দ্ধ জন্য সংযমিত হইবে না; জলোচ্ছসিত নদীবক্ষে তরণী যেমন তীরবৎ গমন করে, সেইরূপ বেগে সন্তোষ-স্রোতে মনস্তরী চলিবে। এ স্থানে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয়বিধ বস্তু আছে, যাহাতে যাঁহার তৃপ্তি জন্মে, তিনি তাহাই দর্শন করুন। এই সময় আমি একটা কথা বলিয়া রাখি, “প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে যত

সুখ, অপ্রাকৃতিক নয়ন-তৃপ্তকর কারুকার্য্য দর্শনে তত দূর হইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ”

দেখুন পাঠক! শৃঙ্গধরের কি মনোরম শোভা! মেরুশিখরস্থ উন্নতাবনত শৃঙ্গমণ্ডলী নীরদ-জালে বিমণ্ডিত হইয়া কেমন পাংশু বর্ণে রঞ্জিত দেখা যাইতেছে। আবার দেখুন, ঘনঘটা-বিমুক্ত উপলখণ্ড অস্তগমনোন্মুখ দিবাকর-কর-কদম্বে কেমন সুরঞ্জিত। অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণ দর্শনে নীড়ান্বেষণ-পর পক্ষিকুল পক্ষপুট সঞ্চালন পূর্ব্বক কলরব করিয়া কেমন আকাশমার্গে উঠিতেছে! শাখাসীন বিহঙ্গমেরা মধুস্বরে কেমন রব করিতেছে! এ সুধামিশ্রিত স্বর অপেক্ষা কি বীণাবাদ্য, না গায়িকার কণ্ঠস্বর-লালিত্য উত্তম? ইহাতে যদি কাহার সন্দেহ জন্মে, তবে আপনাদের রসজ্ঞান নাই, স্বরবোধ নাই বলিলেও ক্ষতি নাই।

রজনী সুন্দরী আসিতেছেন; অগ্রে সহচরগণ নিঃশব্দে নীলাকাশে দুই একটি করিয়া আগমন পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল; প্রদোষ-সমীরণ মন্দগতিতে যামিনীর আগমন বার্ত্তা দিতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া জল স্থল সকলই যেন কৃষ্ণবস্ত্রে অঙ্গভূষণ করিল। পর্ব্বতের আর দুঃখের সীমা নাই! একে প্রভুবিচ্ছেদ-জনিত দুশ্চিন্তায় শরীর মলিন হইয়াছে, তাহাতে আবার সন্ধ্যাতিমির গাঢ়রূপে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল;—প্রভু-বিয়োগে কাহার না মন বিগলিত হয়? জীবিতেরত কথাই নাই, পাষাণও দ্রব হইল! পর্ব্বতশিখর মেঘজালে মণ্ডিত, তাহার কটিতটে শিবজীর অত্যুচ্চ সৌধমালা বিভূষিত, পর্ব্বত শরীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্রুমগণ উন্নতাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে;

ইহাতে বোধ হইতেছে, যেন গিরি সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে অজস্র নির্ঝর রূপ নয়নাসার ঝরঝর শব্দে পাতন পূর্ব্বক প্রভুবিরহে রোদন করিতেছে। পাষাণ! ধৈর্য্য ধর, অনতিবিলম্বে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনরধিকারে।

রজনী ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। বিশ্বমণ্ডল তিমিরাবৃত হইল। তখন শিবজী শিবিকা হইতে নামিয়া দুর্গ-নিম্নে গমন পূর্ব্বক উপরে উঠিবার সঙ্কেত করিলেন। মহারাষ্ট্রবীর নৃত্যজী পল্‌কর গুপ্তভাবে দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সাঙ্কেতিক ধ্বনি শুনিতে পাইয়া দোলা নামাইয়া দিলেন, প্রথমে শিবজী দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন; পরে রঘুনাথ পন্থ, তানাজী মালুশ্র, বাজীপ্রভু প্রভৃতি যোদ্ধাগণ উঠিলেন। তাঁহারাও বহুসংখ্যক দোলা নামাইয়া ক্রমে অগণিত মহারাষ্ট্র-সৈন্য দুর্গে আনিলেন। সাদী নিসাদী বাদ্যকরগণ অশ্বাদি অনুচর দ্বারা অন্যত্রে পাঠাইয়া দিয়া সশস্ত্রে দুর্গে উঠিল। এই প্রকারে মাওলী প্রভৃতি সৈন্য-সামন্তেরা গড়ে উপস্থিত হইলে, সকলে একত্র হইয়া দুর্গদ্বার হইতে "ববম্‌—ববম্‌—বম্‌—মহাদেব, জয় ভবানি" গম্ভীর তূর্য্য-নিনাদে জয়ধ্বনি করিতে করিতে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন।

শাইস্তা খাঁ চারি দিন মাত্র দুর্গ জয় করিয়াছেন, তাঁহার

সৈন্যগণ পর্ব্বতস্থান উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই। বিশেষ শিবজী বিপক্ষের শতগুণ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, ইহাতে যে তাহারা জ্বলন্ত অনল-শিখায় পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু মুসলমানেরা বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে রণে পরাস্ত করিয়া আসিতেছে, সুতরাং এক্ষণে সেই অবজ্ঞেয় হিন্দুগণ দলবলে প্রবল হইলেও তাহারা পলায়নপর হইল না, নিষ্কাশিত অসি ধারণ করিয়া, “আল্লা-ল্লা-হো” ভৈরব নিনাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

শাইস্তা খাঁ কতিপয় বীর্য্যবান্ সৈনিকসহ বিপুল ধন-প্রপূরিত কোষাগার রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পুত্র তেজস্বী আবুলফতে খাঁ অসি চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বগণে সুরক্ষিত হইয়া শিবজীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং মহাদম্ভে কহিলেন, “অরে কাফের! মনে করিয়াছিস, দুর্গ অধিকার করিয়া লইবি, এখনই তোর সে আশা পূরাইতেছি।” এই বলিয়া অসি ঘূরাইয়া শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মহারাষ্ট্রপতি দাম্ভিক যবনের কথায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহার কথার কোন উত্তর না করিয়া সিংহবৎ প্রচণ্ড বেগে লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পড়িলেন। শরীরের দুর্দ্দম প্রহারে যবন তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। শিবজী অমনি ভূমিশায়ী যবনকে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আবুলফতে খাঁ রণে পতিত হইলে, প্রবল ঝটিকা যেমন শাল্মলি শিম্বী উন্মুক্ত করিয়া তুলারাশি উড়াইয়া লয়, মহারাষ্ট্রীয়গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তদ্রূপ মোগলদিগকে নিপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর যবন-সৈন্যগণ যুদ্ধে নিশ্চয় মৃত্যু জানিতে পারিয়া প্রাণপণে সমর আরম্ভ করিল। কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসি, বর্শা, তীর ইত্যাদি অস্ত্রাঘাতে অত্যল্প ক্ষণেই তাহারা নিঃশেষিত হইয়া পর্ব্বত উপরে স্তূপে স্তূপে পড়িয়া রহিল।

শাইস্তা খাঁ দেখিলেন, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য তাঁহার সপুত্র সামন্তবর্গকে একেবারে নিপাত করিয়াছে। তখন তিনি প্রাণরক্ষার্থ বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। কয়েক জন প্রহরীর সহিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভীমা নদীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। যে পথে তাঁহারা গমন করিলেন, সে দিকে মহারাষ্ট্র-সৈন্যতরঙ্গ উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে কতগুলি বিপক্ষসেনা ভীমনাদে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। শিবজীর কতগুলি সেনা তাঁহার বিশ্বাসঘাতক সেনানীর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, যবনদিগকে পলাইতে দেখিয়া তাহারা তাহাদেরও পশ্চাৎধাবিত হইল। শত্রু নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যবনগণ নদীর মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িল, কিন্তু যেমন তাহারা জলে পড়িল, মহারাষ্ট্রীয়গণ অমনি সঙ্গে সঙ্গে অসি প্রহার দ্বারা যবনদিগকে নিপাত পূর্ব্বক শাইস্তার প্রতি অসি প্রচালন করিল, মোগল সেনানীর প্রাণনষ্ট হইল না বটে, কিন্তু তিনি হস্ত দ্বারা আঘাত নিবারণ করিতে গিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি হারাইলেন। শত্রু পুনর্ব্বার খড়্গ উত্তোলন করিতে, নদীর অপ্রতিহত বেগে স্রোতের অভিমুখে ভাসিয়া যে কোথায় গেলেন, তাহা প্রকাশ করা আমাদের নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র অবরোধে।

শিবজী দুর্গ হস্তগত করিলেন। যে সকল বিপক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদিগের সাহায্যে তিনি স্বস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কার্য্য সমাধানান্তে নিজ অঙ্গীকারানুযায়ী তাহাদিগকে স্বীয় দলে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর, তাহাদের মুখে বিশ্বাসহন্তা যাঙ্কাজীর দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রথমে তিনি কিছু সন্তুষ্ট হইলেন। আবার পরক্ষণেই যবনের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অতি দুঃখে আপনা আপনি কহিয়া উঠিলেন, "হা ভারতলক্ষ্মি! তুমি কি ভাবিয়া, তোমার উপযুক্ত সন্তানদিগকে উপেক্ষা করিয়া দুরাত্মা যবনদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান প্রদান করিলে! হাঁ বুঝিয়াছি, পাপীর সংসর্গে থাকিতে তুমি সুখ বিবেচনা কর।"

শাইস্তা খাঁর পরাস্তের পর, শিবজী মোগলাধিকৃত সুরাট রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অতি অল্পক্ষণ মধ্যে লুঠ করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা শাহজীর মৃত্যু সংঘটন হয়। শিবজী পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত এবং পারস্য শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দানুযায়ী কর্ম্মচারীদিগের উপাধি প্রদান ও রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শিবজীর রণপোতস্থ সৈনিকগণ, মাক্কা গমনোন্মুখ মুসলমান যাত্রীদিগের জাহাজ বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া

তাহাদের প্রভূত ধন অপহরণ করিয়া দুর্গে আনয়ন করে। শিবজী ও নৃত্যজী পল্‌কর, সসৈন্যে বহির্গত হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত অওরঙ্গাবাদ, অহমদনগর, গোকর্ণ, গোয়া, বেঙ্গলোর প্রভৃতি স্থান সকল বিলুণ্ঠন করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন।

এই সকল ঘটনা যখন সংঘটিত হয়, তখন দিল্লীশ্বর আরাঞ্জেব মারাত্মক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া, বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য কাশ্মীরে গমন করেন। শাইস্তা খাঁ পরাস্তের পর শাহজাদা সুলতানময়জ্জম্ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। রাজকুমার অনেক যত্ন করিয়াও শিবজীর দৌরাত্ম্য সংযত করিতে পারিলেন না। আরাঞ্জেব যারপর নাই গোঁড়া মুসলমান, মহা সমৃদ্ধিশালী সুরাট প্রভৃতি দেশ সকল হস্তস্খলিত হওয়াতে যত হউক বা না হউক, মক্কা-তীর্থযাত্রিগণের দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া মহা ক্রোধান্বিত হইলেন; তিনি কাশ্মীর গমন কালীন, রজঃপুত রাজা জয়-সিংহকে এক পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "আপনি প্রথমে শিবজীকে লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে পাঠাইবেন, পরে বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিবেন।" জয়সিংহ পত্র পাঠ মাত্র দেলের খাঁর সহিত একেবারে পুনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমভিব্যাহারী সেনানী দেলেরকে পুরন্দরপুর বেষ্টন করিতে কহিয়া স্বয়ং রজঃপুত সৈন্যের সহিত সিংহগড় আক্রমণ করিলেন।

মহাবীর জয়সিংহের এই রূপ আকস্মিক আক্রমণে মহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যন্ত ভীত হইল। তাঁহার গতিরোধ করার জন্য

যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রজঃপূতদিগের সহিত রণে সমকক্ষ হইতে পারিল না। শিবজী তখন মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সন্ধি সংস্থাপন জন্য রজঃপূত-শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য দিন স্থির করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রজঃপূত-শিবিরে।

একদা রাজা জয়সিংহ পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শিবজী একাকী তথায় আগমন পূর্ব্বক রীতিমত অভিবাদন করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। রজঃপূত রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি কহিলেন,——

"মহারাজ! লুপ্তপ্রায় পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারাকাঙ্ক্ষী শিবজী।"

জয়সিংহ নিরস্ত্র শিবজীকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এত বড় সাহসী না হইলে কি কেহ কখন সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে? আমার সেনাবল অধিক না হইলে কখনই ইহার সহিত যুদ্ধে পারিতাম না।" এই রূপ মনে মনে শিবজীকে প্রশংসা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সদালাপের পর রজঃপূতপতি কহিলেন,——

"মহাশয়, আপনাকেত বড় সাহসী দেখিতেছি; আমরা আপনার শত্রু, শত্রুশিবিরে একাকী নিরস্ত্র হইয়া আসিতে কি আপনার কিছুমাত্র ভয় হইল না?"

নির্ভীক শিবজী ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, "মাহারাজ! আপনি মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ; ক্ষত্রকুলোচিত ধর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী;—অতএব আপনার সম্মুখে আমি নিরস্ত্রে আসিব, ইহাতে ভয় কি?"

হর্ষে জয়সিংহের মুখ প্রফুল্ল হইল এবং কহিলেন, "যোদ্ধাদিগের এই রূপ নিয়মই বটে; রণক্ষেত্র ভিন্ন শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করিতে হইবে।"

অনন্তর তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, "মহারাজ! এসময় আপনি আমাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন; না হইবার কারণও নাই। কিন্তু, মহারাজ! আমি এক আত্মপ্রতীতি মাত্র অবলম্বন করিয়া এখানে আসিতে সাহসী হইয়াছি।"

জয়সিংহ কহিলেন, "কি?"

শি। "আমার মনে এইটি সহসা উদ্ভব হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, এ ঘোর সমরানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে।"

এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ তাঁহার আগমনের কারণ কতক কতক বুঝিতে পারিলেন; তখন তাঁহার কথা কত দূর গিয়া দাঁড়ায়, তাহা জানিবার জন্য সহসা কোন প্রকৃত উত্তর না করিয়া কহিলেন, "আপনার কি ইচ্ছা?"

শি। "সন্ধি।"

জ। "আমার প্রভু আমাকে মহারাষ্ট্রকুল উচ্ছেদ জন্য পাঠাইয়াছেন; সন্ধি করিতে পাঠান নাই।"

শিবজীর মুখ কিছু গম্ভীর হইল; এবং কহিলেন, "এ আপনার সদৃশ ব্যক্তির তুল্য উত্তর হয় নাই।" জয়সিংহ দেখিলেন, যে, শিবজীর চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত আরক্ত হইয়াছে; অধরপল্লবে মনস্তাপের লক্ষণ বিকসিত হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "কেন?"

শিবজী ঈষৎ-গর্ব্ববিস্ফারিত বচনে কহিলেন, "আপনি রাজপুতনার রাজা, মহাবীর্য্যশালী; কিন্তু আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার কি এই কর্ত্তব্য, যে, দিল্লীশ্বরের দাসত্ব-নিগড় চরণে ধারণ করিয়া স্বীয় গোত্রোদ্ভূত জাতিধর্ম্ম রক্ষাভিলাষী এক ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করেন? আপনি ইহাও বিবেচনা করুন, যে, উভয় পক্ষ ধ্বংস ভিন্ন একের উচ্ছেদ কিছুতেই হইবে না।"

শিবজীর কথা শ্রবণ করিয়া জয়সিংহ মস্তক অবনত করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি বাদশাহের আনুগত্য করিতেছি, ইহা নিতান্ত ঘৃণার কথা। কিন্তু অনুগত না হইয়াই বা কি করি? যে বল দ্বারা লোকে প্রভুত্ব প্রচার করিতে সক্ষম হয়, তাহার অভাব হইলেই তাহাকে অধীন হইতে হয়।"

শিবজী কহিলেন "এত দুর্ব্বল হইবার কারণ কি?

জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমাদের পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ জন্য উত্তমাঙ্গবিহীন সর্পের ন্যায় দিল্লীশ্বরের পদতলে মর্দ্দিত হইতেছি।"

শি। “আমিও সে জন্য কখন কখন আপনা আপনি বিরক্ত হই। সেই জন্যই হিন্দুনাম যবনের নিকট ঘৃণাস্পদ হইয়াছে। মহারাজ! যদিও আরাঞ্জেব কার্য্য সাধনের উদ্দেশে আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন, কিন্তু বোধ হয়, তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করেন না। এই যুদ্ধে যদি আমাদের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাতে বাদশাহেরই জয়। তিনি আপনাকে যে কখনই অমান্য করেন নাই, তাহার বিশেষ কারণও আছে, যে সকল যুদ্ধে তাঁহার মোগল-যোদ্ধগণ অপারগ, সেই সেই স্থানে তিনি আপনাকে পাঠাইয়া দেন। বস্তুতঃ কার্য্যসিদ্ধিই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখুন, যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁহার জন্যই আবৃগানিস্থানে প্রাণবিসর্জ্জন করেন, কিন্তু আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, তাঁহার পুত্র-কলত্রের প্রতি শেষে বাদশাহ কি দুর্ব্যবহারই না করিয়াছিলেন? অতএব মহারাজ! আজি যদি আপনার মৃত্যু হয়, তবে কল্য সাধারণে দেখিবে, আরাঞ্জেব আপনার পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? যাহা হউক, মিথ্যা বাগাড়ম্বর আমার উদ্দেশ্য নহে, যদি আমরা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া হিন্দুদিগের পুনরভ্যুদয় করিতে সক্ষম হই, তবে তাহার চেষ্টা না করিব কেন? যেমন দক্ষিণে হিন্দুনাম রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ করিতেছি, সেই রূপ যদি উত্তরে আপনি একটু মনোযোগ করেন, তবে যবনেরা হিন্দু বলিয়া আর আমাদের ঘৃণা করিবে না;—বাদশাহের নিষ্ঠুর ব্যবহার আর আমাদের সহ্য করিতে হইবে না।”

রাজা জয়সিংহ শিবজীর কথা শুনিয়া কিছু লজ্জিত

হইলেন ; এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাষ্ট্ররাজ! আপনার উপদেশে আমার চৈতন্য হইল। আমি আপনার অভিমত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু আপনার নিকট আমার একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা স্বীকার করিলে, আমার আর কোন আপত্তি নাই।"

শিবজী আগ্রহ সহ কহিলেন, "কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

জয়সিংহ কহিলেন, "যদি আমি এমন প্রতিজ্ঞা করি, যে, বাদশাহের সহিত আপনি সাক্ষাৎ করিলে, তিনি যদি আপনার অপমান করেন, তবে আমি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব ; এরূপ হইলে আপনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক কি না!"

শিবজীর মুখ প্রফুল্ল হইল ; এবং সহাস্য মুখে উৎসাহের সহিত কহিলেন, "আমি এখনই বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তিনি আমার অপমান করিলেই যদি আপনি জন্মভূমির পুনরুদ্ধার করেন, এমন অপমান প্রার্থনীয়।"

জয়সিংহ তাঁহাকে বহুবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন। "আর একটা কথা আছে।"

শি। "বলুন।"

জ। "এক্ষণে আমি আপনার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমার সেনাগণ যে সকল দুর্গ ও দেশ জয় করিয়াছে, আপাততঃ তাহা বাদশাহের শাসনে থাকুক। আমি অতি শীঘ্রই বিজয়পুরের বাদশাহ আলি

আদল শাহের সহিত যুদ্ধে গমন করিব; আপনিও সসৈন্যে আমার সাহায্যার্থ চলুন, ইহাতে বাদশাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি যুদ্ধ জয় করিতে পারি, তবে বাদশাহের নিকট আপনার গুণ প্রচ্ছন্ন থাকিবে না; তিনি অবশ্যই আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন, আপনিও এই সুযোগে আপনার রাজ্য দৃঢ়তর করিতে পারিবেন।”

এই কথা শ্রবণানন্তর শিবজী চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, “আমি বাদশাহের পক্ষাবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক নহি। কিন্তু আমার সেনাগণ যে সকল দেশ জয় করিবে, তাহার রাজস্বের চতুরাংশের এক অংশ তাহাদের ভৃতি স্বরূপ দিতে হইবে। ইহাতে আপনাদের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না; কেননা, তাহাদের বেতন রাজকোষ হইতে দিতে হইবে না, অথচ, স্ব স্ব ভৃতি জন্য তাহারা উৎসাহের সহিত অধিক দেশ জয় করিবে। আপনি ইহা স্বীকার করুন, আমি যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত আছি।”

এই কথার মর্ম্ম, বোধ হয়, জয়সিংহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি শিবজীর ইচ্ছানুসারে সন্ধিপত্র করিলেন। বাদশাহও তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির নিয়ম এবং বিজয়পুরের যুদ্ধ বাহুল্য জ্ঞানে এস্থানে প্রকাশ করা গেল না, পাঠকগণ ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

শিবজী বাদশাহের মন সন্তুষ্ট করিতে গমন করিলেন।

আমরাও অনেক দিন, রশিনারার কি হইল জানিতে পারি নাই। অতএব পাঠক মহাশয়, চলুন, রশিনারার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দৈবের গতি প্রত্যক্ষ করি।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

রশিনারা।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগৃহে।

রশিনারা নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে উপনীতা হইলেন। এক্ষণে আর সে কুসুম সুমুহ মধ্যে গোলাবফুলের ন্যায় মনো-মোহিনী সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব, সে লম্বমান ফণি-তুল্য মনোহর বেণী, সে পায়জামা, সে কাঁচলী, সে পেসওয়াজ, সে ওড়না, সে রত্নালঙ্কার প্রভৃতি কিছুই নাই। সে সুকোমল দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, সে দীর্ঘায়ত লোল চক্ষে দরদরিত ধারা বিগলিত হইতেছে, সে অবিরত হাস্য-সংযুক্ত মৃদুলালক্ত-নিভ অধর-পল্লব মনস্তাপে বিকুঞ্চিত হইয়াছে, সে চিকুরজাল এক্ষণে অবেণী-সম্বদ্ধ, ধূলায় ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে, সে সুকোমল ক্ষীণ শরীরে এক্ষণে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে; সে আমোদ আহ্লাদ এক্ষণে কিছুই নাই, কেবল সর্ব্বদা রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে! রশিনারা কারাগৃহে বন্দিনী! রশিনারা পিতৃসমক্ষে শিবজীর গুণানুবাদ করিয়াছিলেন

বলিয়া বন্দিনী হন। তাঁহাকে সাধারণ কারাগারে যাইতে হয় নাই, নিজ পিতামহ যে অন্তঃপুর-কারাগৃহে ছিলেন, তিনিও সেই কারাগৃহে বন্দিনী রহিলেন। উভয়েই বন্দী, চির দুঃখী! তবে এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, যে, সাজাহানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর, নয়ন-প্রান্তে কঠোর জ্বালা; রশিনারার তাহা নহে; তাঁহার মুখ কেবল বিরহ-বিশুষ্ক, কেবল মাত্র প্রিয়জন সম্ভাষণ জন্য মলিনা, শঙ্কিতা, রোদন-পরা!

রশিনারা! তোমার দোষ কি? তুমিত পরিণাম দর্শন করিতে পারিয়াছিলে; এই জন্যই শিবজীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছুক ছিলে না, এই আশঙ্কাক্রমেই উপযুক্ত পাত্রে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াও তৎসহবাস-সুখে আপনাকে বঞ্চিতা করিয়াছিলে; এই আশঙ্কাতেই শিবজীকে নিকটে সমাগত দেখিয়া ইন্দুনিভানন মলিন করিতে,—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রোদন করিতে; এই আশঙ্কাতেই তোমাকে ভুলিতে প্রিয়ভাজনকে পরামর্শ দিতে; এই আশঙ্কাতেই তরঙ্গমালা বিরাজিত অনুরাগ-স্রোতস্বতীকে তড়াগের ন্যায় স্থির করিয়া রাখিতে। এত করিয়াও কি হইল! যে ভয় করিয়া এত কৌশল করিয়াছিলে, কালে মূর্ত্তিমতী হইয়া সে সকলই তোমার স্কন্ধে আরোহণ করিল! যে স্রোতস্বতীকে তড়াগের ন্যায় স্থির রাখিয়াছিলে, এক্ষণে সেই তড়াগে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল; তড়াগ-জল আন্দোলিত—বিলোড়িত হইতে লাগিল।

সাজাহান, রশিনারার সহিত প্রথম কথা কহিলেন না; এমন কি, পৌত্রী বলিয়া তাঁহার দিকে নেত্রপাতও করিলেন না।

সাজাহান রশিনারার সহিত কথা কহিলেন না কেন? রশিনারা আরাঞ্জেবের কন্যা; যে আরাঞ্জেব তাঁহার পুত্র হইয়া তাঁহাকে কারাবন্দী করিয়াছে, সপুত্র পুত্রত্রয়কে বিনষ্ট করিয়াছে। বৃদ্ধ বাদশাহ এক্ষণে সেই নিষ্ঠুর পুত্রের অপত্যের জন্য যে দুঃখ প্রকাশ করিবেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? যে নক্ষত্র আকাশচ্যুত হইয়াছে, তাহা কি পুনর্ব্বার নীলাম্বর-বক্ষে বিরাজ করিবে? যে স্নেহ একবার হৃদয় হইতে বিচলিত হইয়া গিয়াছে, সে অমুল্য পদার্থ কি আর সেই দগ্ধহৃদয়ে পুনর্ব্বার সঞ্চার হইবে!

সাজাহান পূর্ব্বরূপ স্নেহ করুন বা না করুন, কিন্তু রশিনারা তাঁহাকে যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নানারূপ হিতোপদেশ দ্বারা পিতামহের দুঃখ বিদূরিত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। এক দিন সাজাহান শয়নং করিয়া আছেন, রশিনারা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন; অনেক ক্ষণ পরে, বৃদ্ধ ঈষৎ নয়নোন্মীলন করিয়া রশিনারাকে দেখিতে লাগিলেন;—স্বর্ণলতিকা তুল্য সুকুমার দেহ যেন প্রবলা-তপ বিশোষিত, শিশির-বিশুষ্ক পঙ্কজানন, দীর্ঘায়ত কোমল চক্ষুঃ বিকুঞ্চিত হইয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে! সেই নয়নাসারে তাঁহার চরণতল সিক্ত হইতেছে। ইহা দেখিতে দেখিতে সাজাহানের চক্ষুঃ হইতে দরদর করিয়া ধারা বহিতে লাগিল,—স্নেহ-কলিকা পুনরুৎফুল্ল হইল। তখন তিনি অতি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রশিনারার চক্ষুর জল মুছাইতে লাগিলেন। তখন, রশিনারার নয়ন-জল দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাজাহান অনেক ক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া

পরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “রশিনারা, আরাঙ্গেব তোমার প্রতি এত নিদারুণ ব্যবহার কেন করিল? আমি সর্ব্বদাই তোমাকে রোদন করিতে দেখি; ইহার কারণ যদি প্রকাশ্য হয়, তবে বল, যদি আমার কোন সাধ্য থাকে, তবে আমি এ দুঃখ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব।”

রশিনারা চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, পিতার দোষ কি, এ বিড়ম্বনা আমার ললাট-লিপির ফল।”

সাজাহান ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, “রশিনারা, তুমিত ইতিপূর্ব্বে তোমার সুখ-দুঃখ যাহাই কেন হউক না, সকল বিষয়ই অকপটে আমার নিকট ব্যক্ত করিতে! এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার শরীরের আর সে শ্রী নাই! চিত্তবৈকল্য না হইলে এরূপ কিসে হইল? আরাঙ্গেবই বা কেন তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হইল? আমি তোমার পিতামহ, আমার নিকট তুমি সকল বিষয়ই ব্যক্ত করিতে পার। তবে বল না কেন? হাঁ, বুঝিয়াছি, আমি তোমার পিতৃশত্রু, সেই জন্যই গোপন করিতেছ! ভাল, তোমার পিতারই যেন শত্রু হইয়াছি, তোমারত শত্রু নহি, তোমার মলিন মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! বল বল, বিলম্ব করিও না।”

রশিনারা বৃদ্ধের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; চক্ষুর পলক নাই। ক্ষণকাল পরে কাঁদিয়া কহিলেন,——

“এ দগ্ধ কলেবরে আর কেন লবণাক্ত বারি সিঞ্চন করেন? আপনি পিতার শত্রু, আমি কি তাঁহার সুহৃৎ? তাহা হইলে এ অভাগীর এরূপ ভাগ্য হইবে কেন? তিনি যদি আমাকে আপনার শুশ্রূষায় পাঠাইতেন, তবে কি আমি তাঁহার কুশল

কামনায় পরমেশ্বরকে ডাকিতাম না? তিনি আমার হৃৎ-পদ্মের "—বলিতে বলিতে রশিনারা কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাদশাহ তাঁহাকে কহিলেন, "বল বল, দুঃখীর নিকট দুঃখের কথা কহিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়।"

রশিনারা সজল-নয়নে অতি গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগি-লেন, "পিতামহ! কি কহিব? বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে আমি কোন প্রণয়-সুখ-বিশিষ্টা ললনাকে স্বামি-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলাম; তাহা না হইলে কেন আমি পিতার ক্রোধ-ভাজন হইব?"

সাজাহান রশিনারা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না; এই জন্য তাহার সবিশেষ শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এবং আগ্রহ সহ কহিলেন, "কোথায়ও কি উপযুক্ত বর পাইয়াছিলে?"

রশিনারা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্ম-বৃত্তান্ত বলিতে লাগি-লেন। তাঁহার জন্মোৎসব, পিতৃ-উদ্দেশে মাদুরা গমন, পথে দুর্ঘটনা, শিবজীর দুর্গে বাস, উভয়ের অনুরাগ সঞ্চার, সেনানীর দুর্ব্যবহার, দ্বৈরথ যুদ্ধ, শিবজীর পীড়িত শয্যা, দুর্গ জয়, প্রভৃতি সকল বিষয় বলিয়া পরে কহিলেন, "আমার নিকট বিদায় লইয়া যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, বলিতে পারি না।" রশিনারা আবার রোদন করিতে লাগিলেন।

সাজাহানও রোদন করিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "নিষ্ঠুর পুত্রের আচরণে যে এত হইয়া গিয়াছে, আমি ইহার কিছুই অবগত নহি! আরাঞ্জেব,"—বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না,—রোদন করিতে লাগিলেন।

রশিনারা জলভরাকীর্ণ নয়নে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, " আপনি কেন আর ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হন? বিধির চক্র কে বুঝিবে? নচেৎ আপনি কত শত লোকের ধন-প্রাণের কর্ত্তা হইয়া এরূপ পাতকীর ন্যায় বন্দী হইবেন কেন?"

সাজাহান চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, " মনকে প্রবোধ দিবার কথাই এই। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি ধৈর্য্য ধর, যে রূপেই হউক, আমি শিবজীর সংবাদ জানিয়া তোমাকে কহিব; যদি বিধি বিমুখ না হন, তবে তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।"

উভয়েই নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে রশিনারা কহিলেন, " আপনি কিরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন করি-বেন? আপনার কি আর সে দিন আছে? কে আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে? সকলই ত লক্ষ্মীর বরযাত্র; আপনি হিন্দু-স্থানের একমাত্র রাজা হইয়াও দুর্জ্জনের চক্রে এক্ষণে বন্দী হইয়াছেন; বন্দীর কথা কে শুনিবে?"

রশিনারা যাহা কহিলেন, সাজাহানও তাহাই ভাবিতেছিলেন। পরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, " হা প্রিয়পুত্র দারা! হা প্রিয়ভাজন সুজা! হা প্রাণাধিক মোরাদ! তোমরা কি ভাবিয়া এ হতভাগা পিতাকে স্মরণ করিতেছ না! তোমাদের বিয়োগ-শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমাদের সুচরিত্রে ভারতভূমি শান্তিসুখে ভাসমান হইয়াছিলেন। আমি তোমাদের বিশ্বাস করিতাম বলিয়া পারিষদগণ আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন। তোমরা অতি সচ্চরিত্র ছিলে, কিন্তু তোমা-দের ভ্রাতা আরাঞ্জেব এমন পামর-প্রকৃতি হইল কেন? হাঁ

এ সকল আমারই পাপের ফল বলিতে হইবে; আমি ইতি-পূর্ব্বে যে সকল গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহারই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ এই নর-রাক্ষস আমার ঔরসে জন্মিয়াছে! যে মুর্ত্তিমান পাপ, তোমাদিগকে গ্রাস করিল, সে কেন আমাকেও সংহার করে না?—হা প্রাণ! তুমি আর কি সুখে এ দেহে রহিয়াছ? প্রিয়তম পুত্রগণ যেখানে গিষাছে, তুমিও তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। হে কৃতান্ত! যখন যৌবন-প্রমত্ত হইয়া ভোগসুখে রত ছিলাম, তখনই যেন তোমাকে শত্রু বলিয়া অবজ্ঞা হইত, কিন্তু দেখ কৃতান্ত! এক্ষণে আমার তোমাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিবার সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে,—ইন্দ্রিয় বিকল, বলের হ্রাসতা, শরীর জরাগ্রস্ত; অতএব বন্ধো! আইস, তোমাকে সুখে আলিঙ্গন করি।" শোকাকুল বাদশাহ এই বলিয়া অব্যক্ত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রশিনারা বাদশাহকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যে পাপিষ্ঠ এত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহারত কিছুরই অভাব নাই!" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিলেন, "আরাঞ্জেবের অপরাধ নাই! আমিও আমার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম; পিতাও তাঁহার পিতার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। অতএব, আমাদের বংশ-পরম্পরাগতই এই রূপ হইয়া আসিতেছে; তবে কেন আর অনুশোচনা করি?" এইরূপ কহিয়া বৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইলেন।

রশিনারা, তাঁহার দুঃখের সময় বহুবিধ যুক্তিগর্ভ উপদেশ, এবং সাধুলোকের পুরাবৃত্তাদি বর্ণন দ্বারা তাঁহার শোকাপনোদন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। বাদশাহও মধ্যে মধ্যে শিবজীর গুণগ্রাম কহিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সাজাহান শিবজীর সংবাদ আনয়ন জন্য সাধ্যমত চেষ্টায় রহিলেন। এইরূপে উভয়ে কোন রূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদে।

কারাগৃহের যে কক্ষ্যায় রশিনারা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় আর কাহারও যাইবার অনুমতি ছিল না; এক জন নপুংসক ও একটি পরিচারিকা মাত্র তাঁহার সেবার জন্য নিয়ত নিকটে উপস্থিত থাকিত। রশিনারা দিবসের অধিকাংশ কাল পিতামহের সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন; অবশিষ্ট সময় স্মৃতি-সহচরী সঙ্গে বাস করিয়া ভূতপূর্ব্ব কথা সকল তাহার মুখে শুনিতেন।

যে দিন শিবজী দিল্লীতে উপনীত হন, সেই দিন অপরাহ্ণ কালে রশিনারা আপাদ-মস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত করিয়া শয়ানা রহিয়াছেন। নয়নজলে মুখমণ্ডল পল্লাবিত ও উপাধান অভিষিক্ত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে অশ্রু মার্জ্জন জন্য মলিন বসনাঞ্চলভাগ আর্দ্র হইতেছে। অসিত-শশিকলার ন্যায়

ক্ষীণ কলেবর, তাহাও আবার সঙ্কীর্ণায়তন চীর-বাসে নব-ঘনঘটার ন্যায় আবৃত রহিয়াছে; নবনীরদ আকাঙ্ক্ষায় চাতকী যেমন সর্ব্বদাই ব্যাকুলা, রশিনারাও শিবজীর সঙ্গ-লাভের প্রত্যাশায় সেইরূপ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া মনোবৃত্তি সকল দগ্ধ করিতেছে;—এখন আর সে ধীরতা নাই; নিতান্ত অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। হৃদয় নিতান্ত দুর্দ্দমণীয় হওয়াতে এক এক বার ভাবিতেছেন, যে "এ পাপপুরী হইতে ভিখারিণী বেশে বহির্গতা হইয়া, নগরে, কান্তারে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, যেখানে প্রিয়তমকে পাই, অন্বেষণ করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "এখান হইতে বাহির হইবার উপায় কি? প্রহরিগণ আমাকে গমন করিতে দিবে কেন? ধন দ্বারা কি তাহাদের বশ করিতে পারিব না? ভাল তাহারাই যেন ধনলোভে আমাকে ছাড়িয়া দিল; পথে যদি অন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারে? মিনতি করিলে কি তাহারা শুনিবে না? শুনিবে বই কি। দুঃখিনীর দুঃখে পাষাণ দ্রব হয়, তাহারা অবশ্যই আমাকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দিবে।" এইরূপ ভাবিয়া, রশিনারা শয্যোত্তরচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন; যুগল কোমল কর-পল্লব দ্বারা চক্ষুঃ মুছিলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন। যখন শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন পা কাঁপিতে লাগিল, অঙ্গও কাঁপিতে লাগিল;—কোথাও কি গমনের সাধ্য আছে? শরীরে কি আর পূর্ব্ববৎ সামর্থ্য আছে? এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; হতাশ হইয়া আবার বসিলেন, উদ্যম বিফল হইল বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল

ক্রন্দন করিয়া সন্তাপের কিছু হ্রাস হইলে, পুনর্ব্বার অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিলেন; এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মহারাষ্ট্রপতি কোথায় গমন করিয়াছেন? আমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কোথায় পাইব? এ অবস্থায় কি একাকিনী ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য? যুবতী কামিনী কখন গৃহবহির্গতা হইবে না; বিশেষতঃ এক্ষণে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি অতি অল্প। না আমার যাওয়া হইল না।" এই ভাবিয়া তিনি নীরবে রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে রশিনারার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতে লাগিল; গিরি-দুর্গের মনোহর কক্ষ্যায় গোলাবীর সহিত যেরূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তাহা মনে পড়িল; শিবজী তাঁহার সহিত যেরূপ হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন, তাহা মনে পড়িল; তিনি আবার যেরূপে ভাব গোপন করিয়া প্রাণাধিককে কষ্ট দিতেন, তাহা মনে পড়িল; পীড়িত শয্যায় হতচৈতন্য শিবজী যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল; সেই মৃত্যুপ্রায় অবস্থাতে যে রূপে তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। রশিনারা অনন্যচিন্তা হইয়া এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন; হঠাৎ আবার শিবজী যেরূপ বিশুষ্ক মুখে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল; অমনি মন অধৈর্য্য হইয়া পড়িল; অনুতাপ দ্বিগুণ প্রবল হইয়া হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। রশিনারা তখন রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল রোদন করিয়া কহিলেন, "কেন আমি পাষাণীর ন্যায় মনকে কঠিন করিয়াছিলাম! কেন আমি প্রিয়বরের

সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ করি নাই! রে কঠিন মন! কেন তুই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এত কঠিন্ হইয়াছিলি! ধিক্ নারীর বুদ্ধি! ধিক নারীর বৃথা জন্ম!”

রশিনারা যখন ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া অনুতাপিতা হন, তখন সাহাজান তাঁহার নিকটে আসিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। প্রবল চিন্তার অপ্রতিবিধেয় বেগ-প্রভাবে রশিনারা তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। অনেক ক্ষণ পরে বৃদ্ধ তাঁহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহাকে ডাকিলেন, কিন্তু রশিনারা কোন উত্তর করিলেন না। পরে অঙ্গাচ্ছাদন উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, রশিনারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারা বিগলিত হইতেছে। সাজাহান তখন হস্তদ্বারা রশিনারার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, “রশিনারা! শুন, কোন কথা আছে, উঠ।”

তখন তিনি নয়নোন্মুক্ত করিয়া বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তিনি দেখিলেন, রশিনারা যেন আত্ম-বিহ্বলার ন্যায় তাঁহার প্রতি চাহিতেছেন। তখন তিনি কহিলেন,———

“কি ভাবিতেছ?”

রশিনারা নীরবে রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

সাজাহান পুনর্ব্বার কহিলেন, “এরূপ দিবানিশি চিন্তা করিয়া কি উন্মত্তা হইবে?”

রশিনারা তখন অতিমৃদু অস্ফুট স্বরে কহিলেন, “আমার ন্যায় অভাগীদিগের তাহাই ভাল।” ইহা কহিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

সাজাহান বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি?"

রশিনারা চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "উন্মত্তা হইলে আর স্মৃতি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।"

সাজাহান কহিলেন, "প্রিয়তমে! এত নিরাশা হও কেন? কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এক দিনের দুঃখ কি অন্য দিনে থাকিবে?"

রশিনারা চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, "মহাত্মন্! কেন আপনার অমূল্য উপদেশ অপাত্রে দান করিয়া বৃথা নষ্ট করেন?"

সাজাহান হাসিয়া কহিলেন, "আমার উপদেশ কখনই বৃথা নষ্ট হয় না;—এ অমুল্য ধন প্রদানের পাত্রাপাত্র নাই, সময়ে সকলই সুসিদ্ধ হয়।"

রশিনারা পিতামহের মুখে অনেক দিন হাস্য দেখেন নাই। তাঁহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া কহিলেন, মরুক্ষেত্রে বারিমাত্র নাই,—আমার কি মরীচিকা ভ্রম হইল?"

সাজাহান আবার হাসিয়া কহিলেন, "ভ্রম হইবে কেন? তৃষ্ণা নিবারণও হইবে।"

রশিনারা বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার সংবাদ কি শুনিতে পাই?"

সাজাহান সহাস্য বদনে কহিলেন, "সুসংবাদই বটে।"

রশিনারা স্থিরদৃষ্টিতে পিতামহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুমন্দ স্বরে কহিলেন, "সুসংবাদটি কি শুনিতে পাই না?"

সাজাহান ঈষৎ হাস্য বদনে কহিলেন, "তোমার প্রণয়ভাজন শিবজী আসিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া রুশিনারা ভাবিলেন, বুঝি তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য সাজাহান এই সংবাদ দিতেছেন। অনন্তর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “এ দুঃখিনীকে কেন আর ছলনা করিতেছেন? আমি সকলই বুঝিতে পারি। এ বিষম যন্ত্রণা”— বলিতে বলিতে রুশিনারা কাঁদিয়া উঠিলেন।

সাজাহান কহিলেন, “প্রবঞ্চনা করিতেছি না; রুশিনারা, তুমিত নির্ব্বুদ্ধি নও, যে, তোমাকে যাহা বলিব তাহাতেই প্রবোধিতা হইবে? আমি স্বরূপই বলিতেছি, মহারাষ্ট্ররাজ শিবজী আসিয়াছেন।” ইহা কহিয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে প্রাভাতিক নক্ষত্র পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় কি না, সে নির্ব্বাণোন্মুখী প্রদীপ আবার প্রজ্বলিত হয় কি না, সে অনতিবিলুপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি সেই ক্ষীণকলেবরে প্রকটিত হয় কি না, সে বিশুষ্ক পদ্মমুখে পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য বিরাজ করে কি না, দেখিবার জন্য সাজাহান স্থিরনয়নে রুশিনারার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রুশিনারার চক্ষে দরদর করিয়া পুলকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; হর্ষে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আরক্ত অধর-পল্লবে সন্তোষের লক্ষণ বিকসিত হইল, হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস প্রদীপ্ত হইল। অকস্মাৎ বাতচলিত পাদপের ন্যায় সাজাহানের পদতলে পতিতা হইয়া যুগল বাহুবল্লী দ্বার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া অতি ভক্তি-পূরিত বচনে কহিলেন,——

“এ স্নেহের পুরস্কার আর আমি আপনাকে কি দিব যেমন আপনি আমাকে জীবন দান করিলেন, আমি

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনার অক্ষয়-স্বর্গ লাভ হউক।”

সাজাহান রশিনারার হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া কহিলেন, “বুদ্ধিমতি! তোমার কথা সফল হউক। তোমরাও দম্পতী মিলিত হও, ইহা দেখিয়া আমি জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষবেশে।

অনেক ক্ষণ পরে সাজাহান রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় কক্ষ্যায় গমন করিলেন। তখন রশিনারা করলগ্ন-কপোলে শয্যার উপরে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

প্রথমে তিনি আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে অনিবার্য্যবেগ-বিশিষ্ট-কান্ত-সাগর-গামী মন! তুমি যে রমণীমোহন রাজকান্তি সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছ! যাহার রমণী-হৃদয়জিত অপূর্ব্ব শ্রী, তোমাতে অবিচলিত রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে! কি জাগ্রতে, কি স্বপ্নে তিলার্দ্ধ জন্য যে রূপ-মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পার নাই, সেই হৃদয়েশ্বর এখানেই আসিয়াছেন!—তবে আবার সাত পাঁচ ভাব কেন? আবার অনিষ্টাশঙ্কা কর কেন? তুমি যে ভয় করিয়া প্রাণেশ্বরের সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ কর নাই, তাহা হইতেই

বা মুক্ত হইলে কই? চল, এবার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়া সম্মিলনসুখ সম্ভোগ করিও; ভবিষ্যতে যাহা হয় হইবে, আর তুমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিও না।"

অনন্তর তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে, অদ্য রজনীতে শিবজীর সহিত সম্মিলিতা হইবেন। যেরূপে গৃহ হইতে বহির্গতা হইবেন, তাহা একপ্রকার স্থির করিয়া বেশভূষা একরূপ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার পর রশিনারা নিজ কক্ষ্যার দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ক্ষীণালোকের নিকট বসিয়া বেশভূষা করিতে লাগিলেন। চমৎকার পরিচ্ছদ! রমণীভূষণের চিহ্ন মাত্রও নাই।

যাত্রাকালে রশিনারা পিতামহের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। সাজাহান তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা চিনিবেন? অঙ্গে কি স্ত্রীলোকের চিহ্ন আছে? যে মনোমোহন সৌন্দর্য্য-প্রভাবে শিবজী চিরদুঃখী হইয়াছেন, যে স্মরানলোদ্দীপক রূপের ছটা দর্শন করিয়া মাক্কাজী উন্মত্ত হইয়াছিল, সে রূপসীর রূপের ছটা এক্ষণে তরুণ-বয়স্ক যুবা পুরুষের অনুরূপ হইয়াছে; রূপসী ললনার সুন্দর মুখ কৃত্রিম শ্মশ্রুমণ্ডিত হওয়াতে, পরম সুন্দর যুবা পুরুষের মুখের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। মস্তকের সুদীর্ঘ কেশগুলি, পূর্ব্বে ফণিনীর ন্যায় স্থূল বেণী-সম্বদ্ধ হইয়া কত শত যুবজনের হৃদয়ে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে সেই চিকুরজাল কুণ্ডলীকৃত হইয়া উষ্ণীষের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সাটিনের কাবা দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত, তদুপরি বহুমূল্য উত্তরীয় বসনে উরঃ বিমণ্ডিত হইয়া স্কন্ধের উপর

দিয়া পৃষ্ঠে দুলিতেছে; পায়জামা পরিধান, রমণীয় প্রবাল-শোভিত পাদুকা-দ্বারা চরণ-যুগল সুশোভিত, এবং বহু-মূল্য সারসনে প্রবাল-জড়িত কোষ-সম্বন্ধ অসি বামদিকে দোদুল্যমান হইতেছে। রশিনারা, কেবল মাত্র মুখের কোমলতা—কেবল মাত্র মরালবিনিন্দিতা-গতি লুকাইতে পারেন নাই। দিনমান হইলে তাঁহার মুখ দেখিয়া রমণী-মুখের ন্যায় কতক অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু রজনীতে মুখের সে সূক্ষ্মভাব বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। রশিনারা সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি আরাঞ্জেবের কনিষ্ঠ পুত্রের ন্যায় রশিনারার অবয়ব দেখিয়া কহিলেন,—

"কি রে বৎস! এ বৃদ্ধ পিতামহের কথা কি তোদের স্মরণ আছে? বৎস! আমি যে এরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার তত ক্লেশ নাই, কিন্তু, তোরা পূর্ব্বে যেমন আমার নিকটে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতিস, এক্ষণে যে কেন তাহা করিস না, তাহা ভাবিয়াই কষ্ট পাইতেছি। বৎস! আরাঞ্জেব কি আমার নিকটে আসিতে তোদের নিষেধ করিয়াছে?"

সাজাহান সজল-নয়নে এইরূপ কহিয়া রশিনারার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রশিনারাও কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—

"পিতামহ! আমি আপনার পৌত্র নহি,—অভাগিনী রশিনারা।" সাজাহান বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমি পুরুষের বেশধারণ করিয়াছ কেন?"

র। (হাসিয়া) "আপনি বিবেচনা করেন কি?"

সাজাহানের মুখ মলিন হইল; তাঁহার কথার কোন উত্তর করিলেন না।

রশিনারা আবার কহিলেন, "আমি এক্ষণে প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

বৃদ্ধ কোন কথা কহিলেন না; কেবল স্থিরদৃষ্টিতে রশিনারার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রশিনারা পুনর্ব্বার কহিলেন, "আপনার কি ইহাতে অভিমত নাই?"

সাজাহান কহিলেন, "আছে।"

র। "তবে প্রণাম হই; প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করুন।" এই বলিয়া রশিনারা তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া, সহাস্যমুখে গমনে উদ্যতা হইলেন।

তখন সাজাহান, চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যথার্থই কি চলিলে?"

র। "আজ্ঞা হাঁ।"

সা। "দুই এক দিন প্রতীক্ষা করিলে কি হয় না?"

ইহা শুনিয়া রশিনারা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ঝটিকা বহিতে লাগিল, চক্ষুঃ আবার বারিধারাকীর্ণ হইল। কোন কথা কহিতে পারিলেন না, অধোবদনে বসিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ রশিনারার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে, রশিনারা তাঁহার কথায় বিরক্ত হইয়াছেন; অতএব তিনি কথান্তর অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "শিবজীর কি কোন সংবাদ পাইয়াছ? তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?"

রশিনারার মন তখনও প্রসন্ন হয় নাই। অনুষ্ঠিত কার্য্যে কেহ বাধা জন্মাইলে যে কি পর্য্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়, তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। রশিনারা সাজাহানের কথায় কোন উত্তর করিলেন না।

ইহাতে সাজাহান কহিলেন, "আমি কি তোমাকে কুপরামর্শ দিতেছি? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া চলিলে লোকে কখন বিপদগ্রস্ত হয় না।"

র। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত) "আর আমার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে ইচ্ছা করে না।"

সা। "রশিনারা! বিজ্ঞলোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য। তুমি বালিকা, সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া উঠিতে পার না; আমার কথা রাখ, পশ্চাৎ সুখী হইবে।"

র। (চক্ষুর জল মুছিয়া) "কি কথা, অনুমতি হইক।"

সা। "সে ব্যক্তি কেবল অদ্য এখানে আসিয়াছে, কোথায় বাস করিতেছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। তুমি যেমন তাহার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ, সে ব্যক্তিও তোমার জন্য চিন্তান্বিত না হইবে, এমন কোন কথা নাই; অতএব সে অবশ্যই তোমাকে সংবাদ দিবে। আরও কথা এই যে, আরাঞ্জেব তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছে, তাহার সহিত যে সে কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা তুমি কল্যই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। যদি আরাঞ্জেব রীতিমত তাহার করে তোমাকে সমর্পণ করে,—আমি সেই জন্য তোমাকে দুই দিন প্রতীক্ষা করিতে পরামর্শ দিতেছি।"

র। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) "আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কার সাধ্য?"

সা। "আমি তোমার ভালর জন্যেই একথা বলিলাম,—মন্দর জন্যে নহে। আরাঞ্জেব তাঁহার সহিত যদি ভদ্রতা ব্যবহার করিয়া তোমাকে তাঁহার করে সমর্পণ করে, তবে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে; নচেৎ তুমি নিজে উপযাচক হইয়া যাইবে কেন? যে রূপেই হউক, আমি তোমাকে শিবজীর সকাশে পাঠাইয়া দিব।"

অনন্তর রশিনারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন; এবং ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে পূর্ব্ব কক্ষ্যায় গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমখাসে।

পর দিন, শিবজী আরাঞ্জেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলেন; সমভিব্যাহারী কুমার রামসিংহ দ্বারা আপনার আগমন-বার্ত্তা বাদশাহকে জানাইলেন। কিন্তু, সম্রাট্ তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন না।

শিবজী রাজ-সম্ভাষণে উপস্থিত হইলে তিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম, সভ্যগণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন। হিন্দু রাজন্যগণ মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। শিবজী কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না

করিয়া একেবারে বাদশাহের সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই-লেন ; এবং যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে, আরাঙ্গেব উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণ ; অনতিদীর্ঘ ভ্রমর-গঞ্জিত শ্মশ্রুজালে মুখমণ্ডিত ; ললাট প্রশস্ত, তদবলম্বী অতি সূক্ষ্ম রেখাত্রয় ঈষৎ বায়ু তাড়িত সরস্তরঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নাসা ঈষদুন্নত ; চক্ষুর্দ্বয় বিশাল, আকর্ণ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে ; কিন্তু এ চক্ষে কিছুমাত্র স্নিগ্ধতা নাই, বিদ্যুত্তেজঃ পরিপূর্ণ ; সে চক্ষে কেবল মাত্র কুটিল ভাব প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষুর উপরিভাগে নয়নের উপযুক্ত ভ্রূ ; সে ভ্রূ বক্র করিয়া যাহার প্রতি কটাক্ষপাত হয়, তাহারই ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়। আরাঙ্গেবের প্রশস্ত ললাটোপরি হীরকাদি-খচিত মুকুট সংস্থাপিত ছিল। হীরক-মণি-মাণিক্যাদি-শোভিত পরিচ্ছদ অতি তেজোময়। রাজসিংহাসন চমৎকার ধাতু-নির্ম্মিত দুইটি ময়ূর, নৃত্যকর শিখিতুল্য পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে ; ময়ূরের শরীর যেমন যে যে বর্ণে সুরঞ্জিত, সেই সেই বর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এ শিখণ্ডদ্বয়ও প্রকৃত শিখণ্ড বলিয়া উপলব্ধি হইত। ময়ূর-যুগলের পৃষ্ঠের উপর দিব্যগঠিত এক খানি আসন সংস্থাপিত ছিল, বাদশাহ সেই আসনে বসিয়া-ছিলেন। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে সুবর্ণমণ্ডিত বেদীর উপরে ওমরাহগণ নতশিরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমখাস্ সভাটি শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্যে বোধ হইতেছিল, যেন এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারাই সভাগৃহটি প্রস্তুত হইয়াছে। হায়! কালের কি কুটিল গতি! যে সাজা-হান দিল্লীতে এত ঐশ্বর্য্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তিনি

এক্ষণে এক জন সামান্য বন্দী হইয়া দিনযাপন করিতেছেন।

মহারাষ্ট্রপতি যখন বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া ওম্রাহদিগের আসনে উপবিষ্ট হইতে যান, তখন এক জন শিক্ষিত নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল।——

"সাগরাম্বরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় ঈশ্বর আলমগের বাদশাহের অনুগ্রহে আজি শিবজী পঞ্চহাজারীর মুন্সবদার হইলেন।"

এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবজী আর বসিতে পারিলেন না, অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেক ক্ষণ অভিভূতের ন্যায় থাকিয়া পরে কহিলেন,——

"জাঁহাপনা! এই কি আপনার কর্ত্তব্য?"

আরাঞ্জেব কিছু গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "অনুচিত কিসে হইল?"

শিবজী কিছু উত্তর না করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে বাদশাহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসা রন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল, শরীর রক্তবর্ণ হইল। পরে সক্রোধ বচনে কহিলেন,——

"আপনি জানেন, আমি স্বাধীন রাজা,—আপনার শাসনাধীন নহি। আমি যদি এখানে না আসিতাম, তবেত আপনি আমাকে অপমান করিতে পারিতেন না?" এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

আরাঞ্জেব, দুর্জ্জয় শত্রুকে কাঁদিতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং কহিলেন, "আমি কি তোমাকে অপমান করিতেছি? তুমি আমার সেনাপতির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া

আমার অধীনতা স্বীকার করিয়াছ; পরে আলি আদলের সহিত যুদ্ধে আমার সেনানীর অধীনে এক সামান্য সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলে, সর্ব্বসাধারণেই জানিয়াছে, যে, তুমি আমার পঞ্চহাজারীর মুন্সবদার হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য লোকের ইহা হইতে আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ? ”

ক্রোধে শিবজীর শরীর দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এবং কহিলেন, “ আমি আপনার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হই নাই। আপনার সেনাপতি অল্প দিন হইল, আমার সাহায্যে বিজয়পুর জয় করিয়াছেন, নচেৎ এবার আর আপনার দক্ষিণ দেশে থাকিতে হইত না। ”

অনেক ক্ষণ কেহই কিছু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। পরে শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “ দিল্লীশ্বর ! আপনার সেনানী জয়সিংহের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম ; আপনি তাঁহার বাক্য মিথ্যা করিলেন। ”

শিবজী বলিতেছিলেন, এমন সময় আরাঞ্জেব বলিলেন, “ জয়সিংহের সহিত তোমার কিরূপ কথা হইয়াছিল ? ”

শিবজী কহিলেন, “ তিনি কহিয়াছিলেন, আপনি যদি আমাকে অপমান করেন, তবে সে অপমান তাঁহারই হইল, এরূপ জ্ঞান করিবেন। ফলে আপনি আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন, ইহা তিনি কহিয়াছিলেন বলিয়া আপনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু আমাকে অপমান করা আপনার কর্ত্তব্য ছিল না। ” ইহা কহিয়া তিনি আবার চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইলে, আরাঞ্জেব মস্তকাবনত করিয়া ভাবিলেন, "জয়সিংহের সহিত যদি ইহার এরূপ কথোপকথন হইয়া থাকে, তবেত বড় অন্যায় হইয়াছে। রজঃপূতদিগের মধ্যে জয়সিংহই বীর্য্যশালী, সে যদি বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়, তবেইত বিষম বিভ্রাট্। কি করি, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা করা হইল না।" এই ভাবিয়া তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, "জয়সিংহের সহিত তোমার কিরূপ কথা হইয়াছিল, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; অতএব, তাহার ভাবং বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট পত্র লিখি-লাম, তুমি প্রত্যুত্তর আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। তোমাকে খেলোয়াৎ করিয়া বিদায় করিব।"

আরাঞ্জেবের মনের ভাব শিবজীকে কবলিত করেন। কিন্তু, শিবজী বাদশাহ অপেক্ষা চতুর কম ছিলেন না। অমনি বলিয়া উঠিলেন,——

"দিল্লীশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা। কিন্তু আমার এক নিবেদন এই যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের এ দেশের জল বায়ু সহ্য হইবে না, তাহারা দেশে প্রত্যাগমন করুক; আমি একাকী এখানে থাকি।"

আরাঞ্জেবের মুখ প্রফুল্ল হইল; এবং ভাবিলেন, "সসৈন্যে দুরাত্মা এখানে না থাকিলে, যখন ইচ্ছা, তখনই উহাকে বধ করিব। লোকে উহাকে চতুর বলিয়া থাকে, কিন্তু আমি উহাকে নিতান্ত অবোধ দেখিতেছি।" প্রকাশে কহিলেন, "তাহাই হউক।"

শিবজী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্তঃপুরের এক গবাক্ষরন্ধ্র হইতে সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া রশিনারা আশা ভরসা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিভৃত-গৃহে।

সন্ধ্যার পর আরাঞ্জেব অন্তঃপুরের এক নিভৃত-গৃহে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বেই তথায় লিখিবার উপকরণাদি আহৃরিত ছিল, লেখনী হস্তে পত্র লিখিতে বসিলেন। মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর, কি লিখিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে লেখনী পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে অঙ্গুলি কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর আবার তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। জয়সিংহকে এ বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই, কেননা তাহা হইলে, পরম শত্রু শিবজীকে দণ্ড দেওয়া হইবে না। শিবজী সভার মধ্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সত্য হইতেও পারে, তবে কেন আর জয়সিংহকে তদ্বিষয় লিখিয়া জঞ্জাল বৃদ্ধি করি? শিবজীকে বধ করাই কর্ত্তব্য; অতএব, তাহারই উপায় অন্বেষণে চিত্ত নিয়োজিত করিলেন।

আরাঞ্জেব মনে মনে ইহাই তর্ক করিতে লাগিলেন, যে, "জয়সিংহ শিবজীর সহিত যে সন্ধি করেন, সে সন্ধিপত্রে এমন কি কথা আছে, যে শিবজী আমার অধীন নহে? সে সন্ধিপত্রের তাৎপর্য্য কি? তাহাতে এই মাত্র উল্লেখ

আছে, যে, তাহার সৈন্যগণ রাজকোষ হইতে বেতন পাইবার পরিবর্ত্তে অধিকৃত দেশ সমুহের রাজস্বের চতুর্থাংশের একাংশ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবে। আর জয়সিংহ মহারাষ্ট্রের সমুদায়ই জয় করিয়াছেন; তবে দুষ্ট দস্যু আমার অধীন নয় কেন? এক্ষণে আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি। পাপিষ্ঠ চৌর আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছিল, সে জন্য সে অবশ্যই বধযোগ্য। কিন্তু, সহসা এ কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ নহে; জয়সিংহের পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া, শিবজীকে বধ করিলে পশ্চাৎ চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, প্রথমে সেই পথে কণ্টক দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রথমে পরমোপকারী জয়সিংহের বিনাপরাধে প্রাণদণ্ড করিতে হইবে; হইলই বা। যে ব্যক্তি উপকার করিতে পারে, পরিণামে সে আবার অপকার করিতেও পারে। তাহাকেত আমি বিনা অপরাধে দণ্ড দিতে যাইতেছি না? পরীক্ষায় ঠেকিলেই প্রাণ হারাইবে; আমার অপরাধ নাই।”

আরাঞ্জেব কিংকর্ত্তব্য পক্ষে যাহা করিবেন, তাহার স্থিরতা করিলেন। পরে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা স্বীয় পুত্র সুলতান মোয়াজিমকে এক খানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্র এই :—

“প্রাণাধিক পুত্র! তুমি আমার নিতান্ত বাধ্য, সেই জন্যই আমি অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা তোমাকেই অধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করি। তোমার ভ্রাতা তোমার পিতৃব্য সুজার কন্যা বিবাহ করিয়া আমার অবাধ্য হইয়াছিল, সেই জন্য সে এখন পর্য্যন্তও বন্দী রহিয়াছে। অতএব পুত্র, সাবধান! আমার মতের অন্যথাচরণ

করিও না, করিলে তোমার ভ্রাতার দশা তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ভরসা করি, পরমেশ্বর সেরূপ কুপ্রবৃত্তি তোমার অন্তরে প্রদান না করুন। এখন যেমন তুমি আমার বাধ্য, চিরকাল সেইরূপ থাকিলে, আমার বহ্বায়াস-লব্ধ এই ভারতরাজ্য মৃত্যুকালে তোমার করেই সমর্পণ করিয়া যাইব। সে যাহা হউক, বাহুল্যে আবশ্যক কি, তুমি পত্র পাঠ মাত্র বিজয়-পুর প্রদেশে গমন করিয়া জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীদিগকে কহিবে যে, 'আমি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব।' তোমার কথায় যে যে তোমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইবে, তুমি অবিলম্বে তাহাদের নাম লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবে।"

লিপি সমাপনান্তে বাদশাহ তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। দুই তিন বার পাঠ করিয়া আবার ভাবিলেন, "যদি সেনাপতি পুত্রের কথায় সম্মতি না দেয়, তবে কি হইবে?" মনে মনে ইহা ভাবিয়া, আরাঙ্গেব চিন্তায় মগ্ন হই-লেন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "হায়! রাজ্যতন্ত্র কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এ পাদারূঢ় ব্যক্তিগণের আর নিশ্চিন্ত হইবার সময় নাই! ভ্রান্ত-লোকেরা বিবেচনা করে, রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ মহাসুখী!— কৈ আমিত ইহাতে কিছুমাত্র সুখ দেখি না! এই গভীরা রজনীতে দীনদুঃখী কুটিরবাসিগণ সকলেই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছে; কেবল মাত্র আমি ঐশিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চিন্তায় সংলিপ্ত রহিয়াছি! হাঁ, আমার পক্ষে চিন্তাযুক্ত থাকাই শ্রেয়; নচেৎ বিষম ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়

বিদীর্ণ করিত। বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ না করিলে স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য করিবার আর উপায় নাই।”

অনন্তর পত্রের শিরোনাম লিখিয়া ভাবিলেন, “এখনত পত্র পাঠান যাউক, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবে।” এই স্থির করিয়া এক জন বিশ্বাসী দূতকে আহ্বান করিলেন। দূত আগমন করিলে তাহাকে কহিলেন, “খোদাবক্‌স! তোমার দ্বারা আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ভবিষ্যতে হইব, এমনও আশা রাখি। তুমি এই পত্র লইয়া দক্ষিণ রাজ্যে গমন কর,—পুত্র এই পত্র পাঠ করিয়া বিজয়-পুর গমন করিবেন, তুমিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিও। সেনাপতিদিগের সহিত কুমারের যেরূপ কথা হয়, তাহা তুমি অন্তরে থাকিয়া শ্রবণ করিও; জয়সিংহ প্রভৃতি যে কেন হউক না, যে পুত্রের কথায় সম্মত হয়, তাহাকে তুমি এই বস্তু আহার করিতে দিবে। তুমি কৌশলে কার্য্য সমাধা কবিতে পার, সেই জন্য এ কার্য্যের ভার তোমার প্রতি অর্পণ করিলাম। সাবধান, এ কথা যেন কর্ণান্তর না হয়। যদি তুমি এ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতে পার, তবে তোমাকে আমি বড় লোক করিব।” এই বলিয়া পত্র এবং একটি কাগ-জের মোড়ক তাহার হস্তে দিলেন।

দূত, অতি বিনীত ভাবে পত্রাদি গ্রহণ করিয়া, যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবাস-গৃহে।

শিবজী বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসা বাটীতে গমন করিলেন ; এবং মাওলি সেনানী নৃত্যজী পলকরের প্রতি রাজ্যের সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন। অনন্তর, তিনি আত্মরক্ষা এবং রশিনারার উদ্ধার করিবার সদুপায় ও কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজী দেখিলেন, তিনি যে সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিতেছেন, তাহার দ্বারে দ্বারে ভীমপরাক্রম প্রহরিগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাদশাহ যে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে শিবজীর তুল্য ব্যক্তির অধিক ক্ষণ লাগে না। তিনি মনে মনে হাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "যে সিংহকে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা দুঃসাধ্য, তাহাকে কি আরাঞ্জেব বিতংসে বন্ধন করিয়া রাখিবেন? তিনি ভাবিয়াছেন, যে, সৈন্য-সামন্ত বিদায় দিয়া আমি এক কালে নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছি। স্বজন দেশে প্রেরণ করিয়া যে আমি তাঁহার ষড়্‌জাল ছিন্ন করিবার সূত্রপাত করিয়াছি, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্রান্তঃকরণে স্থান পাইবে কেন? দেখা যাইবে, তাঁহার মন্ত্রণা-বৃক্ষে কি ফল ফলে!"

আরাঞ্জেব তাঁহার পরিচর্য্যা হেতু দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন, যখন যাহা আবশ্যক তাহা তিনি ব্যক্ত না

করিতেই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ কুমার রামসিংহ এক এক বার করিয়া তাঁহাকে তত্ত্ব লইয়া যাইতেন। এইরূপ কিছু দিন গত হইলে রামসিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হইল। এক দিন শিবজী অধোমুখে বসিয়া রশিনারাকে কেমন করিয়া পাইবেন, তাহারই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রামসিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী তখন তাঁহার সহিত সম্ভাষণানুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। পরস্পর অভিবাদনাদি সমাপনান্তে কুমার আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে শিবজী কহিলেন,——

"যুবরাজ! আপনার পিতার নিকট বাদশাহ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন উত্তর আসিয়াছে?"

রামসিংহ কহিলেন, "না।"

শিবজী তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অধোবদন হইলেন, এবং কপোলে কর বিন্যাস করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রামসিংহ কহিলেন,——

"কি ভাবিতেছেন?"

শিবজী মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আমার শরীর দেখিতেছেন না।"

রা। "তাহাত দেখিতেছি, বড় কৃশ হইয়াছেন।"

শি। "আমিও সেই জন্য চিন্তা করিতেছি।"

রা। "কেন?"

শি। "এদেশের জল বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর,—আমার বড় উৎকট পীড়া হইয়াছে।"

রা। "তবে এত দিন প্রকাশ করেন নাই কেন? ব্যাধি ও শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।"

শি। "তাহাত বুঝি, কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, যে, আপনার পিতার নিকট হইতে সত্বর সংবাদ আসিলে, গৃহে যাইয়া পীড়ার চিকিৎসা করাইব।"

রা। "পিতার নিকট হইতে পত্রের প্রত্যুত্তর আসিবার বিলম্ব আছে; আপনার সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে হইবে। আমার বিবেচনায়, এ সংবাদ বাদশাহকে দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজবাটীতে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের চিকিৎসা-প্রণালী অতিশয় উৎকৃষ্ট; অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিবেন।"

শি। "শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তবে আপনি অদ্যই এ সংবাদ বাদশাহকে জানাইবেন; চিকিৎসা ব্যতিরেকে শেষে পীড়া প্রবল হইতে পারে।"

রা। "সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না; যাহাতে আপনি সত্বর সুস্থ হইতে পারেন, তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটি হইবে না।"

শি। "হাঁ মহাশয়! কেবল চিকিৎসার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু, এ রোগ বায়ু পরিবর্ত্তিত হইলেই অনেক লাঘব হইতে পারে।"

রা। "বাদশাহকে না জানাইয়া কোথায় যাইবেন?"

শি। "না মহাশয়, অন্যত্র যাইতে চাহিতেছি না; এই রাজধানীর নিকটেই যমুনা-তীরস্থ সুশীতল বায়ু সেবন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

রা। "তাহাতে আপত্তি কি? এখনই চলুন।"

শিবজী রামসিংহের সহিত চলিলেন। প্রহরিগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নদীকূলে।

শিবজী রামসিংহের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যমুনা-তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন, অস্তগামী প্রভাকর রক্তবর্ণাকৃতি ধারণ করিয়া যেন হাস্য করিতেছে; সেই রবিচ্ছবি-প্রতিবিম্ব যমুনার পশ্চিমাংশে নীল জলের মধ্যে বিকম্পিত হইতেছে। নদীর পারে এক বৃহৎ সিকতাময় ভূমি, তাহার উপর দিয়া অগণিত বিহঙ্গম বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। নৌকাই নদীর প্রকৃত অভরণ; যমুনার উভয় কূল ক্রোশার্দ্ধ ব্যাপ্ত হইয়া সাংযাত্রিকদিগের বাণিজ্যপোত বিরাজিত,—কোন কোন বণিক্ বিবিধ পণ্যদ্রব্য-প্রপূরিত নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া স্রোতোভিমুখে যাইতেছে, কাহারাও বা বিদেশ হইতে আগমন করিয়া জলযান সকল তীরলগ্ন করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শিবজী পুলকিত বা দুঃখিত কিছুই হইলেন না।

উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করিতে করিতে স্রোতস্বতীর তট হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। নদীসপৃষ্ট শীতল বসন্ত-বায়ু তাঁহাদের শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল।

নগর অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, সম্মুখে অদূরে দুইটি স্ত্রীপুরুষ বসিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন; স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যেন সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী, এমন বিবেচনা হইল। পরে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, শিবজীর মুখ প্রফুল্ল হইল। প্রবাসী ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের দর্শন পাইলে যেমন প্রফুল্ল হন, শিবজী সেইরূপ সন্তুষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্র তাঁহার বিপন্নাবস্থার ক্লেশ দূর হইল।

সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রামসিংহ শিবজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,——

"আপনি কি ঐ যোগীদিগের নিকট যাইবেন?"

শি। "হাঁ।"

রা। "কেন?"

শি। "আমি শুনিয়াছি, সন্ন্যাসিগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। বোধ হয়, স্তবস্তুতি করিলে ঐ সন্ন্যাসী আমাকে নির্ব্যাধি করিতে পারেন।"

রা। "সম্ভব বটে।"

অনন্তর উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তপস্বীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সন্ন্যাসি-মিথুন নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন,—অনেক ক্ষণ পরে সন্ন্যাসী তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,——

"বৎস! তোমরা কে?"

শিবজী অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর, ইনি জয়পুরাধিপতির কুমার।"

স। এখানে কি প্রয়োজনে আগমন হইয়াছে?"

শি। "প্রভুর চরণে এক ভিক্ষা আছে।"

স। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তোমরা রাজা, আমি বন-বাসী; আমার নিকট ভিক্ষা?"

শি। "মহাপুরুষের কিছুই অসাধ্য নাই।"

স। "আমার কিছুই সাধ্য নাই; তবে কি না, মুখে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি।"

শি। "শ্রীচরণে অন্য কোন ভিক্ষা নাই; যাহা বলিলেন, তাহাই আমার প্রার্থনীয়।"

স। "কি করিতে হইবে বল, স্বীকৃত আছি।"

শি। (বিনীত ভাবে) "প্রভো! দেখিতেছেন, আমি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কল্যাণার্থ কিছু দৈবক্রিয়া করেন, তবে যার পর নাই উপকৃত হই।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বলিলেন না। পরে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,——

"বৎস! এ কথাটি আমি এক্ষণে স্বীকার করিতে পারিলাম না; কেননা কল্যই সাগর-সঙ্গমে গমন করিব, এমন অভিপ্রায় করিয়াছি।"

শিবজী তখন, তপস্বীর পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,——

"প্রভো। দাসকে অবজ্ঞা করিবেন না; আমার অনু-রোধ পরিত্যাগ করিলে আপনাদের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কা-র্পিত হইবে।"

স। "কি কলঙ্ক?"

শি। "মহাপুরুষেরা ভক্তবৎসল, এবং পরোপকারী,—দাসকে ঘৃণা করা ভবৎ সদৃশ মহাত্মজনের অনুচিত।"

সন্ন্যাসী ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল, তোমার ইচ্ছাকে আমি পরাঙ্মুখ করিব না। কল্য প্রত্যূষে এই স্থানেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে, দৈবক্রিয়ার আয়োজন কর গে।"

শিবজী আবার কহিলেন, "আর একটি নিবেদন, বলিতে শঙ্কা হয়, যদি অভয় প্রদান করেন, তবে নিবেদন করি।"

সন্ন্যাসী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গিনীও নিমন্ত্রিতা হইলেন।"

শিবজী পুলকিত অন্তরে কহিলেন, "প্রভো! কৃতার্থ হইলাম।"

অনন্তর উভয়ে পুনরায় সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়া বাসা বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন, সন্ন্যাসী নিজ সঙ্গিনীকে কহিলেন,——

"গোলাব! তবে চল, আমরাও যাই; ঈশ্বরেচ্ছায় যবন শিবজীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ছদ্মবেশধারিণী গোলাবী কহিল, "যবনের সাধ্য কি যে আমাদের রাজার অনিষ্ট করিবে?"

এই রূপ কহিতে কহিতে উভয়ে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দূতী-সংবাদে।

আরাঙ্গেব যে দূতকে দক্ষিণ রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিজয়পুর গমন করিতে এবং তথা হইতে দিল্লী আসিতে প্রায় দুই মাস কাল গত হয়। একাল পর্য্যন্ত শিবজী কেবল আত্মোদ্ধার পক্ষে যত্ন করেন নাই, রশিনারার উদ্ধার সাধনেই যত্নবান্ ছিলেন। এত দিন কবে তিনি পলায়ন করিতেন, কেবল রশিনারার উদ্ধার জন্য এত বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যই প্রকাশ পাইবে।

শিবজী নদীকূল হইতে যে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, তাঁহাদের সাহায্যে নিষ্কৃতি পাইবার পন্থা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী প্রকৃত তাপস নহে, ছদ্মবেশী মাত্র। সন্ন্যাসী তাঁহার গুরু রামদেব স্বামী এবং সন্ন্যাসিনী তাঁহার পরিচারিকা গোলাবী। শিবজীর কুশলার্থ স্বামী ঠাকুর প্রত্যহই স্বস্ত্যয়নাদি দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিবেদিত আহারীয় বস্তু পাত্র প্রপূরিত করিয়া নগরবাসীদিগের গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। এই তাঁহার অব্যাহতি পাইবার সুত্রপাত হইয়া রহিল। গোলাবীর দ্বারা রশিনারার সংবাদ আনিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইল।

একদা শিবজী বাসায় বসিয়া আছেন, সহচরী গোলাবী

নিকটে অধোমুখে উপবিষ্টা আছে। অনেক ক্ষণ পরে শিবজী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গোলাবীকে কহিলেন,—

"গোলাব, তুমিত রশিনারার নিকট প্রত্যহই যাইতেছ, কই, মিলনের উপায় কিছুইত করিতে পারিতেছ না।"

গো। "মহারাজ! চেষ্টারত ত্রুটি করিতেছি না।"

শি। "কালি কিরূপ কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়াছিল?"

গো। "তাঁহার মনের ভাব জানিতে বাকী কি? তাঁহার মন আপনার প্রতিই আছে।"

শি। "তাত জানি। তিনি আসিবার কথা কি কহিলেন?"

গো। "কালি অনেক কথা হইল, পরে আমি তাঁহাকে আপনার অবস্থা বিস্তার করিয়া কহিলাম। শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।"

শি। "আমার দুঃখে কি তিনি কাঁদিয়াছিলেন?"

গো। "মহারাজ! না কাঁদিবেন কেন? আপনি যেমন তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তিনিও সেই রূপ আপনার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা, প্রণয়ের কি অসাধারণ মোহিনী-শক্তি!"

শি। "তবে তিনি আসিতে বিলম্ব করেন কেন?"

গো। "প্রকাশ্যেত আর আসিতে পারেন না, প্রহরি-গণ অষ্টপ্রহর সতর্ক রহিয়াছে।"

শি। (নৈরাশ্যে) "তবে উপায়?"

গো। "উপায় আছে বৈ কি। মনে করিলে সকল ঘরেই সিঁদ দেওয়া যায়।"

শি। "কি রূপ? বল, বল!"

গো। "মহারাজ! উতলা হইবেন না; ভবানীর কৃপায় অবশ্যই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন। স্বামী ঠাকুর কল্য গমন করিয়াছেন, আপনিও অবিলম্বে বাহির হইবার চেষ্টা করুন; আমি শাহজাদীকে সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত মিলিতা হইব।"

শি। "গোলাব! তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম; আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, ক্ষণ কাল পরেই পলায়ন করিব। ভাল, তোমরা সেই দুর্গম পুরি হইতে কেমন করিয়া বাহির হইবে?"

গো। "আজি বাদশাহের জন্মতিথি,—মহা আমোদ প্রমোদ হইবে, আজিকার দিনে কাহারও কোথায় যাইবার নিষেধ নাই; আমরা কোন রূপে তথা হইতে বাহির হইতে পারিব, তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না।"

শি। "তবে তুমি যাও। আমি এক খানি পত্র দিতেছি, তাহা রশিনারাকে দিও। আমার সহিত অমুক স্থানে সাক্ষাৎ পাইবে।" এই বলিয়া গোপনীয় স্থানের কথা গোলাবীর কর্ণমূলে কহিয়া দিলেন।

অনন্তর শীঘ্রহস্তে একখান পত্র লিখিয়া গোলাবীর হস্তে দিলেন। গোলাবী পত্র লইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আত্মবঞ্চনায়।

শিবজীর পত্র লইয়া দাসী রাজনিকেতনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অদ্য বাদশাহের জন্ম দিন, অবারিত দ্বার, যেখানে যাহার ইচ্ছা, সে সেইখানেই গমনাগমন করিতেছে। এই দিনে অন্তঃপুরেও মহা সমারোহ হইয়া থাকে; স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের তথায় গমন বিধি নাই। নানা দিগ্দেশ হইতে ললনাগণ বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয়ার্থ তথায় সমাগতা হইয়াছে। অন্তঃপুরিকাগণের আনন্দের আর পরিসীমা নাই, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সুগন্ধ বস্তুর ঘ্রাণে চতুর্দ্দিক্ মোহিত করিতেছে; আতর, গোলাব, তাম্বূল, পুষ্প, পরিচ্ছদ, হীরকাদি খচিত স্বর্ণালঙ্কার—যাঁহার যাহাতে অভিলাষ, তিনি তাহাই ক্রয় করিতেছেন। গোলাবী অন্তঃপুরস্থ বাজারের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও রশিনারার সাক্ষাৎ পাইল না। অনন্তর অন্য আর এক প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া দেখিল, যে, রশিনারা এক বৃদ্ধের সহিত এক অপূর্ব্ব অট্টালিকার দ্বারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। গোলাবী তাঁহার মুখের ভাবান্তর দেখিয়া কিছু বিস্মিতা হইল, সে এরূপ বিমর্ষ ভাব তাঁহার মুখে কখনই দেখে নাই। গোলাবী কিছু না বলিতেই রশিনারা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন,——

"ওগো, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

গোলাবী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনার উপযুক্ত কোন দ্রব্য আনিয়াছি, আপনি তাহা গ্রহণ করিলে সন্তুষ্ট হইব।"

র। "দেখি, পদার্থটা কি?"

গো। "গৃহাভ্যন্তরে চলুন, দেখাইতেছি।"

রশিনারা আর কোন আপত্তি করিলেন না; বিদেশিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় কক্ষ্যায় গমন করিলেন। বৃদ্ধও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

রশিনারা গৃহে উপস্থিতা হইয়া সঙ্গিনীকে কহিলেন, "গোলাব! সমাচার কি?"

গোলাবী তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া অধোবদনা হইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া রশিনারা কহিলেন,——

"গোলাব! তুমি আমাদের সকল কথাই এখানে প্রকাশ করিতে পার, কাহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেছ? ইনি আমার পিতামহ, আমার দুঃখে দুঃখী! তুমি যাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হইতেছ, ইনি তাহা সকলই জানেন।"

গোলাবী তখন নতশিরে সাজাহানকে বলিল, "জঁহা-পনা! দাসী না জানিয়া অপরাধ করিয়াছে, অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।"

সা। "তোমার অপরাধ কি? তুমি যথাবিধি কার্য্যই করিয়াছি। এক্ষণে, রশিনারা যাহা বলিলেন, তাহা প্রকাশ কর।"

গো। "আমাদের মহারাজ বোধ হয় এত ক্ষণ পলায়ন

করিয়াছেন। যমুনার পারে যে এক নিবিড় বন আছে, তন্মধ্যবর্ত্তী পুরাতন অট্টালিকার মধ্যে আপনার জন্য বিলম্ব করিতেছেন, আপনি চলুন।”

সা। “তিনি পলায়ন করিলেন কেন?”

গো। “বাদশাহ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবেন বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করিয়াছেন।”

সাজাহান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে রহিলেন।

রশিনারাও অধোবদনে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। গোলাবী পুনশ্চ কহিল,——

“শাহজাদি, যখন তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠান, তখন তিনি একখানি পত্র দিয়াছিলেন, সে পত্র এই; কি লিখিয়াছেন পড়িয়া দেখুন।” এই বলিয়া দাসী অঞ্চলপ্রান্ত হইতে লিপি বাহির করিয়া রশিনারার হস্তে দিল।

রশিনারা পত্র হস্তে করিয়া দাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাজাহান তখন রশিনারার হস্ত হইতে লিপি লইয়া স্বয়ং তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,——

“প্রাণের রশিনারা!——

প্রিয়তমে! অনেক দিন গত হইল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই,—তোমার ইন্দু-নিভানন অদর্শন-জনিত যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা লিখিয়া কি জানাইব? অদ্য যখন সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা স্বচক্ষেই অনুভব করিতে পারিবে।

আমি যখন তোমাকে হরণ করিয়া দুর্গে লইয়া যাই,

তখন আমার এমন আশা ছিল না, যে, তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইব; কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমার মন তোমার অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইল। পরে তোমার সহিত যতই আলাপ হইতে লাগিল, ততই যেন আমার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল,—পাষাণ হৃদয়ে তোমার প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছি। লোকে বলে তরুণী-স্পর্শ অতীব সুখজনক, তবে কেন তোমার প্রতিমূর্ত্তি অনলোত্তাপের ন্যায় আমার পাষাণময় হৃদয়কে দ্রুব করিতেছে?

প্রেয়সি! আমি তোমার মন যোগাইতে ত্রুটি করি নাই, তুমিই তোমার পিতার ভয়ে আমার সহিত হাস্যমুখে কথা কহিতে না, নিদারুণ বিধির চক্রে তুমি সে সকল যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছ! যাহা হউক, তাহা মনে করিয়া আর কি হইবে? প্রিয়ে! আমি সকলই ত্যাগ করিতে পারি, কেবল তোমাকে নহে,—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না; আমাকে দর্শন দিয়া প্রাণদান কর।

যখন তোমার পিতৃ-সৈন্য আমার দুর্গ জয় করে, তখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, তুমি সেই সময় আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলে, এখনও সেই সকল কথা বীণাবৎ আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; জীবন থাকিতে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আমি যে এখানে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি, তাহা তুমি সকলই জানিতেছ; আজি আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাণভয়ে অঙ্গ কাঁপিতেছে, কেন যে এরূপ হইল, বলিতে পারি না। সেই জন্য আমি পলায়ন করিলাম, তুমি

গোলাবীর মুখে সাঙ্কেতিক স্থানের কথা শুনিয়া শীঘ্র আগমন করিয়া আমার শুষ্ক দেহে অমৃত বর্ষণ কর।

এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, তুমি কখনই আমাকে ত্যাগ করিবে না; কিন্তু যদি ইহার অন্য মত হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিও, এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব; তুমিই যদি আমার না হইলে, তবে আর দেহ লইয়া কি হইবে? তোমার কামনায় সাগরে দেহত্যাগ করিলে পুনর্জ্জন্মে অবশ্যই তুমি আমার হইবে।

তোমার পিতা আমার প্রাণবধের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পরিয়াছি; প্রাণ বিসর্জ্জনই দিব, কিন্তু তোমার পিতার নিষ্ঠুর কুঠারে নহে। মরণ নিশ্চয় হইলে তোমার জন্য সুস্থানে মরিব! সেই ভাল!

অধিক লেখার সময় পাইলাম না; কহিবার অনেক কথা আছে; সাক্ষাতে—নির্জ্জনে সকল কহিব। তুমি বিলম্ব না করিয়া গোলাবীর সঙ্গে আগমন কর। ইতি——

তোমার প্রণয়াধীন

শিবজী।”

পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া সাজাহান কহিলেন, “তবে যাও, বৃদ্ধের কথা মনে রাখিও।”

রশিনারা কোন উত্তর করিলেন না, কেবল নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

সাজাহান দেখিয়া কহিলেন, কাঁদ কেন? যাও—এই দূতীর সঙ্গে গেলে কেহ জানিতে পারিবে না; আজি সকলেই আমোদ আহ্লাদে মগ্ন আছে।”

রশিনারা চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, “আমার যাওয়া হইল না।”

সাজাহান ও গোলাবী উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিলেন। সাজাহান কহিলেন,——

সে কি? এই না তুমি সে দিন উন্মাদিনীর ন্যায় একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলে? তখনই দেখি ছদ্মবেশে গমন কর! এখন আবার মন ফিরিল কেন?”

রশিনারা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় হইয়া এই মাত্র কহিলেন, “ললাট-লিপি কে খণ্ডাইবে?” তিনি আর তথায় বসিয়া রহিলেন না। গাত্রোত্থান করিয়া গোলাবীকে কহিলেন, “আইস।”

গোলাবী তাঁহার সঙ্গে অন্য আর একটি কক্ষ্যায় গমন করিল। রশিনারা তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং পত্র লিখিতে বসিলেন। গোলাবী দেখিল, লিখিবার সময় তাঁহার চক্ষুঃ হইতে অজস্র বারি বিগলিত হইতেছে। পত্র সমাপ্ত করিয়া গোলাবীকে কহিলেন, “তুমি এই পত্র লইয়া বিদায় হও; আমি পিতার মনঃপীড়া দিতে পারিব না। তোমাদের সহিত আর আমার দেখা হইবে না। তোমাদের সহিত আমি অনেক দিন একত্রে ছিলাম, সহোদরা ভগিনীর ন্যায় আমাকে স্নেহ করিয়াছ,—আমি তোমাকে আর কি দিব, এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। অধিক আর কি কহিব, তুমি বুদ্ধিমতী, যাহাতে তিনি সুস্থ থাকেন, তৎপক্ষে যত্ন করিও।” এই বলিয়া তিনি শয্যাতল হইতে এক গাছা মুক্তার হার ও পত্র

গোলাবীর হস্তে দিলেন। গেলাবী কিছুই বলিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গতা হইল। রশিনারাও একাকিনী পল্যঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মনোরথ-ভঙ্গে।

জন্মদিনোপলক্ষে আরাঞ্জেব বাদশাহ পারিষদ্-মণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদে রত আছেন। সৈন্য সামন্ত, ওমরাহ, রাজা, রাজপ্রতিভূ, জানপদবর্গ, পৌরবর্গ সকলেই আজি বাদশাহ-চরণে রজত-কাঞ্চনাদি উপঢৌকন প্রদান করিতেছেন। নট নটী, গায়ক গায়িকা, বাদক ইত্যাদি সকলে চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত করিতেছে। কোথাও আহার, কোথাও পান, কোথাও দান, নৃত্যগীত, বাদ্যোদ্যম, লোক-কোলাহল, ইত্যাদিতে রাজপুরী পরিপূর্ণ। স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, হীরা, মতি, মুক্তা, পান্না, পুষ্প, গন্ধ, বসন, ভূষণ, আহারীয়, পানীয়, তাম্বূল, শিল্পকার্য্যসম্পন্ন দ্রব্যজাত বিক্রেতাগণ ক্রেতাদিগের সহিত মহাকোলাহল করিতেছে। আজিকার দিনে সকলেরই আমোদ আহ্লাদ, কেবল সাজাহান আর রশিনারা অন্তঃপুরের মধ্যে রোদন করিতেছেন!

বেলা শেষ হইয়া আসিল। তখন বাদশাহ তুলা-যন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া পুরুষ-পরম্পরা-রীত্যনুসারে মহার্ঘ্য দ্রব্যের সহিত তুলিত হইলেন। পরে সেই সকল বস্তু দরিদ্র-

সাৎ করিতে অনুজ্ঞা করিয়া অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিলেন ; পরে আমখাসে গমন করিয়া সিংহাসনাসীন হইলেন। এই সময়ে যে দূত দক্ষিণরাজ্যে গমন করিয়াছিল, সে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। আরাঞ্জেব পত্রার্থ অবগত হইয়া পত্রবাহককে যথোচিত পুনস্কার দিলেন। পরে বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

"নগরপাল!———

নগরপাল নতশিরে বক্ষে বাহু স্থাপন করিয়া কহিল,—

"জাঁহাপনা,!———

আরাঞ্জেব সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "শিবজীর মস্তক দেখিতে চাই।"

বাদশাহের মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইবা মাত্র নগর-পাল মহারাষ্ট্রপতির বধার্থ প্রধাবিত হইল। শত সহস্র লোক শিবজীর বধ দেখিবার জন্য নগরপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

আরাঞ্জেব তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আর কি? আমার সকল আশাই পূর্ণ হইল। পৃথিবীতে আমার আর শত্রু নাই; জয়সিংহ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, বলিয়া মারা গিয়াছেন, অন্যান্য দুষ্টদিগেরও অব্যাহতি নাই; বিদ্রোহের কথা উত্থাপন করিয়া পুত্রও সাধারণের অবি-শ্বাসের স্থল হইয়াছেন। শিবজীর এতক্ষণ বধ হইল। লোকে সহস্র কৌশলই করুক, আমার বুদ্ধির তেজে সক-লই বিফল হইবে।"

বাদশাহ এইরূপ যখন মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে-ছেন, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই নগরপাল কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া একেবারে সিংহাসনের তলে পড়িল। আরাঞ্জেব তাহার ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারি-লেন, যে, তাঁহার মন্ত্রণা বিফল হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি হইয়াছে?"

নগরপাল সেই ভাবে থাকিয়াই কহিল, "জাঁহাপনা! দাসেরা আজি আমোদ প্রমোদে রত ছিল,——

আঁরাঞ্জেব তাহাকে আর বলিতে না দিয়া বলিলেন, "শিবজী কি পলায়ন করিয়াছে?"

ন। "ধর্ম্মাবতার,——

মহারাষ্ট্রপতি নিত্য নিত্য ঝুড়িপূর্ণ করিয়া আহারীয় দ্রব্য নগরে বিতরণ করিতেন; অদ্য রশিনারার নিকট গোলাবীকে পাঠাইয়া পরে স্বয়ং তাহার একটা ঝুড়িতে উপবিষ্ট হন; বাহক তাঁহাকে মস্তকে করিয়া বাহির হয়। প্রহরিগণ আহারীয় যাইতেছে, এই জ্ঞানে তৎপ্রতি কটাক্ষপাতও করে না। সুতরাং শিবজী নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন।

আরাঞ্জেব তখন বন্দিশালার অধ্যক্ষ্যের হস্তে নগরপালকে সমর্পণ করিয়া সেনানীর প্রতি শিবজীর অনুসন্ধানের আজ্ঞা করিয়া কহিলেন,——

"যে রূপেই হউক, শিবজীকে ধরা চাই। ব্যাঘ্রকে পিঞ্জ-রাবদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দেওয়া বিপদের কারণ।"

সেনাপতি সসৈন্যে শিবজীর অন্বেষণে প্রধাবিত হইলেন। বৃথা অন্বেষণ! পলাতকের অনুসন্ধান পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিজন-বনে।

প্রভাকর অস্তমিত হইল। ক্রমে সন্ধ্যাতিমির গাঢ়তর হইয়া উঠিল। গোলাবী তখন লৌহময় সেতু অবলম্বন করিয়া যমুনা পার হইয়া এক নিবিড় অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। বনপথ গোলাবীর অপরিজ্ঞাত; বিশেষ ঘোরান্ধকার মধ্যে কিছুই লক্ষ হয় না; কেবল হস্ত দ্বারা সম্মুখস্থ বৃক্ষলতাদি অনুমান করিয়া অতিসাবধানে ভগ্নাট্টালিকা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই রূপ অন্ধকারময় দুর্গম বন মধ্যে ভগ্নগৃহ কোন্ দিকে আছে, প্রহরার্দ্ধ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াও তাহার সন্ধান পাইল না। পরে অনেক ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া একটি বৃক্ষশূন্য স্থানে উপস্থিত হইল; তথায় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত নক্ষত্রের স্তিমিতালোকে দেখিতে পাইল, সম্মুখে লতা-গুল্মাবৃত একটি মন্দির রহিয়াছে; তন্মধ্য হইতে মৃদু মৃদু মনুষ্য-কণ্ঠ-বিনির্গত অস্পষ্ট সঙ্গীত-ধ্বনি বাহির হইতেছে। অনুভবে বুঝিতে পারিল, শিবজীই একাকী সেই বিজন স্থানে মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। তখন জিজ্ঞাসা করিল,——

" মহারাজ কি এখানে আছেন ? "

মন্দির মধ্য হইতে উত্তর হইল, " গোলাবী না কি ? "

গো। " আজ্ঞা হাঁ। কোন্ পথে যাইব ? "

শি। " অপেক্ষা কর, আমিই যাইতেছি।" এই বলিয়া শিবজী গৃহের বাহির হইয়া গোলাবীর নিকট গেলেন।

তাঁহার উষ্ণীষস্থিত অর্কপ্রভাতুল্য মণিকিরণে দিবসের ন্যায় তথায় আলো হইল। গোলাবীকে একাকিনী দেখিয়া শিবজী কহিলেন,——

রশিনারা কই ?”

গো। “আসেন নাই।”

শি। “কেন ?”

গোলাবী মনে মনে ভাবিল, “আমি কেন এই দুঃখের কথা কহিয়া ইঁহাকে দুঃখিত করিব ? পত্রেই সকল জানিতে পারিবেন।” প্রকাশে কহিল, “মহারাজ! তিনি এই পত্র দিয়াছেন, পাঠ করিলে সমুদয় জানিতে পারিবেন।” এই বলিয়া রশিনারার পত্র শিবজীর হস্তে প্রদান করিল।

শিবজী রশিনারাকে পাইবার পক্ষে একেবারে নিরাশ হন নাই; ভাবিলেন, বুঝি কোন প্রতিবন্ধক হেতু তিনি আসিতে পারেন নাই। এই বিবেচনা করিয়া পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,——

“মহারাষ্ট্রপতি! তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি মহা দুঃখিতা হইলাম; কেননা আমি পরাধীনা, নচেৎ আহ্লাদিতা হইতাম, সন্দেহ নাই।

তুমি যে যাতনা পাইতেছ, তাহা আমা হইতেই আমি জানিতে পারিতেছি; ইহা তোমার আমার দোষ নহে, দৈবই এ মনঃপীড়া দিবার মুল; অতএব আমরা উভয়ে যাবজ্জীবন দৈবকেই তিরস্কার করিয়া মনকে প্রবোধ দিব।

আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না, ইহার এক বিশেষ কারণ আছে; তুমি এমন বিবেচনা করিও না, যে,

আমি আত্মধৈর্য্য বশতঃ এইরূপ করিলাম, কেবল তোমার সহিত মিলিতা হইলে পিতা দুঃখিত হইবেন, সেই জন্যই তোমার প্রণয়-সুখ-ভাগিনী হইলাম না।

তুমি আমার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছ, হইবারও সম্ভব। কিন্তু এখন হইতে মনে কর, রশিনারা বলিয়া পৃথিবীতে কেহ নাই,—রশিনারার মৃত্যু হইয়াছে।

তুমি দেশে গমন কর। বাদশাহ তোমার পরম শত্রু, সময় পাইলেই তোমার অনিষ্ট করিবেন। স্বদেশে গিয়া প্রজাপালন করিয়া রাজধর্ম্ম রক্ষা কর; তাহারা তোমার বিরহে কষ্ট পাইতেছে।

সুন্দরী কামিনী দুষ্প্রাপ্য নহে। অনুসন্ধান করিলে আমা অপেক্ষাও সুন্দরী কামিনী পাইবে। তবে কেন যবনীর প্রণয়-ভাজন হইয়া স্বজাতীয়দিগের বিরাগ-ভাজন হও? তোমার নিকট এই ভিক্ষা, আমাকে ভুলিয়া সুখী হও, শ্রীচরণে দ্বিতীয় ভিক্ষা নাই।

তোমার কষ্ট পাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না; কেন না, তুমি যেমন তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, সেইরূপ আমিও আমাকে স্বামিসুখ হইতে অন্তরে রাখিলাম। আমার সকল সুখ-দুঃখ ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়াছি। বিধাতা চির-কুমারী থাকিবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহার অখণ্ড নিয়ম লঙ্ঘন করিব? তুমি আর আমাকে স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না! আমার হৃদয় পাষাণময়, সকল প্রকার আঘাতই সহ্য হইবে! অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। দাসী চির-বিদায় লইল।”

পত্রপাঠ করিয়া শিবজী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গোলাবী কহিল, "মহারাজ! ভূতপূর্ব্ব ব্যাপার স্মরণ করিয়া আর কি হইবে? চলুন, দেশে যাই।"

শিবজী কহিলেন, "রশিনারার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইল না! এই বলিয়া তিনি রোদন করিয়া উঠিলেন। গোলাবী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।